যুগল বীর-কুমার

নাটক

১৩৩৮

যুগল বীর-কুমার

পৌরাণিক নাটক

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
যোড়াসাঁকো।

যুগল বীর-কুমার

নাটক

শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়
কাব্যরত্ন-প্রণীত

(শ্রীযুক্ত সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
নবদ্বীপ-বঙ্গনাট্য-সমাজে অভিনীত)

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো।
১৩৩৫

মূল্য ১।। মাত্র।

এই গ্রন্থকারের নাটক

শ্মশানে মিলন	১॥০
বিক্রমাদিত্য	১॥০
শৈশব-সাধনা	১॥০
অন্নপূর্ণা	১॥০

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & C .
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta
Printed by L. M. Roy, LALIT PRESS.
8, Ghose Lane, Calcutta.

1928

যাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যে

সুধীবৃন্দ বিমুগ্ধ,

যাঁহার সুনাম বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে

আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে মুখরিত,

সেই অসাধারণ চরিত্র-বিশ্লেষ্টা

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকলা-সুবিশারদ

বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী

নাট্যামোদী

সর্ব্বসদ্‌গুণালঙ্কৃতহৃদয়

শ্রীযুক্ত সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই নাটকখানি

অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় কাহাকেও নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার কবিত্ব, ভাবুকতা, রচনা-পারিপাট্য, বর্ণনা-কৌশল, ভাব-বিন্যাস, ভাষা-মাধুর্য্য প্রভৃতি অতীব চিত্তবিনোদন। তাঁহার "শ্মশানে মিলন" "বিক্রমাদিত্য" প্রভৃতি নাটকে সে পরিচয় নাট্যামোদী সকলেই পাইয়াছেন।

আজ সহস্র সহস্র গ্রাহকের আগ্রহে তাঁহার "যুগল বীর-কুমার" নাটক প্রকাশিত হইল। এই নাটকের অভিনয় এরূপ হৃদয়গ্রাহী যে, আজ তিন বৎসর কাল বারংবার অভিনয় দর্শনেও দর্শকগণ অতুল আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক বহু সুখ্যাতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

অভিনয়ক্ষেত্রে সুকবি নিতাই বাবুর নবরসাত্মক নাটকগুলি সর্ব্বসাধারণে যেরূপ যশঃ ও সমাদর লাভ করিয়া থাকে, তেমনি পাঠকালেও নানা রসাভাসের সমাবেশে হৃদয় অভিনবভাবে বিমুগ্ধ ও বিগলিত হইতে থাকে; নাট্যকারের পক্ষে এ কৃতিত্ব অবশ্যই অসাধারণ বলিতে হইবে।

তিনি উত্তরোত্তর এইরূপ নাটক প্রণয়নে সুধীসজ্জনের চিত্তরঞ্জন করিয়া যশের উন্নত শিখরে আরোহণ করিতে থাকুন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

১৯শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল,
শ্রীশ্রীরামনবমী।

প্রকাশক।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মণ্যদেব। ধর্ম্ম। পরীক্ষা (ছদ্মবেশী শনি)। বিঘ্ন। রাম। লক্ষ্মণ।
ভরত। শত্রুঘ্ন। সুমন্ত্র (সারথি)। বশিষ্ঠ। বাল্মীকি।
জ্ঞানানন্দ (জনৈক সাধক)। লব। কুশী। তপোদেব
(জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ)। সুদেব (ঐ পুত্র)।
কীর্ত্তি (জনৈক কুশীদজীবী)। অবতার
(ঐ পুত্র)। দুর্ম্মুখ (রাজদূত)।

অকালমৃত্যু, বশিষ্ঠের শিষ্য, কালা-ব্রাহ্মণ, দেবগণ, পাহাড়ীয়া-বালকগণ, পরীক্ষার অনুচরগণ, বৈষ্ণবগণ, ব্যাধগণ, অনাথ-বালকগণ, শিষ্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, প্রজাবালকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

গায়ত্রী। নিয়তি। কৌশল্যা। সীতা। করুণা
(তপোদেব-পত্নী)। মনোমোহিনী (কীর্ত্তির
পত্নী)। শূদ্ররাজপত্নী।

স্নেহ, মায়া, বৈষ্ণবীগণ, সখীগণ, কিরণবালাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

যুগল বীর-কুমার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার রাজকক্ষ।

রাম ও দুর্ম্মুখ।

রাম। কহ দূত, কি বুঝিলে
প্রজাদের মনোগত ভাব?
কি বুঝিলে বক্তব্য তাদের?
মোর সুশাসনে সুখী না অসুখী?
সন্তোষ না অসন্তোষ?
নাই ত প্রজার গৃহে
অন্নকষ্ট দৈন্যতার ক্লেশ?
দুর্ভিক্ষ, অকাল-মৃত্যু, রোগ, শোক, তাপ,
হয় নি ত অভ্যুদিত রাজ্যের সীমায়?
ব্রাহ্মণের বৈদিক-সাধনা,
সনাতন ধর্ম্ম উপাসনা,
ঋষিদের যোগ, যাগ, নিষ্ঠা,
ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র

করে নি ত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ?
কুশলে আছে ত সবে ?

দুর্ম্মুখ। প্রভু! দাক্ষিণাত্য দেশে
ক্রৌঞ্চমিথুন তুঙ্গ উপত্যকায়
অতি ক্ষুদ্র পল্লী জীর্ণ ব্যবধানে,
তথাকার আদি অধিবাসী
তপোদেব নামে এক ভূদেব ব্রাহ্মণ
পড়িয়াছে প্রাণঘাতী দারিদ্র্য-কবলে।

রাম। আচ্ছা, কোষাধ্যক্ষে জানাও আদেশ,
প্রয়োজন মত অর্থ দিয়ে এস তাঁরে।

দুর্ম্মুখ। আর এক নিবেদন, প্রভু!
তথাকার কীর্ত্তি নামে
বৈশ্য এক ধনাঢ্য কৃপণ,
কুসীদের ব্যবসায়ে
করিতেছে প্রজাদের অর্থ বিশোষণ।

রাম। রাজদূত ল'য়ে যাও সাথে,
অতি শীঘ্র ধরি' আন তারে।
বল—আর কি দেখিলে,
কি শুনিলে ?

দুর্ম্মুখ। প্রভু! তৃতীয় সংবাদ
নিবেদিতে চরণ রাজীবে,
স্তব্ধ হয় বাক্-যন্ত্র মোর।
অশ্রোতব্য তাহা,—রূঢ়—অতি রূঢ়—
তীব্র—ভয়ঙ্কর!

রাম। তথাপি শুনিতে হবে তাহা।
রাজা মাত্র প্রজাদের দাস।
শুভাশুভ নিত্য অভিযোগ
সুধা, তিক্ত, মিষ্ট বা গরল,
মীমাংসায় সামঞ্জস্য করিতে প্রস্তুত।
বল—বল—

দুর্ম্মুখ। প্রভু!
দাস আমি অতি দীনতম;
সসঙ্কোচে রুদ্ধ জিহ্বা,
ঘন ঘন স্পন্দিত শরীর,
ক্ষমা কর, প্রভু!

রাম। বল—বল, একান্ত নির্ভয় তুমি।

দুর্ম্মুখ। প্রভু!
ছদ্মবেশে থাকি'
সমাজ-নেতৃপক্ষের
শুনিলাম যুক্তি আলোচনা—
রাবণ রাজার অধিকৃত
অশোক-কাননবাসিনী—
সম্রাজ্ঞী জননী জানকী—অসতী।

রাম। [বাধা দিয়া]
থাক্, উঃ! আর নয়।
[কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ক্ষুব্ধ মনে
দুর্ম্মুখের প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া]
মিথ্যাকথা, প্রতারক তুই,

মিথ্যা—মিথ্যা—সর্ব্বৈব মিথ্যা !
মিথ্যা এ সংবাদ,
স্বকপোল-কল্পিত তোর, রে দূত !
নিষ্কলঙ্ক মোর রাজ্যবাসী প্রজা,
পরচর্চ্চা নিস্পৃহ ধার্ম্মিক।
সুশৃঙ্খল রাজনীতি ধর্ম্মে
সুপবিত্র মোর শুদ্ধান্তঃপুরীতে
করিবে তাহারা ঘৃণার ভ্রুকুটি ?
পরিহার্য্য এ বারতা তোর, রে দূত !

দুর্ম্মুখ। [ভয়-বিহ্বল চিত্তে পদতলে পতিত হইয়া]
প্রভু !

রাম। [বাধা দিয়া]
দূর হ, দুর্ম্মুখ !
জানিস্ ঘৃণিত, কাহার আশ্রিত তুই ?
কাহার সস্নেহ লালনে বর্দ্ধিত ?

দুর্ম্মুখ। ক্ষম মোর এ ধৃষ্টতা,
হে প্রতিপালক !
আর না আনিব মুখে
হেন বিগর্হিত ভাষা।

রাম। [উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে]
সত্য ? সত্য ?
বল্ স্থির মনে, সত্যকথা ?

দুর্ম্মুখ। মিথ্যা—মিথ্যা, প্রভু !
সর্ব্বৈব মিথ্যা।

রাম। এ কি প্রহেলিকা।
বুঝি চিত্তহারা আমি।
বিকৃত মস্তিষ্ক আমার।
সত্য না স্বপন?
নিদ্রিত না জাগ্রত আমি?
মৃত না জীবিত?
না—না, আমি—আমি—ঠিক সেই আমি।
সত্য—সত্য, মিথ্যা নহে এক বর্ণাক্ষর!
এ যে নিয়োজিত দূত,
যোগায় নিয়ত নিত্য সত্য
পূত গঙ্গাবারি মত
প্রজাদের সুখ-দুঃখ সমাচার,
আদেশে আমার।
অর্ব্বাচীন—অর্ব্বাচীন আমি ;
তাই করিতেছি ভৃত্য সনে রূঢ় ব্যবহার।
দূত! সুসম্ভব এ বারতা তব।
চন্দ্রে রাহু, শৈত্যে অগ্নি, কোমলে কঠোর,
সুসম্ভব—অতি সুসম্ভব এ বারতা তব।
ক্ষমা কর্, দূত!
কর্ গিয়া আজ্ঞামত কাজ।

দুর্ম্মুখ। [কিয়দ্দূর গিয়া]
হায়! কেন দিনু প্রভু-মনে
হেন গুরুতর ব্যথা?
কেন বা শুনানু এই নৃশংস সংবাদ?

বলিবার আগে কেন না হইল
দগ্ধ-স্তব্ধ-ছিন্ন-বিদীর্ণ রসনা ?
ওহো, মৃত্যু কেন হ'ল না আমার !

[প্রস্থান।

রাম। [স্বগত]
উঃ ! এই বিনিময় ?
স্নেহে মর্ম্মাঘাত, সারল্যে ক্রূরতা,
উন্মুক্ত দয়ায় কঠোর আঘাত ?
শিরার শোণিত-পণ যাদের কল্যাণে,
নিত্য যুক্তপাণি দেবতার স্থানে,
সেই প্রজার রাজভক্তি এই পুরস্কার ?
হায় রে মানব, এতই কৃতঘ্ন তোরা ?
এত লোভী ? এত স্বার্থপর ?
আশার কি সামঞ্জস্য নাই ?
ধন রত্ন, স্নেহ দয়া, ক্ষমা অবারিত,
তাতেও হ'ল না তৃপ্তি ?
ছিঁড়িয়া তুলিতে আশা
মর্ম্ম ভেদি' শোণিতাক্ত হৃৎপিণ্ডখানা,
রে অযোধ্যাবাসি, এতই নির্ম্মম তোরা ?
সতী কি অসতী সীতা,
সাক্ষী তার সনাতন-ধর্ম্ম।
যে সীতা সতীত্ব-বলে প্রহ্লাদের মত
বেঁচেছিল অনলের গ্রাস হ'তে,
সেই সীতা আমার অসতী ?

হ'ক্ রাজ্য ছারখার, হ'ক্ অরাজক,
স্বপ্ন-লব্ধ ঐশ্বর্য্যের মত
পূর্ণ হ'ক্ বিপ্লব-ঝঞ্ঝায়,
নিবে যাক্ রাজনীতি, ধর্ম্মের দেউটী,
মর্ তোরা আত্মহত্যা, কাটাকাটি ক'রে,
চিত্রার্পিত পুত্তলিকা মত হেরিব নীরবে।
তবু পারিব না—পারিব না,
রে অযোধ্যাবাসি!
সীতার এ অপবাদ সহিতে নীরবে।

অলক্ষ্যে পক্ষীকণ্ঠে গ্রহরাজ গীত আরম্ভ করিল।

গ্রহরাজ।—

গান।

কলঙ্কিনী সীতা।

কহিতে সরমে মরমে ম'রে যাই,
আর্য্যনীতির এই কি গো প্রথা॥

রাম। [বিস্ময়ে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন]

গ্রহরাজ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

রাবণ রাজার অশোক-কাননে,
কীর্ত্তি কত রেখেছে গোপনে,
একি গো রাজার, কুনীতি আচার,
শুনিয়া প্রাণে পাই ব্যথা॥

রাম। বিষ—বিষ—অতি তীব্র বিষ!
কে রে? কে তুই অন্তরালে থাকি'
হানিলি এ বিষ-বাণ রামের অন্তরে?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজধানীর বহিপ্রান্তর।

পক্ষীধরা ফাঁদ হস্তে ব্যাধ ও ব্যাধরমণীগণ।

নৃত্যগীত।

ব্যাধগণ।— চুপ্—চুপ্—চুপ্—চুপ্, খুব বড় হুঁসিয়ার,

ওই দেখ্ শাখী শাখে ডাকে ওই পিক॥

ব্যাধরমণীগণ।— চল নিয়ে আটাকাটি, হাঁটি সব গুটী গুটী,

ফাঁদ-কাটি আঁটি এই দিক্॥

ব্যাধগণ।— পাখীর লাগি ফাঁদ পাতি পাখী গেল উড়ে।

ওহো! ফাঁদ মার্‌লে ফাঁকি,

রমণীগণ।—বড়ি সয়তান পাখী;—

ব্যাধগণ।— লে—লে—চল্ চল্, পাতি গিয়ে ফাঁদ কল,

ধরি চল্ পাখ্‌টাকে এইবার ঠিক॥

রমণীগণ।—পেট কর্‌ছে চাঁ—চাঁ,

ব্যাধগণ। হ'য়ে এল সাঁজ ঘা,

রমণীগণ। লে—লে ঝট্‌পট্, কাম সারি চট্‌পট্,

মিলে যাবে বক্‌শিস্ কাম্‌কা মাফিক্॥

[সকলের প্রস্থান।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভরতের প্রবেশ।

ভরত। ইন্দ্রজাল! ইন্দ্রজাল! পক্ষী নয়—মায়াবী! অবিশ্রান্ত শ্রম ব্যর্থ হ'ল। একটা ক্ষুদ্র পক্ষী ধরা পড়্‌ল না। এবার ধর্‌বার চেষ্টা না ক'রে দেখ্‌লেই হত্যা কর্‌ব। রাজাদেশে জীবহত্যা নিষেধ। তা হ'ক—রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন, ধনুকে বাণ সংযোজিত ক'রে প্রস্তুত থাকি।

অলক্ষ্যে পক্ষীকণ্ঠে গ্রহরাজের গীত।

গ্রহরাজ।—

গান।

কলঙ্কিনী সীতা, কলঙ্কিনী গীতা।

ভরত। অবাক্—আশ্চর্য্য! পক্ষী অন্তর্যামী। ধনুকে বাণ সংযোজিত, এই আর দেখা দিচ্ছে না।

গ্রহরাজ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

কহিতে সরমে মরমে ম'রে যাই
আর্য্যনীতির এই কি গো প্রথা॥

ভরত। [স্বগত] আচ্ছা—আচ্ছা, দেখ্‌ব—দেখ্‌ব মায়াবী পক্ষী, তোমার কতদূর ছলনা-চাতুর্য্য।

গ্রহরাজ।— [গীতাবশেষ]

রাবণ রাজার অশোক-কাননে,
কীর্ত্তি কত রেখেছে গোপনে,
একি গো রাজার, কুনীতি আচার,
স্মরিয়া প্রাণে পাই ব্যথা॥

ভরত। পিতৃদত্ত এই শব্দভেদী বাণ সংযোজিত করি। [তথাকরণ] ঐ—ঐ—ঐ নয় সেই পক্ষী? আর যাবে কোথায়?

[বেগে প্রস্থান।

একটী পক্ষী হস্তে ব্যাধবেশে গ্রহরাজের প্রবেশ।

গ্রহরাজ। পরীক্ষার বিষম চক্রে ধ্যানভঙ্গ শিবের রুদ্র ক্রোধ-বহ্নিতে অনঙ্গের ফুলঅঙ্গ ভস্ম, রতির নেত্রযুগ অশ্রুতে পরিপূর্ণ। পরীক্ষার বিষম চক্রে হরিশচন্দ্রের চণ্ডালত্ব গ্রহন, শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া বেশে কাষ্ঠ আহরণে জীবন-যাপন। পরীক্ষার বিষম চক্রে, রাজা! তোমার অভিষেকের

দিন বনগমন, সীতার অশোক-কানন ভ্রমণ, এবারও তাই। এবার শেষ পরীক্ষা। দেখ্‌ব রাজা, তোমার প্রজারঞ্জন-দক্ষতা—দেখ্‌ব তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। পক্ষীরূপ ত্যাগ করেছি, ব্যাধ-বেশ ধরেছি, পক্ষীও একটি হস্তগত করেছি; বিস্তৃত রাজ্যে তুমি যে জীবহত্যা পাপ নিবারিত করেছ, পরীক্ষার বিষম চক্রে সেই জীবহত্যা পাপ তোমার দ্বারা সূচনা করাব।

বিঘ্নের প্রবেশ।

[বিঘ্নকে দেখিয়া] কে তুমি?

বিঘ্ন। দেবতা! আমি ফুলগন্ধ-কাতর কীট।

গ্রহরাজ। বটে? তা বেশ—বেশ! বর্ত্তমান যুদ্ধে তোমার মত সেনাপতি আমার বিশেষ প্রয়োজন।

বিঘ্ন। উত্তম। কিন্তু দেবতা, ফুলের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন কর্‌তে সৈন্যাপত্য পদ ত গ্রহণ করলাম, পক্ষ-সঞ্চালন ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসরও হচ্ছি, শেষে ঋষি তপস্বীর হাতে প'ড়ে যজ্ঞকুণ্ড-আগুন পাহাড়ের গর্ভে যেতে হবে না ত?

গ্রহরাজ। না—না, সেজন্য কোন ভয় নাই।

বিঘ্ন। অতি বড় ভরসাও নাই। আর কি সেদিন আছে, দেবতা? বোকা বাঁদর দেশে একটিও নাই, সবই শিক্ষিত-সম্প্রদায়। তোমারও পরীক্ষা-চক্র এক তুড়ি-লাফেই ডিঙিয়ে পড়্‌বে। তবে আমি—আমারও দেবতা, যৌবনে জরা। মুনি বেটারা তপস্যার চোটে মুলুক একচেটে ক'রে নিয়েছে। কোন দিকে দন্তস্ফুট কর্‌বার উপায়টি নেই।

গ্রহরাজ। সেজন্য চিন্তা নাই। তুমি আমার জন্য রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় অপেক্ষা কর গে, আমি বড় ব্যস্ত।

[প্রস্থান।

বিঘ্ন। [স্বগত] ঠিক ঠিকানার পথ দক্ষিণ। উঁহুঁ—তা হচ্ছে না ; আমি পূর্ব্বদিকে হাঁট্‌ব। বিশেষ সুবিধা না বুঝে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করছি না। শেষে কি সেই ভগীরথের ভাগীরথী আন্‌বার সময়ের মত অগস্ত্যের জঠরে গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ব ? তুমি নরলোক পরীক্ষা কর, আর আমি তোমাকে পরীক্ষা করি। যখন্ নিজের বিঘ্ন নিজেই সম্পাদন ক'রে থাকি, তখন তোমাকে কায়দা করতে পার্‌ব না ? লাগে তীর, না লাগে ফুৎকার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-সংলগ্ন পথ।

রামের প্রবেশ।

রাম। বসুন্ধরে! দীর্ণা হও, মাতঃ!
প্রবেশি' তোমার তমোময়ী ক্রোড়ে
অপবাদ-মনস্তাপে লভি পরিত্রাণ।
ছদ্মবেশে করিয়া ভ্রমণ,
স্বকর্ণে সীতার এই কলঙ্ক-কাহিনী,
করিনু শ্রবণ।
পক্ষীও কূজন-কণ্ঠে গায় নিন্দা বুলি।
ধরিতে সে পক্ষী বিবিধ কৌশলে,
প্রেরিয়াছি শত শত ব্যাধ ;
কিন্তু সকলেই ব্যর্থ মনোরথ।
সীতা! সীতা! হায় পুণ্যময়ি!

কি কুক্ষণে বিশ্বামিত্র সনে
গিয়েছিনু মিথিলা নগরী ?
ছিন্ন দ্বিধা করেছিনু রুদ্র হরধনুঃ ?
কুক্ষণে করেছি তোমা' প্রিয়ার্থে গ্রহণ।
মরিতে যদ্যপি তুমি অশোক-কাননে,
প্রবলা চেড়ীর তীব্র কশাঘাতে,
রাবণের শাণিত কৃপাণে—
তবে—তবে—উঃ !
এত মনস্তাপ হ'ত না সহিতে !

ভরতের প্রবেশ।

ভরত। আর্য্য ! কেন চিন্তা বৃথা ?
নিত্য নিত্য যুক্তপাণি, মিথ্যা স্তব-স্তুতি,
ঐশ্বর্য্যের ঘেরা চারিদিক্।
বলুক্ প্রজারা অসতী জানকী ;
তুমি ত বিদিত স্থির সিদ্ধ ধ্যানে,
পুণ্যময়ী ধর্ম্মময়ী
সীতার চরিত্র পূত মন্দাকিনী স্রোত।
এই রাজীব নয়ন যুগ
প্রজাদের নাহি হয় যদি মনোমত,
উৎপাটিতে হবে তাহাদের সুরঞ্জন হেতু ?
ডুবে যাক্—ছার রাজধর্ম্ম,
ক্ষার হ'ক্—এ বিশ্ব সংসার,
ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
হৃদয় আসীন থাক্ পতিপ্রাণা সতী।

গ্রহরাজের প্রবেশ।

গ্রহ। ধরেছি—ধরেছি মহারাজ, এই সেই কলঙ্ক-মুখর পক্ষী বহু কষ্টে জালে বেঁধেছি। হুকুম হ'ক্ রাজা, পাখীটা মেরে ফেলি।

ভরত। আর্য্য! পক্ষী ধৃত হয়েছে, হত্যার অনুমতি করুন।

রাম। স্থির হও ব্যাধ, তুমি বল্‌তে পার, এ পক্ষীটি কার আশ্রম-পালিত?

রজকবেশে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। হামার পোষা পাখী রাজা, হামার পোষা পাখী। হামার লেড়কা উড়কা কোহি নেহি বাপা, এহি পাখ্‌টিকে হামি লেড়কাকো মাফিক ভালবাসি। দে—দে রাজা বাবা, পাখ্‌টি হামায় ভিখ্ দে।

রাম। তুমি কে?

ধর্ম্ম। হামি তুহার নকর রাজা, তুহার পেরজা। কাপড়াকা ময়লা সাফা করি, হামি জাত ধোপি। কসুর মাফ্ কর্ রাজা, কসুর মাফ্ কর্। পাখ্‌টি হামায় ভিখ্ দে।

রাম। তুমি এ পাখীটিকে এমন অন্যায় বুলি শিক্ষা দিয়েছ কেন?

ধর্ম্ম। না রাজা, ধরম্‌সে বল্‌ছি, য়্যায়সা বেইমানি হামি কভি নেই করিয়েছি। মাথাপর আস্‌মান ঘুর্‌ছে, ঝুট্ বলি ত বাজ গির্‌বে। পাখী হামার রাধাকিষণ বুলি বোলে—রাম সীতা বোলে, ওহি শুনিয়ে। [গ্রহরাজকে নির্দ্দেশ করিয়া] এহি দুষ্‌মণ লোকটা হামার বুক্‌মে দাগা লাগিয়েছে, পাখ্‌টি হামার চুরি করিয়েছে। বিচার কর্, রাজা! পাখ্‌টি ভিখ দে।

ভরত। রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক! স্থির হও। আগে পক্ষী হত্যা করা হ'ক্, তার পর—

ধর্ম্ম। তুহি হামাম্ পেরজার মা, বাপ। তুহি যদি মারিস্, তো কে রাখবে, রে রাজা? লেকেন সরল প্রাণ পাখী রাম সীতা বুলি বোলে; কেনো জীবহত্যা কর্‌বি? বিশওয়াস না হোয়তো আগারি হামার জান্ লে, পিছু পাখীর জান্ মারিস্।

ভরত। পরিত্রাণ নাই দুর্ব্বৃত্ত, তোমারও প্রাণদণ্ড করা হবে।

ধর্ম্ম। উস্‌মে হামি ড্যর্ করি নে রাজা, যব্ জান্ লিয়ে জনম্ হোইয়েছে, তব্ পরাণঠো তো একরোজ ছুটবেই ছুটবে। লেকিন্ হামারে মারিয়ে কি হামার সতী মায়ীর কলঙ্ক যাবে, রাজা? কেত্তো পেরজা ঐহি বুলি বোল্‌ছে। সব পেরজা মারবি তো রাজ্যি চালাবি কি জঙ্গল লিয়ে? মন্‌মে বুঝ্ কর্, রাগ্‌সে সব্বি খারাপি হোবে।

রাম। [স্বগত] সামান্য দীনতম রজকের মুখে এরূপ নির্ভিকতার উক্তি, তেজঃপূর্ণ ভক্তিবাক্য স্ফূর্ত্তি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। [প্রকাশ্যে] রজক; তুমি কি বল?

ভরত। আর্য্য! কাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? সামান্য নীচ জাতি নির্ব্বুদ্ধি রজকের পরামর্শে কার্য্য কর্‌তে হবে?

রাম। সূচের ক্ষত-উৎপাদনী হিংসার মধ্যে জীর্ণবস্ত্র সংস্কারের গুণই গ্রহণীয়। বল, রজক!

ধর্ম্ম। হামি কি বোল্‌বে, রে রাজা! এত্তা বড়ি দুনিয়া তুহার মতলবমে চল্‌ছে, আর হামি তুহারে বুঝ্ করাবে? তব্ বলি শোন্। এ্যায়সা মাফিক্ একঠো কাম কর্, জিস্‌মে দুনিয়াকা আঁখ্‌মে তাক্ লাগিয়ে যাবে, দুষ্‌মণ লোক সব বোবা বনিয়ে যাবে, পাখী দুষ্‌মণ বুলি ছোড়িয়ে সতী সতী ফুকারবে, হামার মায়িকা নাম্‌মে একঠো জোর নাম ছুটিয়ে যাবে। সে রোজ মায়িকো হামার আগ্‌মে ডারিয়ে কেত্তা কেত্তা মুনি ঋষির আঁখ্‌মে ধাঁধা ছুটিয়েছিস্, আর রাজ্যির কত্তা পেরজা

আদ্‌মিকো খোস দিতে পার্‌বি নে? বুক্‌সে মায়া তাড়িয়ে দে—জরুরি কোমর বাঁধ্—মুখ লুকিয়ে কেনো রৈবি, রাজা? মায়ী হামার ভগবতী মায়ী, তুহি হামাদের ভগবান্ রাজা বাবা। দেবতাকা মাফিক কাম করিয়ে যা। সব ভুলিয়ে গেলি রে বাবা, সব ভুলিয়ে গেলি? অনন্ত-লীলা তুনিয়ামে দেখিয়ে দে। নেহি তো কোহি আদ্‌মি ধরম পূজ্‌বে না—শাস্তোর মান্‌বে না—রাজ্যি ডুবিয়ে যাবে। [গ্রহরাজকে নির্দ্দেশ করিয়া] ওহি দেখ্, রাজা! ওহি তুষ্‌মণ লোকটা মন মন ভরা গোসা করিয়ে হামার দিকে কট্‌মট্ আঁখ ঘুরাচ্ছে। বড়ি সয়তান আছে। ওস্কা মু পুড়িয়ে দে। দেখিয়ে দে, মায়ী হামাদের সতী আছে কি না?

রাম। [স্বগত] রজক সামান্য মনুষ্য-চরিত্র নয়! রজকের কথায় আমার মোহের কুজ্ঝটিকা স'রে গিয়ে অতীতের স্মৃতি জাগরিত হ'ল। শৈশবে পিতৃ-উপদেশ পেয়েছিলেম, মূল রাজধর্ম্ম প্রজা সুরঞ্জন; সে নিয়মের অপহ্নব প্রজা-পীড়ন মাত্র, রাজা মাত্র প্রজাদের দাস, প্রজাসেবা রাজকার্য্য প্রজার সুখের জন্য সর্ব্বসুখত্যাগী হ'তে হয়; প্রয়োজন বোধে পত্নীত্যাগও অসঙ্গত নয়। তবে কেন কর্ত্তব্যে বিমূঢ়? কর্ত্তব্যে মায়া মোহ তুচ্ছত্বের আলস্য কার্য্যোৎসাহ মনুষ্যত্ব। কে কার? কীর্ত্তি অমর। [প্রকাশ্যে] ভরত! অনলকুণ্ডের আয়োজন কর। প্রজাদের সংশয়-আবিলতা দূর করবার জন্য সীতাকে পুনর্ব্বার অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

ভরত। [ব্যাকুলচিত্তে] দাদা!

রাম। [বাধা দিয়া] আপত্তি ক'রো'না, রাজাদেশ।

ভরত। এই কি স্থির?

রাম। স্থির।

ভরত। ধর্ম্মনিষ্ঠ ন্যায়বান্ তুমি রঘুবীর,
হেন অত্যাচার নহে তোমার বিধান।

রাম। কি করিতে পারি? প্রজাদের ইচ্ছা।

ভরত। প্রজা যদি চাহে আকাশের চাঁদ,
তবে তাই দিতে হবে?
প্রজা যদি চায়;
কৈলাস শিখর ছিঁড়িয়া আনিয়া দিতে,
পঙ্কে টানি ডুবাতে মহেশে,
জ্বালাইতে অগ্নি নগরে নগরে,
বিচূর্ণ করিতে প্রাসাদ মন্দির—
কীর্ত্তিস্তম্ভ দেবালয় আদি,
তবে তাও করিতে কি হবে?

রাম। তাও হবে।

ভরত। তাও হবে?
অন্যায় এ—অবিচার তবে।
কেমনে হে রঘুবর!
উচ্চারিলে মুখে—"তাও হবে।"
বলুক্ প্রজারা তবে সমস্বরে এবে,
ভানু ওঠে পশ্চিম গগনে,
দূর্ব্বাদলে চমকে বিজলী,
দাহময় চন্দ্র, স্নিগ্ধ হুতাশন,
স্থির সমীরণ; চঞ্চল পর্ব্বত,
কঠিন সলিল;
হ'ক্ সত্য তাও আজ হ'তে।

রাম। বৃথা যুক্তি প্রিয়তম, আর,
স্থির এই সঙ্কল্প আমার।

ভরত। তবে এও স্থির, রাঘবেন্দ্র!
এসেছে দুর্দ্দিন আজ অযোধ্যার ভালে।
যদি এই স্থির তোমার, ভূপতি!
তবে সুদৃঢ় স্থিরতা—
র'বে না ভরত আর এ অযোধ্যাধামে;
চ'লে যাবে এক বস্ত্রে উদাসীন হ'য়ে
যে দেশেতে নাই হেন নিষ্ঠুর বিধান,
মুক্ত নাই হেন রাজনীতি-কূটতন্ত্র দ্বার,
চ'লে যাবে শোকশূন্য সেই পুণ্য বনে।

[বেগে প্রস্থান।

রাম। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর তুমি নির্দ্দয় পাষাণ!

গুহরাজ। মহারাজ! এই অসভ্য বর্ব্বর নীচজাতি রজকের কথায় উত্তেজিত হবেন না। পতিপ্রাণার প্রতি অনল-পরীক্ষা দণ্ড প্রত্যাখ্যান করুন। নির্ব্বুদ্ধি রজকের কথায় এমন সরল মধুর ভ্রাতৃপ্রেম বিসর্জ্জন দেবেন না।

রাম। রজক নীচজাতি হ'লেও সাধারণ ভদ্র অপেক্ষা অনেক মহোচ্চ হৃদয়। আমার অমাত্য, বন্ধুবান্ধবগণ আমার মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা মিথ্যা স্তব-স্তুতি করে। এমন সরল মিষ্ট উচিত বাক্য আমি একাল পর্য্যন্ত কারো মুখে শুনি নাই। তাই আমি রজকের আলাপে অভিন্ন-হৃদয় ভ্রাতৃপ্রেম লঘুত্ব জ্ঞান করেছি। রজক, ভাই তুমি—বন্ধু তুমি—মিত্র তুমি। আমি এতদিন ভ্রান্তি-নিদ্রার ঘোরে ছিলাম, তুমি আমায় জাগিয়ে দিলে। তোমার মন্ত্রণা না পেলে রাজ্য আমার রসাতলগত

হ'ত। অযোধ্যার শুভ্র কীর্ত্তিপটে অযথা কলঙ্ক আরোপিত হ'ত। এই নিঃস্বার্থ উপকারের প্রীতি পুরস্কার—এস, দীন রজক! একবার আমায় আলিঙ্গন দাও। [রজককে আলিঙ্গন]

জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।—

গান।

জহুরী যে, সে জহর চেনে রং ঢাক্‌লেও ময়লায়॥
আঁস্তাকুড়ে থাক্‌লে প'ড়ে জহুরী চিন্‌তে পারে তায়॥
রাং যদি গায়ে সোনা মুড়ে,
সভার মাঝে গর্ব্ব করে,
আগুনের তাপে ধর্‌লে পরে
চিন্‌তে পারা যায়॥

[প্রস্থান।

রাম। [গ্রহরাজের প্রতি] দাও ব্যাধ, পাখীটি আমায় দাও। [লইয়া] ধর, ভদ্র! তোমার পক্ষী গ্রহণ কর। [পক্ষী দান ও ধর্ম্মের গ্রহণ] পক্ষীর দোষ নয়—প্রজার দোষ নয়; দোষ আমার। আর্য্য-সমাজের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম নিয়ম প্রতিপালনের জন্য সীতাকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত না করাই আমার কর্ত্তব্যের মারাত্মক ত্রুটি। আদিত্য-দেব! সহস্ররশ্মি দীপ্তিমান্ দেব অংশুমালি! সুধাস্নাত কিরণ প্রসারিত ক'রে তোমার শুভ্রকীর্ত্তি এ প্রতিষ্ঠানকুলের কুলবধূর সতীত্ব-সম্মান রক্ষা কর। আমি দুর্ব্বল—আমি ধৈর্য্যহীন—আমি নিঃসহায়!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

গ্রহ। আমি গ্রহপতি
কালের প্রেরিত দূত,

বিশ্বরঙ্গ অভিনয় স্থলে
পরিচিত পরীক্ষা নামেতে।
চেন হে আমায় ছদ্মবেশী তুমি ?

ধর্ম্ম। বিলক্ষণ চিনি,
কিন্তু উদ্দেশ্য তোমার হবে না পূরণ।

গ্রহ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! [হাস্য]
কে রোধিবে মোর অনিবার্য্য গতি ?
এই যুগ-দৃশ্য জীর্ণ নাট্যশালা
ভেঙে চূরে গড়িব নূতন।
ত্রেতা অধিকৃত সিংহাসনে বসাব দ্বাপরে,
বাজিবে নূতন যুগের মোহন মুরলী,
হবে এক অভিনব নূতন জগৎ।
নব ধর্ম্ম, নব রাজনীতি,
কালের ইচ্ছায় হবে সবই নবীন।

ধর্ম্ম। এ বিশাল রঙ্গমঞ্চ সৃজন যাঁহার,
সমধিক মমতা তাঁহার,
শূন্য হ'তে মহাশূন্য—নিম্নে বসুন্ধরা,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা জলদ পটল,
উচ্চ স্থাণু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
ক্রোধ স্নেহ, সুখ, শোক দুঃখ,
মমতার অঙ্কভরা তাঁর,
ভাঙেন যদ্যপি তিনি,
কি করিতে পারি আমি ?
তুমিই বা কোথাকার কে ?

গ্রহ। [সক্রোধে]
কোথাকার কে ?
দেখাব তোমায় কোথাকার কে ?
যেখানে হেরিব ক্ষুদ্র ধর্ম্মের আলোক,
ভীম প্রভঞ্জন বেগে করিব নির্ব্বাণ।
আঁধার—আঁধারময় হইবে ধরণী,
সূচিভেদ্য প্রলয় আঁধারে
কালস্রোত হবে প্রবাহিত,
ইচ্ছায় হইবে পুনঃ নবীন সৃজন।

[বেগে প্রস্থান।

ধর্ম্ম। ক্ষুব্ধ স্রোত, ধাও দ্রুতবেগে,
গতি-বাধা দিব না তোমার ;
ভেসে ভেসে যাব শুধু তৃণের মতন।

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।—

গান।

বাধ্‌ল এবার ভীষণ যুদ্ধ দেখি জয় পরাজয়।
বড় হ'লে ঝড়ে মুচ্‌ড়ে পড়ে ছোটর নাই ত ভয়॥
বিধির সৃষ্টি বিশ্বখানা,
ভেবেও ভাবের ভাব মেলে না,
কেন করিলেন বিধি কীট রচনা,
ফুলের শোভা করিতে ক্ষয়।

স্নিগ্ধ সলিল করিয়া সৃজন,
রচেছেন তাহে বাড়ব-দাহন,
চপলার হাসি মেঘে ঢালিয়া
রচেছেন তাহে বজ্রভয় ॥
সংসারখানা করিতে রচনা,
ভেবেছেন কত ভাবের জল্পনা,
মায়া, মোহ, স্নেহ করিয়ে ভাবনা,
কালকে দিয়েছেন করিতে ক্ষয় ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

সময়—মধ্যাহ্ন।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। বিট্‌কেল রাজনীতি! বিশ্রী ব্যবস্থা!! বেয়াদব বিচার!!! কে কোথায় খেতে পাচ্ছে না, যাও—অর্থ দিয়ে এস। কার মা মরেছে, গলায় কাচা পর। জলে ডুব্‌লে ডোব—আগুনে পুড়্‌লে পোড়—শুকিয়ে শুকিয়ে শোলা হও, মাইনে সেই ন সিকে। বাপ্‌রে বাপ্! এই বৈশাখের চাঁ-চাঁয়ানী রোদ—ধূধূয়ানী পথ—টাঁটাঁয়ানী পিপাসা, শুকিয়ে মরুভূমি হলাম দেখ্‌ছি, ক্ষেত্রী বেটাদের মেজাজ ঠিক তাজা কেউটে। হাজার দুধ কলা যোগাও, ফাঁক পেলেই ফোঁস্। ঘোড়ার মত হাঁটুনী—গাধার মত খাটুনী—বকশিস্ দাঁত-খিচুনী। না—আর ত পারা যায় না! এই গাছতলায় আড্ডা দেওয়া যাক্। [বসিয়া উত্তরীয় দ্বারা গাত্রে বাতাস

দিতে লাগিল] আঃ—বাঁচ্‌লাম! [বস্ত্রবদ্ধ খাদ্য দেখিয়া] গিন্নী আস্‌বার সময় কিঞ্চিৎ ছাতু গুড় বেঁধে দিয়েছে, লাগার নাকি? উঁহু—বাপ্‌রে বাপ্‌, জলের জন্যে এখনই ছাতারি পেশা হব। ছাতু গুড় বালিশ ক'রে একটু শয়ন করা যাক। [তথাকরণ, কিছু পরে ত্রস্তভাবে উঠিয়া] আমি ত বেজায় বেকুব! এখনই বেড়ালের মাসী ব্যাঘ্র পিসী এসে ছাতু গুড় সমেত উদরগত করবে। খাড়া দাঁড়িয়ে থাকি। ভগবান্! এ কুকর্ম্মে রেহাই কদ্দিনে পাব?

অর্থভারস্কন্ধে তাগীদ-দার বেশে
গ্রহরাজের প্রবেশ।

গ্রহ। কে মহাশয়?

দুর্ম্মুখ। আমি দ্বিপদ—রাজদূত। আপনি?

গ্রহ। আমি ব্যবসায়ী ভূত।

দুর্ম্মুখ। [স্বগত] তবে ত জুড়ীদার পেলাম। আমি ভাব্‌ছিলাম, আমার জোড়া আর নাই। [প্রকাশ্যে] কোথায় যাবেন?

গ্রহ। ক্রৌঞ্চমিথুন। আপনি?

দুর্ম্মুখ। আমিও মিথুন। রাশিতে রাশিতেও মিল। আপনার থলেতে কি?

গ্রহ। টাকা। আপনার?

দুর্ম্মুখ। আমারও। আপনার নিবাস?

গ্রহ। এই দেশে। আপনার?

দুর্ম্মুখ। এইখানেই একটু গোঁজামিল হ'ল, মশাই!

গ্রহ। তা হ'ক্, তাতে কি? কেমন দেশ বলুন ত?

দুর্ম্মুখ। আহা, খাসা—খাসা! দিব্য ঘটিংয়ের ওপর ছুঁচ্‌ বাঁধান

রাস্তা, সারি সারি শালগাছের মেওয়াখানার দোকান, মেঘের ওপর সান্ বাঁধান ঘাটের জল, লোকের চেহারা ঠিক ডানা আঁটা চাতক পাখী।

গ্রহ। [পৃষ্ঠে হাত দিয়া] আপনি আমার বন্ধু।

দুর্ম্মুখ। [স্বগত] এই রে! বাড়াবাড়ি ক'রে তোলে যে? ডাকাত নয় ত!

গ্রহ। কেমন?

দুর্ম্মুখ। তা—তা—বেশ।

গ্রহ। দেখ বন্ধু, এক কাজ করি এস, দুটো টাকার থলে তুমি একবার কাঁধে কর, আমি একবার ঘাড়ে করি, তা' হ'লে রাস্তা হাঁটার কষ্টটা একটু কমের ওপর দিয়েই যাবে।

দুর্ম্মুখ। [স্বগত] ঠিকই ডাকাত। না দিলেও ত এখুনি টুঁটি টিপে ধর্‌বে। এগুলেও সর্ব্বনাশ—পেছুলেও নির্ব্বংশ; উপায় কি?

গ্রহ। দাও, বন্ধু!

দুর্ম্মুখ। তা—তা—

গ্রহ। বিশ্বাস হচ্ছে না?

দুর্ম্মুখ। না—না—তা—নয়, তবে কি না—এই ত প্রথম দেখা সাক্ষাৎ।

গ্রহ। ভয় কি? আমি তোমার আগে আগে যাচ্ছি; দাও। [ঘাড় নীচু করিলেন]

দুর্ম্মুখ। তা—তা নাও। [প্রদান ও গ্রহরাজ অগ্রে ও দুর্ম্মুখ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে] ও বন্ধু! সাম্‌নে যে প্লাবিত নদী।

গ্রহ। হেঁটে পার হও। [জলে নামিল]

দুর্ম্মুখ। [জলে নামিয়া] ও বন্ধু! এ যে ভয়ানক তুফান।

গ্রহ। কোমরের কাপড় তোল।

দুর্ম্মুখ। বন্ধু! এ যে এক গলা।

গ্রহ। এইবার ডুবে মর।

[প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। বন্ধু! বন্ধু! ও বন্ধু! আর বন্ধু! বন্ধু পগার্ পার। হায় —হায়—হায়! রাজাকে গিয়ে কি বল্‌ব? বল্‌ব—তপোদেবকে টাকা দিয়ে এসেছি। হায়! হায়! হায়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—ক্রৌঞ্চমিথুন; সময়—মধ্যাহ্ন।

তপোদেবের আশ্রম।

তপোদেবের প্রবেশ।

তপো। সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ-প্রসূনের মত দিব্য দেবজ্যোতিঃসম্পন্ন সুকুমার কৈশোরমূর্ত্তি কে তুমি মহাপুরুষ? নৈরাশ্যের মাঝে আশার আলোক দেখিয়ে যাও—কে তুমি, দয়াময়? তোমার এ গভীর লীলাতত্ত্ব কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। নয়নের ভ্রান্তি-আবিলতা মুছিয়ে দিব্য দর্শনের শক্তি দাও। দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বদ্বার উদ্‌ঘাটন কর। দৈন্যতার পেষণে প্রাণ কণ্ঠাগত। রক্ষা কর, আমি তোমার শরণাগত। সাহস ক্ষমতা, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য সব গেছে! আছে কেবল অন্তঃসারশূন্য দেহ-বিটপীখানা। তাও ধরাশায়ী কর্‌বার জন্য ঐ—ঐ প্রবল শত্রু। [ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া] কে তুমি, কে তুমি ব্যোমস্পর্শী বিরাট্ শরীর? প্রবল মার্ত্তণ্ড মত ক্রুদ্ধ

রুদ্ধ শ্বাস ত্যাগ করছ? দশনে দশন বিলোড়ন—যেন মেঘের গর্জ্জন! ভীষণ ভ্রুকুটী-ভঙ্গী যুগপৎ অনল-উদ্গম! উঃ! জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল—ভস্ম হ'ল, আমার সর্ব্বাঙ্গ। [মস্তকে হস্ত দিয়া মৃত্তিকায় উপবেশন]

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। ভয় কি—ভয় কি, ব্রাহ্মণ? কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য ক'রে যাও; কর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ো না—যা হবার তাই হবে। ভেবে কোন ফল নাই। মানব-জীবন পরীক্ষার অনন্ত সাগর। শত শত বিপত্তি-নক্রসঙ্কুল তুফান। কার্য্য-সূত্রে তাতে ঝাঁপ্ দিতে হবে—হাবুডুবু খেতে হবে, অধৈর্য্য হ'য়ো না। ধীর—স্থির—প্রশান্তভাবে স্রোতের প্রবল গতির দিকে তৃণের মত ভেসে ভেসে চ'লে যাও; অকূলে ডুব্‌বে না—কূল পাবে। মাভৈঃ! মাভৈঃ! কর্ম্ম কর—আমি তোমার সহায়।

[বেগে প্রস্থান।

তপো। [উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে] চ'লে গেলে—চ'লে গেলে, মহাপুরুষ? বরাভয় করকমল উত্তোলন ক'রে মাভৈঃ মাভৈঃ অভয় প্রসাদ দানে আশ্বস্ত ক'রে চ'লে গেলে? দেখে যাও—আমি ডুবেছি, অকূল চিন্তার অতল জলধিগর্ভশায়ী হয়েছি। কূল নাই—কিনারা নাই—দিক্ নাই—দিগন্ত নাই। শূন্য—শূন্য—শূন্য! [পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ উপবেশন]

করুণার প্রবেশ।

করুণা। আবার ভাব্‌ছ? কেন ভাব্‌ছ বল দেখি? শুধু ভাব্‌লে কি কোন উপায় হবে? দেখ দেখি—ভেবে ভেবে তোমার শরীরের কত পরিবর্ত্তন? তেমন জবাকুসুমসন্নিভ দেহখানা কালিবর্ণ হয়েছে। আমার কথা রাখ—ভেবো না।

তপো। করুণা! চিন্তা-তটিনী সহস্রমুখী হ'য়ে ভীষণ তুফানে হৃদয়ের ধৈর্য্য-বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে। আবার পরক্ষণেই একটা শুষ্ক নীরস মরুক্ষেত্র আবিষ্কার ক'রে জ্বালাময়ী প্রবাহে দগ্ধ বিদগ্ধ শ্মশান ক'রে তুল্ছে। সে শ্মশানে আর কিছু নাই—কেবল হতাশার রোদন—ক্ষুধার ক্রন্দন—অশান্তি-পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্য—গগনভেদী হাহারব! [উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে শূন্যে দৃষ্টি করিয়া] ঐ দেখ—ঐ দেখ করুণা, কি একটা ভয়ানক ছায়া-মূর্ত্তি! ঐ ছায়াটা সর্ব্বদাই আমার কায়া অনুসরণ করে; ওকে দেখ্‌লেই আমার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কেঁপে ওঠে। ঐ দেখ—ঐ দেখ, নির্দ্দয় ঘাতকের মত খড়্গ উত্তোলন ক'রে আমার শির লক্ষ্য করেছে! কাট্‌লে—কাট্‌লে! মধুসূদন, রক্ষা কর; মধুসূদন, রক্ষা কর। [সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

করুণা। [স্বগত] অভাবের ভাবনা ভেবে ভেবে স্বামী আমার পাগল হ'ল দেখ্‌ছি। হায় রে অদৃষ্ট! একে এই অভাবপূর্ণ সংসার, তাতে আবার এই অবস্থা! কি উপায়ে দিনপাত হয়? দীননাথ! এত মনো-কষ্ট কেন দিচ্ছ, প্রভু?

তপো। [উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে] সব গেছে, সুখ শান্তি শ্রী, বিষয় বিভব, অট্টালিকা, প্রাসাদের আনন্দ-কোলাহল, অদৃষ্টফল নির্দ্দয় করলে সব শুষে নিয়েছে। আছে মাত্র—একখানি জীর্ণ পত্র-কুটির; তাও ঋণ-দায়ে বদ্ধ।

করুণা। তাও যাক্, তুমি ভেবো না। গাছতলা আছে ত? যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহার দেবেন; তাঁর রাজ্যে ক্ষুদ্র পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত উপবাসী থাকে না। দেখ নাই, যোগী ঋষিরা গাছতলায় ব'সে কেমন হেসে হেসে দিন কাটায়?

তপো। যোগী ঋষি আর আমি? হিমাদ্রির সঙ্গে বল্মীকের তুলনা?

সাগরের সঙ্গে গোষ্পদের উপমা? চাঁদের সঙ্গে খদ্যোতের গরিমা? তাঁরা মায়ামুক্ত সংসার-ত্যাগী, আর আমি মায়াবদ্ধ ঘোর সংসারী।

করুণা। দেখ, মনের বলই রাজত্বপদ। মনকে যোগী ঋষি সাজাও —সিংহাসনে বসাও, আজই তুমি যোগী ঋষি হবে, আজই তুমি রাজা হবে। দেখ নাই, নিরাশ্রয় ভ্রমণকারিগণ রৌদ্র বৃষ্টি সকল সময় বৃক্ষতল আশ্রয় ক'রে দিন মজুরী ক'রে দিনপাত করে? পরদিনের জন্য কিছুই রাখে না। তারা দুঃখের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না, তাই তারা সুখী।

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্য।—

গান।

সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল,
হয় যদি সুখ শেষে।
বড় কষ্ট প্রথম সুখে,
শেষ দুঃখের গ্রাসে॥
দুঃখ শুধু সুখের নিদান—সুখ কিছুই নয়।
দুঃখে দুঃখী দুঃখ-বারণ, সুখে শক্রভয়॥
দুঃখে ঝরে নয়নধারা, সুখের কর্ম্ম হাসি।
দুঃখে কাটে ভব-বন্ধন, সুখটা মায়ার ফাঁসি॥
সুখের বন্ধু সবাই হয়, দুঃখের কেউ নয় বন্ধু।
কেবল দুঃখের অংশভাগী দয়াল কৃপাসিন্ধু॥
দুঃখ ব্যথা বুকে নিয়ে ডাক অবিরাম।
ছুটবে তোমার ভববন্ধন পূরবে মনস্কাম॥

[প্রস্থান।

করুণা। সাধু! সাধু! সাধু! শুন্‌লে, সারগর্ভ উপদেশ শুন্‌লে? সুখের চেয়ে দুঃখই ভাল। সুখের নিদান কেবল দুঃখ, দুঃখের নিদান অনন্ত সুখ। দুঃখের কঠোর নির্যাতনে অজস্র নয়নধারায় ভগবৎ-প্রেম-বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। সত্যই ত তাই। আগে কাঁদ নাই, এখন কাঁদ্‌ছ; আগে ভাব নাই, এখন ভাব্‌ছ; আগে ডাক নাই, এখন ডাক্‌ছ। তুমি এমন দুঃখভোগে কষ্টবোধ কর? ডাক—ডাক, কাঁদ আর ভগবান্‌কে ডাক; এ দুঃখ আমাদের চিরদিন থাক্‌বে না।

সুদেবের প্রবেশ।

সুদেব। বাবা! বাবা!

তপো। কে রে, সুদেব? আয় বাবা, আয়; অনেকক্ষণ দেখি নাই, মুখখানি এমন ভার ভার কেন, রে সুদেব? চক্ষে রোদন-চিহ্ন কেন, বাবা?

সুদেব। বাবা! অধ্যয়ন বুঝি আমার আর হ'ল না।

তপো। কেন রে সুদেব?

সুদেব। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষাদানের দক্ষিণা চেয়েছেন।

তপো। তারই জন্য?

সুদেব। কোথায় পাবেন, পিতা? আমাদের দারুণ কষ্টের সংসার, ভিক্ষায় দিনপাত হয়; দক্ষিণার অর্থ কোথায় পাব? আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব নাই যে সাহায্য কর্‌বে; তবে উপায় কি, বাবা?

তপো। [স্বগত] আর তিন মাস অধ্যয়ন কর্‌লেই সুদেব আমার পাণিনি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ত। পঞ্চমণ্ডলীর মধ্যে শারদ শশধরের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান-প্রতিভায় প্রতিভান্বিত হ'ত। নির্দ্দয় দারিদ্র্য আমার, সে সৌভাগ্যের কণ্টক হ'ল!

সন্ন্যাসীবেশী গ্রহরাজের সহিত তৎসহচরগণের
গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

ভো ভূতভাবন, ভবাব্ধি-তারণ,
ভূতেশ ভূতনাথ ভবভয়হারী।
সৃষ্টি ত্রিলোক, ত্বংহি পালক,
ত্বংহি প্রলয়ক ত্রিশূলধারী॥
পরিহিত বাঘছাল, লটপট জটাজাল,
কালরূপী মহাকাল, কালভয়হারী।
জ্বলিত চন্দ্র ভাল, লোকপতি লোকপাল,
গলে নরশিরমাল শ্মশানচারী॥
রজত জিনিত রূপ, গঙ্গাধর ভব-ভূপ
প্রেম-ভকতি কূপ কলুষবারী।
গর্জ্জে ডমরু বোল, শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
যুগ আঁখি উজ্জ্বল জীব-শিবকারী॥

তপো। দ্বারে সন্ন্যাসী অতিথি। করুণা, শীঘ্র মুষ্টি ভিক্ষা এনে দাও।

[দ্রুতপদে করুণার প্রস্থান।

[স্বগত] ভিখারীর দ্বারে ভিখারী, আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

অধোমুখে করুণার পুনঃ প্রবেশ।

রিক্ত হস্ত কেন, করুণা? ও বুঝেছি, ভিক্ষার তণ্ডুল অপ্রতুল।

গ্রহ। [রোষকষায়িতলোচনে] ভিক্ষা দাও, গৃহি! ভিক্ষা দাও;
নয় বল, শাপ দিয়ে চ'লে যাই।

তপো। হা ভগবন্! আজ আমার গৃহদ্বারে অতিথি বিমুখ হ'ল?

গ্রহ। নীরবে কি ভাবছ? ভিক্ষা দাও, গৃহী! ভিক্ষা দাও; ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, ভিক্ষা দাও।

তপো। কি উপায় হয়, করুণা? আজ' বুঝি অতিথি-কোপানলে বংশের একটি সম্বল—তাও যায়!

গ্রহ। [সক্রোধে] এখনও নিশ্চেষ্ট? জড় কাষ্ঠবৎ দাঁড়িয়ে থেকে অতিথিকে উপেক্ষা? আচ্ছা—আচ্ছা এই চল্‌লাম; এই উপবীত তোর বংশ ধ্বংস উদ্দেশে মন্ত্রঃপূত কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লাম। [গমনোদ্যত]

সুদেব। [শশব্যস্তে পদ ধারণ করিয়া] প্রভু গো! নিদয় হবেন না। আমাদের এ ক্ষুদ্র কুটিরাশ্রমে কখন অতিথি বিমুখ হয় নাই। আজ যদি আপনাদের সম্মান রক্ষা না হয়, তা' হ'লে পিতা আমার মনঃকষ্টে এখনই প্রাণত্যাগ কর্‌বেন। আমরা অতি দুঃখী—অতি গরীব —অতি কাঙাল। আমাদের মত দীন দুঃখী আর এ অবনীতলে আছে কি না সন্দেহ। আমরা যথার্থ দয়ার পাত্র—দয়া করুন, একটু অপেক্ষা করুন; আমি প্রতিবেশীর নিকট ধার ক'রে নিয়ে আসি।

[বেগে প্রস্থান।

তপো। এ দুঃসময়ে কি আর প্রতিবেশীরা ধার দিয়ে প্রাণ বাঁচাবে, রে সুদেব! ফিরে আয়—ফিরে আয়। আগুন জ্বলেছে, এক সঙ্গে পুড়ে ছাই হই আয়।

তণ্ডুলপাত্র হস্তে সুদেবের পুনঃ প্রবেশ।

সুদেব। [প্রবেশ পথ হইতে] পিতা! পিতা! অতিথি-সম্মান রক্ষার উপায় হয়েছে; এই নিন্‌। [তণ্ডুল পাত্র প্রদান]

তপো। কোথায় পেলি, বাবা সুদেব?

সুদেব। আমাদের মত একটি জীর্ণবেশধারী অর্দ্ধযুবা পুরুষ আমাদের উদ্দেশেই নিয়ে আসছিলেন।

তপো। [উচ্ছ্বাসের সহিত] ওহো, ভগবন্! তোমার এ ক্ষীর সমুদ্র বিশেষ দয়ার কাহিনী তপোদেবের স্মৃতিপটে চির-অঙ্কিত থাক্‌বে। এই নিন্, অতিথি! যৎকিঞ্চিৎ মুষ্টি ভিক্ষা। [প্রত্যেককে ভিক্ষা দান]

গ্রহ। [স্বগত]

দেখি রে তপোদেব দরিদ্র ব্রাহ্মণ!
দান ধর্ম্ম শক্তি কত হৃদয়েতে তোর।
আমি যবে প্রতিকূল তোর এ ললাটে,
কার সাধ্য নিবারিবে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা?
রাজ-অনুগ্রহ দত্ত অর্থের সম্ভার
অর্দ্ধপথে নিঃশেষিত আমার চক্রান্তে।
আমারে উপেক্ষা করি'
কেমনে রাখিস্ দেখি ধর্ম্মের সম্মান।
দৃষ্টি মাত্রে পারি উড়াইতে
এ ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ অবয়ব,
কি ছার তুই, রে তপোদেব!
নিক্ষেপিয়া দহ্যমান নৈরাশ্য মরুতে
চূর্ণ চূর্ণ ক'রে দোব অস্তিত্ব রে তোর।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।—

গান।

কৃষ্ণ যারে বাঁচায় প্রাণে, মার্‌তে পারে কে।
মার্‌ব ব'লে মারে সে যারে, রাখে বা তারে কে॥
যে মনে প্রাণে কৃষ্ণ ধেয়ায়,
মরুভূমে জল পায় সে তৃষ্ণায়,

অনলে, গরলে করী-পদতলে,
সাগরের জলে, রাখে তাকে ॥
মানে মানে যাও ঘরে চ'লে
কেন ছুড়্ছ হাতের ঢিল্,
সাপের সঙ্গে বাদাবাদি তোমার,
মার্‌ছ ভেকের ঘাড়ে কীল ;—
তুমি আমার প্রতিবাসী,
করি না ভয়ে মেশামেশি,
তোমার চোখের চাউনীকে।

[বেগে প্রস্থান।

গ্রহ। [সরোষে] আচ্ছা—আচ্ছা, দেখা যাবে।

[সহচরগণসহ বেগে প্রস্থান।

কীর্ত্তি মহাজনের কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

কর্ম্ম। প্রণাম। আমাকে চিন্‌তে পার, মশায় ?

তপো। হাঁ, তুমি আমার মহাজনের কর্ম্মচারী।

কর্ম্ম। আজ যে তোমার টাকা দেবার শেষ দিন।

তপো। [স্বগত] ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব কীর্ত্তি মহাজনের করতলস্থ। আজ আবার এই ক্ষুদ্র কুটিরখানিও যায়। বিনয় শোনে না—অভাব বোঝে না—ব্রাহ্মণ মানে না। জগদীশ! আজ আমি নিরাশ্রয়।

কর্ম্ম। চল মশায়, ভাব্‌লে কি হবে ?

তপো। তুমি আগে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

কর্ম্ম। আগে-পরে নয়; টাকা নাও—সঙ্গে চল; কড়া হুকুম।

তপো। সুদেব! না—আমি এসেই ব্যবস্থা কর্‌ছি। চল, কর্ম্মচারি!

[কর্ম্মচারী সহ প্রস্থান।

সুদেব। [স্বগত] পিতার অদৃষ্টচক্রে এখন শত শত বিপদ্ এক-সঙ্গে দংশন-যন্ত্রণা দেবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হ'তে হিংসা-ফণা বিস্তার করেছে। এরূপ বিপৎসঙ্কুলক্ষেত্রে পিতার প্রাণ নষ্টও অসম্ভব নয়। এ অবস্থায় পিতাকে একাকী রাখা অনুচিত। [প্রকাশ্যে] মা, আমিও বাবার সঙ্গে যাই। কুসীদজীবী কীর্ত্তি মহাজন, লোক অতি অসজ্জন। হয় ত অন্যায় উৎপীড়ন ক'রে পিতাকে মর্ম্মব্যথা দেবে। তুমি আশ্রমে থাক, আস্‌বার সময় ভিক্ষা ক'রে আন্‌ব ; তার পর আমাদের খাবার প্রস্তুত হবে। তাই যাই মা, তুমি থাক।

[প্রস্থান।

করুণা। [স্বগত] মন যেন বল্‌ছে, কোন অজ্ঞাত বিপদ্ আমাদের সুখ-শান্তি শীঘ্রই গ্রাস কর্‌বে। স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না, আমিও যাই। লজ্জা? আর কিসের লজ্জা? লজ্জা-নিবারণ আমার লজ্জা নিবারণের মত ত আর কিছুই রাখেন নাই। স্বামী চিত্তহারা—অক্ষম, এখনই ভিক্ষায় বেরুতে হবে ; অবগুণ্ঠনে থাক্‌লে ত আর আমার চল্‌বে না। পূর্ব্বস্মৃতি! দূরে যাও, আমি ভিখারিণী—আমি কাঙালিনী।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—কীর্ত্তি মহাজনের বাড়ী।

সময়—অপরাহ্ণ।

কীর্ত্তির প্রবেশ।

কীর্ত্তি। টাকা—টাকা—টাকা! রুধির—রূপচাঁদ—রূপেয়া! নেবে? চ'লে এস, খুব সস্তা। দু আনা সুদ, সোনার অলঙ্কার কিংবা সম্পত্তি আবদ্ধ। তাগাদা নেই—পীড়ন নেই—কোন ঝঞ্ঝাটটি নেই—মেয়াদ গত হ'লেই সম্পত্তিটি টুক্ ক'রে বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবো। তা তুমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে পথে ব'সে কাঁদ, স্বচ্ছন্দে দেখ্‌ব। লোকে বলে কৃপণ—পেটে খায় না। বল্‌লে বল্‌লেই, ব'য়ে গেল! বলি, খাওয়াতে কিছু মান-সম্ভ্রম আছে, বল্‌তে পার? টাকাতেই সব। আমার টাকা আছে ব'লে লোকে আমার কত তোষামুদী করে। নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে মাছের মুড়োটি আমার পাতে দেয়। আমি যা বলি তাই বেদবাক্য। যা করি অসাধারণ! না খেয়ে যার এত সুখ, তার খাবার দরকার? না খেলে কি মানুষ মারা যায়? কে বলে? যে বলে, সে পেটুক। এই যে সাপ, ব্যাঙ এমন ক্ষুদ্র প্রাণী, তারাও না খেয়ে শীতকাল ভোর গর্ত্তে থাকে। সবই অভ্যাসের কাজ। একবেলা খাচ্ছি, তাও বন্ধ ক'রে দোব। শুকিয়ে শুকিয়ে ঠন্‌ঠনে হব, শরীরে রোগ বালাইয়ের নামটি থাকবে না। টাকার কাঁড়ির ওপর ব'সে কেবল পরস্ব নিজস্ব করব। বল্ বেটারা কৃপণ, ব'য়েই গেল! টাকার মানই যথেষ্ট।

অবতারের প্রবেশ।

অবতার।—[নৃত্যসহ]

গান।

আমার বাবা, আমার বাবা, ওই শূয়ার গাধা
নেহাৎ চসমখোর।
বেটা বাস্ত শুকুন, খায় না পেটে গো,
এমনি সুর্দি নেশার ঘোর ॥
হারামীদারী সুদের কড়ি টাকার গাদায় ধিক্,
নেশা ভাংয়ের নাম করে না এম্‌নি বদ্‌রসিক,
(বেটা এম্‌নি বদ্‌রসিক)
থাক্‌তে টাকা তোড়া তোড়া,
খাচ্ছে বেটা কচুপোড়া,
রাখ্‌ছে পুঁতে টাকার ঘড়া,
এতেই হবে বাজী ভোর ॥
সুদি নেশার বিষম ঘোরে মর্‌বে বিঘোরে,
বেঁধে দড়ি হাতে পায়ে ফেল্‌ব ভাগাড়ে,
(বেটাকে ফেল্‌ব ভাগাড়ে)
এখন যাদুর নাই সে খেয়াল,
ছিঁড়ে খাবে কুকুর শেয়াল,
কাট্‌বে তখন এ বদ্‌-খেয়াল,
ছুট্‌বে সুদের নেশার ঘোর ॥

কীর্ত্তি। গিন্নি! গিন্নি! মাতাল—মাতাল, লুঠ কর্‌লে—খুন কর্‌লে—বাপ্‌কে শূয়ার, গাধা? একেবারে উচ্ছন্ন গেছ?

অব। আমি ত বলি শূয়ার, গাধা, আবার লোকে কি বলে, তা ত শোন নি, যাদু?

কীর্ত্তি। কি বলে?

অব। শালার বেটা শালা, চামার, চসম্‌খোর।

কীর্ত্তি। লোকের বলা-কথায় বিশ ঝাড়ু মারি। নেকাল্—নেকাল, তুমি আমার ত্যাজ্য।

অব। তা যাহু, ত্যাজ্যই কর আর গ্রাহ্যই কর, কুচ্‌পরোয়া নেই। এখন আমি যা বলি, তা ঠিক হ'য়ে শোন। গোলযোগ কর্‌লে বদন বিগ্‌ড়ে দোব।

কীর্ত্তি। কি মতলব, শুনি?

অব। খরচা কুলুচ্ছে না, মাসহারা চাই।

কীর্ত্তি। মাসহারা? তোমার? ঐ শ্মশান ঘাটে।

অব। তা' হ'লে তুমি দিচ্ছ না?

কীর্ত্তি। ক্যাভি নেই।

অব। তা' হ'লে উঁচু রাগিণী ধর্‌লাম।

কীর্ত্তি। উত্তম।

অব। তবে রে হারামজাদ্! [কাপড়ের ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া] ঠিক হও শালা, একদম ঠিক ক'রে দোব।

কীর্ত্তি। [সভয়ে] গিন্নি! গিন্নি!

অব। চুপ্‌ রহ, লোক ডাকাডাকি কর্‌বে ত বেমালুম কাজ ফরসা ক'রে ফেল্‌ব। লে আও টাকা।

কীর্ত্তি। খুন কর্‌লে—লুঠ কর্‌লে, গিন্নি! গিন্নি! মাতাল—মাতাল!

অব। আল্‌বৎ, এখুনি ঠিক ক'রে দোব: লে আও টাকা।

কীর্ত্তি। কুপুত্র! কুপুত্র!

অব। আল্‌বৎ, তোমরা মাফিক্ বাপ্‌ হাম নেই মাংতাহে। লে আও টাকা।

কীর্ত্তি। মন্মোহিনি! মন্মোহিনি!

মন্মোহিনীর প্রবেশ।

মন। বলি হয়েছে কি ? চেঁচাচেচি কিসের ?

কীর্ত্তি। খুন—খুন, লুঠ—মাতাল !

মন। ঠিক হয়েছে, এখনও যে খুন করে নাই, সেই ঢের। বলি হয়েছে কি ?

কীর্ত্তি। টাকা ! টাকা ! টাকা !

মন। এই কথা, তা দাও না, টাকা।

কীর্ত্তি। বল কি, প্রাণ ? খুব মুক্তহস্ত যে ! খোলামকুচি, তাই এক-এক আঁচলা অম্‌নি ধ'রে দেবো। নিয়ে এস সরা, রক্ত ডুবিয়ে দিচ্ছি।

মন। তবু টাকা দেবে না ? টাকা নিয়ে কি কর্‌বে বল ত ? একটা ছেলে—বংশের ধ্বজা, দু দশ হাজার না হয় উড়িয়েই দিলে। ছেলে আমার সৌখীন্‌। তুমি যেমন নীরস কাটখোট্টা, তেমনি কি সবাই ? গায়ে মাখ না—পেটে খাও না—কোমরে পর না। বলি, টাকা কি তোমার সঙ্গে যাবে ?

কীর্ত্তি। না, তোমরাই আমার আগে আগে হাঁট্‌বে। মতলব কি বল ত শুনি ? আমার ঘর—আমার বিষয়—আমার টাকা, এত সহায় বল থাক্‌তে আমি যাচ্ছি কোথা ?

মন। যমের বাড়ী।

কীর্ত্তি। দেরী আছে—দেরী আছে। লোকের বাড়ী বাড়ী কাঁড়ি কাঁড়ি সুদ ছড়ান, সর্ব্ব আদায় কর্‌তে হবে। কীর্ত্তি মহাজনের টাকা হজম করা বহু পুণ্যের দরকার। মর্‌ব কি ? টাকা থাক্‌তে মানুষ মরে ?

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মসহচরগণের প্রবেশ।

সহচরগণ।—

গান।

ফক্কিকার—ফক্কিকার।
দেখ্‌ছ স্বপন বিষয় ঘুমে হারিয়েছ জ্ঞান আপনার॥
মাণিক মুক্তা, হীরক জহর থাক্‌বে ঘরে স্তুপাকার।
শুন্‌বে না সেই মরণকর্ত্তা, ধারে না সে টাকার ধার॥
সঙ্গে যাবে বাঁশের সজ্জা,
আধ হাত বস্ত্র ঢাক্‌তে লজ্জা,
তিলের পিণ্ডি পঞ্চকড়ি গোবর জলের ছড়া ভাঁড়॥
ছাড়্‌ছ না ত সুদের কড়ি,
বাড়াচ্ছ খুব বিষয় বাড়ী,
সবই তোমার থাক্‌বে পড়ি, দেখ্‌বে চোখে অন্ধকার॥
মিথ্যা পুত্র, মিথ্যা জায়া,
ধন দৌলৎ মিথ্যা মায়া,
হরিনাম সত্য, মরণ সত্য, আর কিছু নয় আপনার।

[প্রস্থান।

মন। শুন্‌লে?

কীর্ত্তি। ও সব পট্টি আমার অনেক আগে ঢের শোনা আছে; তুমি শোন।

মন। আয় ত বাবা, আমি তোকে টাকা দিই গে আয়।

[অবতারের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

কীর্ত্তি। পাগল করলে—পাগল করলে! আচ্ছা যাও, এক ধার থেকে ত্যাজ্য, নেই মাংতেহিঁ। [বসিয়া হিসাবের কাগজ দেখা]

ছদ্মবেশে গ্রহরাজের প্রবেশ।

গ্রহ। মহাশয়! আপনি কীর্ত্তি মহাজন?

কীর্ত্তি। হাঁ, মহাশয়ের প্রয়োজন?

গ্রহ। জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, তপোদেবের নাকি ঋণের জন্য আপনার নিকট তার ভদ্রাসন কুটিরখানি আবদ্ধ রেখেছে?

কীর্ত্তি। হাঁ, আজই মেয়াদ গতের দিন, তাগাদায় লোক পাঠিয়েছি।

গ্রহ। আমি বিশেষরূপ জানি, ব্রাহ্মণ টাকা সংগ্রহ করতে পারে নি।

কীর্ত্তি। না পেরে থাকে, সর্ত্ত মত কাজ করব; কুটিরখানি বাজেয়াপ্ত ক'রে নোব।

গ্রহ। প্রজাবিলি বা বিক্রয় করবেন কি?

কীর্ত্তি। নিশ্চয়ই।

গ্রহ। তপোদেবের ঋণ-সংখ্যা কত?

কীর্ত্তি। [শশব্যস্তে হিসাবের কাগজ দেখিতে লাগিলেন] তপোদেব—তপোদেব—তপো—তপো—ত—তিন শত তিরানব্বুইয়ের পাতা। তপোদেব। [সূচীপত্র দেখিয়া পরে 'ত' যুক্ত নাম সংখ্যা বাহির করিলেন] তিনকড়ি—তারাপদ—তারিণী—তুলসী—তরঙ্গিণী—তপোদেব। এই ধর, খরচ মোট কুড়ি টাকা। [কাগজে অঙ্ক পত্তন করিয়া] মাসিক টাকা প্রতি দুই আনা সুদে আড়াই টাকা, তস্য আড়াই টাকার সুদের সুদ পাঁচ আনা, মোট দুই টাকা তের' আনা। বার মাসে বার দ্বিগুণে চব্বিশ, বার তিন ছত্রিশ সিকে, নয়? আর বার একে বার আনা। তা' হ'লেই তিন চোক করতে তিন চোক, নয় চার তেরোর তিন, হাতে থাকে এক, এক আর দু'য়ে তিন, তিন আর দু'য়ে পাঁচ, একুনে তিপান্ন বার আনা।

গ্রহ। আমি একশত টাকা জমা দিলাম। [মুদ্রা প্রদান] কুটির-খানি আমায় আজই চাই।

কীর্ত্তি। তা বেশ—তা বেশ, আপনার নাম?

গ্রহ। মুদ্রাধারে লেখা আছে।

কীর্ত্তি। [পাঠ করিয়া] দুর্ম্মুখ?

গ্রহ। হাঁ, ঐ আমার নাম, তপোদেব আস্‌ছে ; আমি চল্‌লাম।

কীর্ত্তি। ভগবান্! বামুনের যেন টাকা সংগ্রহ না হয়।

তপোদেবের প্রবেশ।

কি, ঠাকুর! উপুড় হস্তের যে নামটি কর্‌ছ না! আজ সকালে টাকা দিয়ে যাবার মেয়াদ, লোক পাঠাতে হয় কেন?

তপো। কীর্ত্তি! তোমার ঋণের টাকা আমি আজও সংগ্রহ ক'রে উঠ্‌তে পারি নাই।

কীর্ত্তি। না পেরে থাক, কুটির ছেড়ে দাও ; সর্ত্ত মত কাজ কর।

তপো। সর্ব্বস্ব নিয়েছ কীর্ত্তি, একখানি ভাঙা ঘর, তাও নেবে? আমাকে এক সপ্তাহ সময় দাও। ভিক্ষা—কীর্ত্তি, ভিক্ষা ; জগদীশ্বর তোমার শরীর সম্পদ্ কুশলে রাখুন। আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ—তোমার দয়ার ভিখারী, দয়া কর—এক সপ্তাহ সময় দাও।

কীর্ত্তি। দয়া, ধর্ম্ম আমি সংযম করেছি বাপু, নির্দ্দয়তা আমার ব্যবসায়। আমি তোমার জন্য অধঃপতিত হব না।

তপো। এমন কথা ব'লো না, কীর্ত্তি!

কীর্ত্তি। দু'শ বার—দু'শ বার! পুণ্যের লোভে দান-ধর্ম্ম কর্‌তে যাওয়াই অধঃপাতের লক্ষণ। ভগবান্ যাকে নারাজ, তার দুঃখ দূর কর্‌তে যাওয়াই মূর্খতা।

তপো। দেখ কীর্ত্তি, সুখ দুঃখ মানুষের কর্ম্মফল! শুধু ইহজন্মের নয়, জন্মান্তরের কর্ম্মফলও ইহজন্মে ভোগ কর্‌তে হয়। প্রমাণ আমাতেই দেখ। হয় ত পূর্ব্বজন্মে তোমার মত ধনবান্ হ'য়ে গরীব দুঃখীর প্রতি দান-ধর্ম্মে কৃপণতা করেছি, ধন-গর্ব্বে দুঃখীর বুকে ব্যথা দিয়েছি, পরের কষ্টে আনন্দ করেছি, তারই ফলে ইহজন্মে এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণার এই কঠোর শাস্তি। যদি পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যে এমন সুকৃতি লাভ করেছ, তবে দান-ধর্ম্মে কৃপণতায় এমন দুর্ল্লভ জন্ম নষ্ট ক'রো না। ভগবান্ নিজ হস্তে কাকেও কিছু দেন্ না, কীর্ত্তি! ধনীকে উপলক্ষ ক'রে দুঃখীর দুঃখ দূর করানই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

কীর্ত্তি। কেন বাপু, অনর্থক বাক্যের শ্রাদ্ধ কর্‌ছ? ও সব ফাঁকি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বচন আমার ঢের শোনা আছে। তুমি ব্রাহ্মণ, গ্রহ, অমঙ্গলের পূর্ণমূর্ত্তি। দিলেই অকীর্ত্তি, খাওয়ালেই অখ্যাতি; দরজাটি পার হ'লেই শাপ দেবে। তোমাকে দান আর এই সংসারটি নরকস্থ করা একই কথা।

তপো। ভ্রান্ত! ব্রাহ্মণকে দয়া কর্‌লে তোমার অখ্যাতি অকীর্ত্তি হবে, এ অন্ধবিশ্বাস তোমাকে কে দিলে? যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বৈকুণ্ঠপতির বক্ষাভরণ, যে ব্রাহ্মণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে জগতের হিতকার্য্যে কায়া প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, সেই ত্রিলোকপূজ্য ভূদেব নারায়ণ, তোমার ন্যায় বৈশ্যের ক্ষুদ্র ধনসম্পত্তির চক্ষে অবজ্ঞার পাত্র? হায়, আমি অতি অভাজন! তাই তোমার দ্বারে অনুগ্রহ-পার্থী। নতুবা ব্রাহ্মণ কখন তোমার ন্যায় অপবিত্রের বাসভূমি স্পর্শ ক'রে আপনাকে কলুষিত করে না।

কীর্ত্তি। বড়ই আস্পর্দ্ধার কথা যে? নির্ব্বিষ সাপের ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন? কৈ হায় রে?

দ্রুতপদে কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

কর্ম্ম। হুজুর।

কীর্ত্তি। বামুনের ঘরখানায় চাবি বন্ধ ক'রে আয়।

[কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

যাও ঠাকুর, তোমার কি তৈজস পত্র আছে, দেখে নাও গে।

[গমনোদ্যত]

সুদেবের হস্ত ধরিয়া করুণার প্রবেশ।

করুণা। মহাজন মহাশয়! আমার সুদেবকে যাতে গাছতলায় বস্‌তে না হয়, তারই জন্য এসেছি।

কীর্ত্তি। মহাজনকে রাজা কর্‌তে এসেছ আর কি, যাও।

[বেগে প্রস্থান।

করুণা। কি ভাব্‌ছ? আর ভাব্‌তে হবে না, চল।

সুদেব। বাবা! ভেবে কি হবে? চলুন—যাই।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।—

গান।

কেন ভাব্‌ছ বাবা, আছে ত গো গাছতলা।
রাজকর লাগ্‌বে না, ঋণ হবে না,
হাস্‌বে খেল্‌বে দু'বেলা॥
মনের সুখে কর্‌বে গান,
শুন্‌বে পাখীর ললিত তান,
স্বাধীন প্রাণে, আপন মনে
চল ভজ্‌বে হরি এই বেলা॥

আন্‌বে পেড়ে গাছের ফল,
খাবে আঁচ্‌লা ভ'রে নদীর জল,
ঘাসের নরম বিছানায় শুয়ে
পাবে সুখের চাঁদের আলা ॥
বন্ধু পাবে সাধু সঙ্গ,
কর্‌বে হরি-কথায় রঙ্গভঙ্গ,
শুন্‌বে কানে বেদের কথা,
তোমার দূরে যাবে মনের মলা ॥

[বেগে প্রস্থান।

করুণা। চল, আমরা গাছতলায় যাই।

সুদেব। মা! গাছতলায় ত নিশ্চয় যেতে হবে। গাছতলায় থাক্‌ব—ভিক্ষা কর্‌ব—সাধুসঙ্গে বেদ্ পুরাণ আলোচনা কর্‌ব—ভগবান্‌কে ডাক্‌ব, এ ত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু মা, সংসারে এমন কঠিন পাষাণ লোক আছে, তা আমার ধারণাই ছিল না। অর্থই কি এত প্রিয় বস্তু? দয়া, পরোপকার কি কিছুই নয়? লোকে দান-যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে কত ভূ-সম্পত্তি আশ্রয় দিয়ে ব্রহ্ম-স্থাপনা করে, আর এ লোকটা আমাদিগে বাসভূমি হ'তে বিতাড়িত কর্‌লে? উঃ কি পাষণ্ড! এ অত্যাচার কি ধর্ম্ম সইবে?

তপো। তা সইবে রে সুদেব, সইবে। এ কালে বুকে ব্যথা দিয়েই লোক সুখী হয়। হৃদয়ে নৃশংসতা—দস্যুবৃত্তি কর্‌তে না পার্‌লে অর্থ সঞ্চয় হয় না—মান বাড়ে না—সম্ভ্রম থাকে না। সর্ব্বস্ব নিয়েছে—মাটীর দরে সোনা কিনেছে, আজ আবার ভিক্ষাশ্রম নিবারণের কুটিরখানিও কেড়ে নিলে। এবার গাছতলায় না হয় অনাবৃত প্রান্তরে রৌদ্র, শীত, মুষলধারা বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য কর্‌ব। ধর্ম্ম কি সে দুঃখের প্রতিকারের

জন্ত কারও কাছে দাবী করবে? তবে আর দস্যু দস্যুবৃত্তি করবে কেন? একটুখানি দয়া ধর্ম্ম দিয়ে মানুষ মানুষকে বাঁচাতে কৃপণতা করবে কেন? স্বার্থ—স্বার্থ। এ বিশ্ব সংসারখানা স্বার্থ-উপাদানে সৃষ্টি। স্বার্থে দয়া, স্বার্থে ধর্ম্ম, স্বার্থেই সংসার বিব্রত। কেউ কারো দুঃখ দেখে না—কেউ কারো অভাব বোঝে না। কঠোর তাড়ন—অনন্ত পীড়ন, পালিয়ে চল—পালিয়ে চল। প্রেত—প্রেত—স্বার্থলোলুপ জীবন্ত প্রেত! প্রেতের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে চল। আমরা কাঁদ্‌ছিলাম দেখে, প্রেতটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছিল। পালিয়ে চল—পালিয়ে চল। জগদীশ্বরের সৃষ্ট রাজ্যে স্থানের অভাব হবে না রে সুদেব, স্থানের অভাব হবে না। আমি ঋণমুক্ত—দায়মুক্ত। শান্তি—শান্তি। হা—হা—হা।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

করুণা। সুদেব! দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিস্ কি? ধর্—ধর্—শীঘ্র ধর্।

সুদেব। জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'ক্।

[করুণা ও সুদেবের বেগে প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে কীর্ত্তির পুনঃ প্রবেশ।

কীর্ত্তি। [প্রবেশ পথ হইতে] যাঁ্যা! আমার টাকার তোড়া? আমার তোড়া? তোড়া? এই যে। আঃ বাঁচ্‌লুম! ভাব্‌ছিলাম বামুন নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এতে কি মাথার ঠিক থাকে? গুষ্টিশুদ্ধ ভ্যানর্—ভ্যানর্। শরীর খাটাবে না, বেটারা কেবল ঋণ ক'রে ক'রে খাবে, আর দিতে হ'লেই ভগবান্—ভগবান্। ডাক্ তোর ভগবান্‌কে, আমি আমার ন্যায্য গণ্ডা নিয়েছি; এতে তোর ভগবান্ ভালই বলুক্ আর মন্দই ভাবুক্। নেই-মাংতেহি।

সহসা দুইজন প্রহরীসহ দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। [দূর হইতে] ঐ সেই কীর্ত্তি।

[ত্রস্তভাবে প্রহরিদ্বয় আসিয়া কীর্ত্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল]

দুর্ম্মুখ। [কীর্ত্তির হস্তে নিজের মুদ্রাধারটি দেখিতে পাইয়া] ঐ নয় আমারই সেই মুদ্রাধার? হাঁ, আমারই ত বটে। চল, দুর্ব্বৃত্ত পামরকে নিয়ে চল।

কীর্ত্তি। য়্যাঁ! অপরাধ? [সভয়ে কম্পন]

দুর্ম্মুখ। শুনিবে তা অযোধ্যায়, কুসীদজীবী ঘৃণিত কুক্কুর! দস্যু! চল্ অযোধ্যায়।

[প্রহরিদ্বয় সবলে কীর্ত্তিকে টানিতে লাগিল]

কীর্ত্তি। ওগো, ওগো, কে আছ? আমার সঙ্গে দু-একজন এস না গো!

[কীর্ত্তিকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

সানন্দে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গীতকণ্ঠে
অবতারের প্রবেশ।

অব। [নৃত্যসহ]— গান।

এইবার বাবা শালা অক্কা।
হাড় জুড়ুল, আপদ্ গেল,
এবার একলাফে চ'লে যাব মক্কা॥
মেরে দিই ডিগ্‌বাজী এক তুড়ি লাফে,
আর ক্যায়া পরোয়া, তা দিই গোঁপে,
ঝম্ ঝম্ বাজাব, চোঁ চোঁ ওড়াব,
তিন দিনে ক'রে দোব ফোক্কা ফোক্কা॥

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রামের কক্ষ। সময়—মধ্যাহ্ন।

রাম ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ।— [চামর ব্যজন করিতে করিতে]

নৃত্যগীত।

কিবা সুন্দর মুরতি, রাম রঘুপতি
প্রেমময় মধুর ঠাম।
নব জলধর উজল ভাতি
অমিয় গঠিত নাম॥
শত শশধর গঞ্জিত বদন,
গণ্ড যুগলে চন্দন লেপন,
কুঞ্চিত কেশ মধুর ভাষ,
নয়ন ভ্রূ জিনি রতিপতি কাম॥
চারু বাহুযুগ আজানুলম্বিত,
গলে বনমালা চারু সুশোভিত,
যুগল চরণ সরসিজ শোভন,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সুষমা দাম॥
নখরে বিহরে দশ দশ চাঁদ,
কোটী কোটী মদনমোহন ফাঁদ,

চারু চাহনি, তিলক রেখনী
মরি কিবা আঁখি-অভিরাম ॥
কনক কুণ্ডল দোলে দলমল,
বক্ষঃ শোভিত কৌস্তুভ মাল,
প্রেমিক রতন পুরুষ প্রধান
প্রেমিকা রঞ্জন নবঘনশ্যাম ॥

[নৰ্ত্তকীগণের প্রস্থান।

রাম। [স্বগত] ঘোর বাধা অনল-পরীক্ষা,
হাহাকার উঠিবে এখনি,
প্রতিবাদী হবে পুরবাসিগণ।
ধৈর্য্যহারা হয় যদি সীতা—
সর্ব্বনাশ হবে।
অরাজক হবে রাজপুরী,
রাজদ্রোহী হবে প্রজাগণ,
রঘু-কীর্ত্তি হইবে বিলোপ,
শাপ দিবে পিতৃলোকে পিতা।
কি করি উপায়? উভয় সঙ্কট!
[পিতৃ-উদ্দেশে করযোড়ে]
পিতা! পিতা!
যুক্তি দাও অন্তরীক্ষ হ'তে।
অজ্ঞান পুত্রের প্রতি চাহ মুখ তুলে,
পড়েছি সঙ্কটে দেব, অসীম শঙ্কায়,
পাছে হয় রঘুবংশে অমোচ্য কলঙ্ক!
বড় অভাজন পুত্র আমি তব, পিতা

অদর্শন-শোকে তুমি ত্যজেছ জীবন,
পাই নাই অন্তিমে তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে
দিতে তোমা একবিন্দু জল।
'হা পুত্র'—'হা পুত্র' বলি,' অপত্যবৎসল !
শুষ্ককণ্ঠে ভূমিতলে রেখেছ গো দেহ।
সাংঘাতিক মনস্তাপ, অসীম যন্ত্রণা
হের পিতা, অন্তস্তল করিয়া সন্ধান।
মর্ত্ত-লীলা করি সম্বরণ
যাব আমি উদ্দেশে তোমার,
পূজিবারে পূজনীয় চরণযুগল।
এবে বল দাও—বুদ্ধি দাও,
ক্ষমা ধৈর্য্য দাও পিতা, অন্তরে আমার।
যুক্তি দাও—যুক্তি দাও করুণা-নিদান !
কিসে রক্ষা হয় এই বিপুল সম্ভ্রম ?

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। [প্রবেশ পথ হইতে]
শিব হ'ক্—শিব হ'ক্ অযোধ্যাপতির।

[রাম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রণতঃ হইলেন]

বশিষ্ঠ। চিন্তা-পরিপাণ্ডু কান্তি কেন, রঘুবর ?
রাম। আজ বড় শিষ্যের অদিন।
বশিষ্ঠ। জানিয়াছি সব তথ্য ধ্যান-ধারণায়।
ত্যজি' সমাধি-আসন
দ্রুতগতি আসিলাম তাই।
কি করেছ তার প্রতিকার ?

রাম। অনল-পরীক্ষা।

বশিষ্ঠ। পুনর্ব্বার ?

না রাম, অমত আমার।

রাম। তবে ?

বশিষ্ঠ। যুক্তি কর,

ধর যদি দণ্ডনীতি বিপ্লব বিরুদ্ধে ?

রাম। ন্যায়ের যে অসম্মান হবে।

বশিষ্ঠ। কারে বল ন্যায়, রঘুবর ?

রাম। রাজনীতি দুর্ব্বোধ্য জটিল,

বুঝিবার শক্তি নাই, গুরো !

তোমাদের লিপিবদ্ধ শাস্ত্র—উপদেশ

সমাজ-রক্ষিত সম্পত্তি যাহা—

তাই ন্যায়, তাই রাজনীতি।

ন্যায়, ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রবর্ত্তক

তোমরাই সমাজের প্রভু !

আমি মাত্র দাস।

ন্যায়-নীতি যাহা আজ্ঞা কর দাসে।

বশিষ্ঠ। ভাব, রাম !

সমাজের ন্যায়-নীতি-পন্থা

হয় যদি দুস্তর—দুর্গম ?

রাম। তাও যেতে হবে।

কি করিতে পারে

মোর ইচ্ছা প্রতিকূল, দেব ?

দাস আমি, আজ্ঞাধীন ভৃত্য সমাজের।

বশিষ্ঠ। সাধু সাধু, বৎস!
ইক্ষ্বাকু-কুলের গৌরব-ভাস্কর,
কর তবে সনাতন ধর্ম্ম আলোকিত,
চ'লে যাও যশের মন্দিরে।
পিতা দশরথ তব
পুত্র ত্যাগে করেছেন সত্যের প্রতিষ্ঠা।
তুমি কর সমাজ সুরক্ষা;
পিতা তব করেছেন প্রিয় পুত্র ত্যাগ,
তুমি কর পত্নী পরিত্যাগ।
নির্ব্বাসন কর সীতা বাল্মীকি-কাননে।

রাম। [পদে পতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে]
গুরো! গুরো! নিষ্পাপ জানকী।

বশিষ্ঠ। জানি না কি রাম, নিষ্পাপ জানকী?
মধ্যাহ্নের শতদল মত,
স্থির শুভ্র নক্ষত্রের মত
রত সীতা-সতী শুধু পতিপদ ধ্যানে।
জানি, এ দণ্ড তার প্রতি
শুধু অবিচার—অতি বিগর্হিত,
দুঃসাধ্য—অসাধ্য—অতীব দুষ্ক্রিয়,
প্রাণঘাতী তিক্ত হলাহল।
তথাপি—

রাম। তথাপি করিতে হবে পান।
গুরু-আজ্ঞা—সমাজের সূক্ষ্ম-নীতি এই।
কেন প্রাণ, হতেছ অধীর?

নহ ত স্বাধীন, প্রজার অধীন।
ক্রীতদাস! ধীর—স্থির হও।

বশিষ্ঠ। কি বল, নরেন্দ্র!
এই যুক্তি স্থির?

রাম। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া]
স্থির, গুরুদেব!

বশিষ্ঠ। যাই তবে আমি?

রাম। এস, প্রভো!
[পদধূলি গ্রহণ]

বশিষ্ঠ। শিব হ'ক্—শিব হ'ক্।

[প্রস্থান।

রাম। [স্বগত]
কর্ত্তব্যপালনে ক্ষুব্ধ কেন?
বজ্রময় ক'রে ফেল রামের হৃদয়।
পত্নী প্রেম! এসো না হৃদয়ে,
চ'লে যাও গুরুর আজ্ঞায়
অনন্তের পথে চিরতরে।
ত্যাগী তপস্বীর মত নীরস বিশুষ্ক হও।
আমি দাস—আমি ক্রীতদাস।
প্রাণের প্রতিমা পত্নী বিসর্জ্জন—
আত্মোৎসর্গ সমাজের পদে।
গুরুআজ্ঞা এই ধ্রুব স্থির।

নেপথ্যে গ্রহ।

গ্রহ। অবিচার—অবিচার—ঘোর অবিচার।

ধর্ম্ম। [নেপথ্য হইতে]

সুবিচার—সুবিচার—সূক্ষ্ম সুবিচার।

রাম। [সবিস্ময়ে]

প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্য-বাণী, একি প্রহেলিকা!

গ্রহ-অনুচরগণের প্রবেশ।

অনুচরগণ।—

গান।

কেমনে নির্ম্মম কঠিন পাষাণ,
কালি দিবে এই ক্ষত্র-রাজকুলে।
প্রজা-পরতন্ত্র হইয়া পাষাণ
সাধ্বী সতী সীতার প্রেম যাবে ভুলে॥
ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, দিলীপ রঘুরাজা,
সমাদরে মোদের করিতেন পূজা,
লভি সিংহাসন তুমি হে রাজা,
ক্ষত্রিয়-গরিমা কলঙ্কে ডুবালে॥
অতীতের স্মৃতি সদা জাগে প্রাণে,
কত সুখে ছিনু রাজ-সম্মিলনে,
হা—হা জানকী তব অদর্শনে,
রহিব না মোরা সঙ্গে যাব চ'লে।

[প্রস্থান।

রাম। [স্বগত] একে একে সবাই চ'লে যাচ্ছে, যাচ্ছে কেন—গেল। থাকলাম শুধু আমি আর আমার কর্ত্তব্যপালন। আচ্ছা—গুরুবাক্যে কর্ত্তব্যপালন কি অবিচার? বিবেক সে প্রশ্নের উত্তরে বল্‌ছে, গুরুর উপদেশ যদি ভ্রান্তিমূলক হয়! শিষ্যের তা সমালোচনা কর্‌বার শক্তি আছে কি? সাধারণ শিষ্যের না থাকতে পারে, কিন্তু রাজ-

শিষ্যের আছে। কারণ—গুরু যদি পত্নীঘাতী—পুত্রঘাতী—ভ্রূণঘাতী হ'ন, রাজবিচারে কি ক্ষমার যোগ্য ? না—তা কখন হ'তে পারে না তা' হ'লে প্রকৃত রাজধর্ম্মে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। পত্নীর সহিত পতির যে সম্বন্ধ, সে ত আকাশের মেঘোদয়ের মত নয় ? এক সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন, তবে কেন আত্মঘাতী হচ্ছি ? না—না, তা কিছুতেই পার্‌ব না। য়্যাঁ এ কি ! আমি কর্‌ছি কি ? গুরুবাক্যের অসম্মান কর্‌ছি ? দাম্পত্য-প্রেম প্রেম, আর গুরুভক্তি কি কিছু নয় ? গুরুবাক্যে ভার্গব মাতৃহত্যা করেছিল, আমি আত্মত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না ?

এখনি শুনিবে জগৎ-সংসার,
সত্যভঙ্গকারী কাপুরুষ রাম
গুরুবাক্য করেছে লঙ্ঘন।
আর্য্যবংশে অজাত সন্ততি
সূর্য্যবংশে দিবে সহস্র ধিক্কার,
সত্যভঙ্গকারী রাম
গুরুবাক্য করেছে লঙ্ঘন।
দূর ভবিষ্যতে প্রকৃতির গায়
লেখা র'বে কলঙ্ক-ভাষায়,
সত্যভঙ্গকারী কাপুরুষ রাম
গুরুবাক্য করেছে লঙ্ঘন।
[ঊর্দ্ধদৃষ্টে]
ওই—ওই স্বর্গে দেবগণ
লজ্জায় রক্তিম গণ্ডে অবনত শির।

সহসা লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা !

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! আয়, প্রাণাধিক!

[বাহুবেষ্টনে লক্ষ্মণকে ধরিলেন]

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে] আর্য্য!

কেন হেন ভাবান্তর?

কেন অধীর এমন?

হেরি তব বদনের বিষণ্ণ কালিমা,

হেরি তব নয়নের শোকাশ্রু পতন,

মৃত্যুশেল বিঁধিছে হৃদয়ে।

রাম। প্রিয়বর!

আজ মোর জীবনের ভীষণ পরীক্ষা।

আলোড়িত অকূল জলধি,

ভয়ানক—অতি ভয়ানক,

আহ্বানিছে রাজনীতি ঝাঁপ্ দিতে তাহে।

ভয়ে পরাজয় হেরিবার তরে

কৌতূহলী ত্রিভুবনবাসী;

চেয়ে আছে পিতৃকুল হতাশ-নয়নে।

গুরুবাক্যে ঝাঁপ্ দিতে হয়েছি প্রস্তুত।

পারিবি কি, ভাই!

পারিবি কি, জীবন-সর্ব্বস্ব!

অবশিষ্ট কার্য্যভার করিতে গ্রহণ?

লক্ষ্মণ। আর্য্য!

কেন হেন নিগ্রহের বাণী?

জান না কি, রঘুকুলমণি!

সেবিতে তোমার পদ

দাস রূপে জন্ম লক্ষ্মণের ?
বেদ-বাক্য তোমার আদেশ,
পাপ পুণ্য কিছুই না জানি,
কর আর্য্য, প্রজা-সুরঞ্জন,
রাজার কর্ত্তব্য পালন,
ঝাঁপ দাও পরীক্ষা-সাগরে;
তৃপ্ত কর ত্রিভুবনবাসী।
কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আর,
কর অনুমতি অনুজের প্রতি।
হয় যদি সাধ্যের অতীত,
নহি ভীত কর্ত্তব্য পালনে।

রাম। ধন্য, সুমতি লক্ষ্মণ!
হেন পুণ্যনিধি
লভিয়াছি শত তপস্যায়।
বিপদের বন্ধু! শোন, প্রিয়বর,
শোন তব জ্যেষ্ঠের আদেশ।
নিকুম্ভিলা রক্ষঃ-যজ্ঞাগারে
যার তরে দিয়েছিলে প্রাণ,
ধরিয়াছ বক্ষে শক্তিশেল
যাহার কারণে,
সেই সীতা—
সেই দুর্ভাগিনী জনক-দুহিতা,
যার লাগি লক্ষ লক্ষ রক্ষঃসেনা সহ
সবংশে মজিল লঙ্কা-অধিপতি;

সেই সর্ব্বনাশিনী অরিষ্টদায়িনী
জনক-কন্যারে,
প্রজা-সুরঞ্জন—রাজত্ব-পালন,
রবিকুল মান রক্ষণের তরে
কর নির্ব্বাসন জনমের মত
বাল্মীকি-কাননে। যাও—

লক্ষ্মণ। [সচকিতে]
একি রে দারুণ!
একি রে ভীষণ!
একি আজ্ঞা অশনি-সম্পাৎ!
দাদা! দাদা!

[অবসন্নভাবে পদে পতিত]

রাম। দুর্ব্বলতা কর পরিহার।
যাও—যাও, রে লক্ষ্মণ!
পাল' জ্যেষ্ঠের আদেশ,
রাখ প্রতিজ্ঞা-সম্মান।
ওই—ওই হের ভাই, নীল নভপটে
টিটকারী ব্যঙ্গদৃষ্টি
করিতেছে গ্রহ-উপগ্রহ।
যাও—যাও—শীঘ্র যাও,
সংগোপন ক'রো নিগূঢ় বারতা,
জানায়ো না কোন কথা এখানে সীতায়।

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! বল, নররায়!
মা আমার দোষী কোন্ দোষে?

রাম। সংক্ষিপ্ত সময়,
বলিবার নাহি অবসর ;
জেনো মাত্র জ্যেষ্ঠের আদেশ।
ওই—ওই হের পুনঃ
অকর্ম্মণ্য হেরিয়া মোদের,
বিঘোর রৌরব
ব্যাদানিয়া করাল বদন
গ্রাসিবারে আসিতেছে
অযোধ্যানগরী।
ওই—ওই হের
সনাতন-ধর্ম্ম নোয়ায়েছে শির।
মানবত্ব চায় শুধু এই পুরস্কার।
"আমার—আমার"
নীরস এ করুণ উচ্ছ্বাস
মাত্র এই সম্পত্তির।
এই স্বার্থ পরাতে গলায়,
জননী কৈকেয়ী আমার
স্বামী-মৃত্যু দেখেছে নয়নে।
যে পার সে লও
এই দুরূহ কার্য্যের ভার।
[ঊর্দ্ধদৃষ্টে]
হে আদিত্যদেব !
মধ্যাহ্ন-প্রভায়
লজ্জা-মেঘ আস্তরণে লুক্কায়িত কেন ?

নহে রাম সত্যভঙ্গকারী।
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ দেব !
এই যাই কর্ত্তব্য-পালনে।

[উন্মত্তবৎ বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। দাদা ! দাদা !
এই যাই আমি,
এই প্রসারিত বক্ষ
সম্মুখে তোমার,
দলি অবহেলি যাও তুমি
যশের মন্দিরে।
তোমারি কর্ত্তব্যে বাধা
দেবে কিঙ্কর লক্ষ্মণ ?
আমা হ'তে পাবে তুমি
ব্যথা—মনস্তাপ ?
কেন এ জীবন তবে
লক্ষ্মণের দেহে ?
বলি-দাতা ঘাতকের মত
হয়েছি প্রস্তুত আমি !
মুনিপুত্র ভার্গবের মত
বেঁধেছি হৃদয় কর্ত্তব্য-পাষাণে,
চিন্তা নাই—চিন্তা নাই, আর্য্য !
পালিব আদেশ তব অক্ষরে অক্ষরে।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—অন্তঃপুরোদ্যান।

সময়—প্রদোষ।

সীতা ও সহচরীগণ।

সহচরীগণ।—

নৃত্যগীত।

কিবা সুন্দর সুশোভন, মন-প্রাণ-রঞ্জন,
মরি কিবা শোভা উপবন।
মাখিয়া সৌরভ অতুল বৈভব
থরে থরে ফুল অগণন॥
কুজিছে পাখী পঞ্চম তানে,
ঢালিছে সুধা উদাস পরাণে,
বসিয়া কুসুমে অলি, ঢালিছে চুম্বন বুলি,
মরি কিবা প্রেম-আলাপন॥
অস্তাচলে অরুণ-বিভূতি,
ধরেছে রক্তিম কনক-মূরতি,
সুন্দর সুষমা প্রকৃতি-মহিমা
মন প্রাণ আঁখি-বিমোদন॥

১ম সহ। দেখ, সখি! দৃশ্যগুলি সবই নবীন, ফুলের শোভা—কোকিলের কুহুস্বর—নীরদের শোভা, সবই নবীন।

২য় সহ। সবই নবীন, 'বসন্তের নূতন হাওয়া গায়ে মেখে শুক্‌নো গাছগুলোও যৌবনের ফুল ফুটিয়েছে। কিন্তু ভাই, নারীর বয়স ভাঙা

গাছে আর ত যৌবনের ফুল ফোটে না; বিধাতার একটু অবিচার আছে, ভাই!

সীতা। সখি! এমন পুণ্যময় দেশও আছে, যেখানে চিরবসন্তের সঙ্গে নর-নারী চিরযৌবন-সুখ ভোগ করে।

২য় সহ। সত্যি না কি? এমন দেশ আছে? সে কোন্ দেশ, ভাই?

সীতা। পঞ্চবটী বন। যেখানে বাল্মীকি, অত্রি মুনির পবিত্র আশ্রম। সখি রে, সে স্থানের শোভা বর্ণনাতীত! সেখানে সংসারের স্বার্থ-কোলাহল নাই; এক প্রাণ—এক ধ্যান—সকল জীবের একই সখ্যভাব। কেবল মাত্র স্তব-স্তুতি, বেদবীণার তানমুখরিত। জরা শোক, হিংসা নিন্দা সে তপস্যা-প্রধান দেশে প্রবেশ করতে পারে না। শার্দ্দূলের সঙ্গে কুরঙ্গ, নকুলের সঙ্গে ভুজঙ্গ মনের আনন্দে খেলা ক'রে বেড়ায়। ঋষি-শিশুগণ কেশরী-শিশুকে আলিঙ্গন ক'রে 'দাদা' ব'লে উচ্ছিষ্ট বনফল খেতে দেয়। চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ—কজ্জ্বল-পূরিত আঁখি, সূক্ষ্ম নবীন জটা শিরে, শ্বেত বেলার মত স্কন্ধে উপবীত শোভা ধারণ ক'রে ঋষি-শিশুগণ যখন নির্ঝরিণী স্নান ক'রে সামবেদ স্তোত্র গাইতে গাইতে আশ্রমে প্রত্যাগত হ'ন্, সখি রে, সে সময়কার সেই শোভার কথা মনে হ'লে ভ্রম হয়, এই ত স্বর্গ!

২য় সহ। সখী আমাদের পুণ্যবতী, তাই এমন স্বর্গসুখ ভোগ ক'রে এসেছে।

১ম সহ। সখি! আরও অমনি দু-একটা দেশের কথা বল-না, ভাই! আমি নানা দেশের কথা শুন্তে বড় ভালবাসি। শুনেছি, তুমি রাবণরাজার অশোক-কাননে ছিলে, বল না ভাই, সে কাননটি কেমন? সে রাজার ঐশ্বর্য্যই বা কেমন?

সীতা। সখি! জগতের সৌন্দর্য্য একত্রিত ক'রে বিধাতা রাবণ-রাজার পুরী নির্ম্মাণ করেছিলেন, বুদ্ধির দোষে রক্ষোরাজ বিধাতার তেমন অতুল সৃষ্টি নষ্ট ক'রে গেছে। পতি-শোকোন্মাদিনী রক্ষো-বধূগণের হা হা রোদন, সেই স্বর্ণলঙ্কার অসীম দুর্দ্দশা দেখে সর্ব্বদাই আমি চোখের জলে বুক ভাসাতাম। মনে হ'ত, লক্ষ লক্ষ সধবা সীমন্তিনীকে বিধবা সাজাবার জন্ম কেন আমি ধরায় জন্মেছি। সখি রে! নন্দন-কাননের মত পারিজাতপরিশোভিত সৌরভাকুল অশোক-কানন; কিন্তু আমি মনের নয়নে সব বিষবৎ দেখ্‌তাম।

২য় সহ। তা ত হ'তেই পারে, কারণ যেখানে যার ব্যথা সেইখানেই তার হাত। সেখানে ত আর প্রিয় রঘুবর ছিলেন না, কাজেই সখী আমাদের সোনার খাঁচায় শেকল বাঁধা সারীর মত চোখ বুজেই থাকৃত।

১ম সহ। সখি! শুনেছি—রাবণ-রাজার দশটা মুণ্ড—কুড়িটা হাত—মূলোর মত দাঁত—কুলোর মত কান, সত্যি না কি?

সীতা। দেখি নাই রাবণ কেমন,
রক্ষঃ-অরি পুরী মাঝে
একমাত্র দেখিয়াছি সরমার মুখ।
বেঁচে যে ছিলাম আমি রক্ষোরাজ-পুরে,
সে কেবল সরমার স্নেহ-সমাদরে।
চেড়ি-বেত্রাঘাত নির্দ্দয় প্রহারে
তরুতলে থাকিতাম হইয়া মূর্চ্ছিতা।
মুখে জল ঢালি বাঁচাত সরমা।
দিন যেত মাসের সমান,
মাস যেত বর্ষের মতন।
সেই পূর্ব্বস্মৃতি মনে যবে ভাসে,

ত্রাসে প্রাণ কেঁপে কেঁপে—

[বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিতভাবে সখীর বক্ষে পতন]

১ম সহ । কাজ নাই আর সে কথায়, সখি !

এ কি স্থিরনেত্র !

ভয় কি স'খি, ধ'রে আছি মোরা ।

সীতা । [উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে]

সখি ! সখি !

আবার—আবার সেই বিপদ্ বিষম

আসে বুঝি গ্রাসিবারে মোরে ।

কোথা রঘুবর ?

ডাক তাঁরে একবার ।

[সখীদের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন]

২য় সহ । ভয় কি ?

কাছে আছি আমরা তোমার ।

সীতা । [কিছুক্ষণ পরে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিলেন]

হইয়াছি সুস্থ, ছেড়ে দাও এবে ।

অদূরে লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । [প্রবেশ পথ হইতে]

হৃদয় ! দুর্ব্বল কেন ? হও বলবান্ ।

কাতর করুণ অশ্রু ফেলো না, নয়ন !

অন্ধ হও, দয়া—মায়া—স্নেহ !

পূর্ব্বস্মৃতি ! ভুলে যাও সব ।

[সীতার উদ্দেশে স্বগত]

চল সতী, চল লক্ষ্মী, চল, গো কল্যাণ !

সংসার সাধের ব্রত করি উদ্‌যাপন,
সাঙ্গ করি রাম-রঙ্গ-সঙ্গ সন্ন্যাসিনী বেশে
জনমের মত চল গহন-কাননে।
বুকভরা স্নেহ দান করেছ যাহারে,
সন্তান অধিক যারে করেছ যতন,
করেছ যাহার তরে দেব-আরাধনা,
ফেলিবে না নয়নাশ্রু, হবে না কাতর,
সে হৃদয় দ্রবিবে না তোমার রোদনে।
চণ্ডালের মত তার স্নেহ-বিনিময়—
বনবাসে বিসর্জ্জন জনমের মত।
ভগবন্! ভগবন্!
বল দাও হৃদয়ে আমার।

[ধীরে ধীরে সীতার কাছে গিয়া
প্রণাম করিলেন]

সীতা। এ কি দেবর! প্রফুল্ল মুখ-কান্তি মলিন কেন? নয়নে রোদন-চিহ্ন কেন? মন এমন চিন্তা-ভারাক্রান্ত কেন?

লক্ষ্মণ। জটিল রাজকার্য্যের সাহায্যকারী হ'য়ে চিন্তার আর অবধি নাই, দেবি! অগ্রজদেব প্রজারঞ্জনের জন্য আজ আমায় কোন কঠোর ব্রতে ব্রতী হ'তে আদেশ করেছেন।

সীতা। কি ব্রত! সে ব্রতের নিয়ম কিরূপ?

লক্ষ্মণ। ব্রতের নিয়ম ঘোর নির্দ্দয়তা। প্রজানীতি পুরোহিত, দর্শক ত্রিভুবনবাসী, বিসর্জ্জন-ব্রতের শেষ উদ্‌যাপন।

সীতা। কার বিসর্জ্জন?

লক্ষ্মণ। হৃৎপদ্মাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-প্রতিমা।

সীতা। দেবী-প্রতিমা ?

লক্ষ্মণ। হাঁ, মা ! অগ্রজদেবের তাই আদেশ।

সীতা। কোন্ অপরাধে ?

লক্ষ্মণ। জানি না, দেবি ! কোন্ অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী। জানি না—জানি না কল্যাণি, কোন্ কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্দ্দোষীর প্রতি এমন নিদারুণ দণ্ড-বিধান।

সীতা। তুমি এ ব্রত ত্যাগ কর, আমি এখনই তোমার অগ্রজের নিকট যাচ্ছি; ব্রতভঙ্গের যত কিছু ক্ষতি, সব আমি পূরণ কর্‌ব।

লক্ষ্মণ। অগ্রজদেব বলেছেন, ব্রতভঙ্গ অপরাধে অনন্ত রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে। [ব্যাকুল চিত্তে সীতার পদতলে পতন] মা ! মা ! সাহায্যকারিণী হও, নিরুপায়ে তুমি মাত্র ভরসা।

সীতা। ক্ষমা কর, দেবর ! আমি মানবী—রাক্ষসী নই।

লক্ষ্মণ। [কাতরকণ্ঠে] দেবি ! দেবি ! শরণাগত আমি, বিপদে উদ্ধার কর। ঘোর দায়ে নিপতিত চণ্ডালাধম আমি, আমাকে দুস্তর সত্য-সিন্ধু পার কর। আবার বলি শোন দেবি, লক্ষ্মণের মৃতদেহ ভূমিতে বিলুণ্ঠিত দেখে তোমাকে মনস্তাপ ভোগ কর্‌তে হবে না। লক্ষ্মণের দেবী-প্রতিমা যে, কল্যাণময়ী শক্তি-উপাসনা জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। যাঁর চরণ আরাধনায় জন্মের সার্থকতা, সেই সর্ব্বমঙ্গলা শক্তি-প্রতিমাকে হাস্‌তে হাস্‌তে বিসর্জ্জন ক'রে লক্ষ্মণ শূন্যপ্রাণ দেহ ল'য়ে ধরার বক্ষে দণ্ডায়মান থাক্‌বে ; ত্রিজগৎ স্তব্ধীভূত হবে। যা কখন কেউ করে নাই—কখন কেউ দেখে নাই, লক্ষ্মণের দ্বারা লোক-চক্ষুঃ আজ সেই অসম্ভাবিত কার্য্য দেখ্‌বে—কোমলতা বিদ্বেষের ভ্রূকুটি কর্‌বে—কাঁদ্‌বে। কঠোরতা, হাস্‌বে—আনন্দ কর্‌বে। চল, মা !

শতধা বিদরে হৃদি ;
সঙ্কল্পিত ব্রত করি সমাপন
প্রেতাত্মার করিব উদ্ধার।
এবে ছেড়ে দাও গমনের পথ
পুণ্যপথযাত্রী আমি,
বাধা যদি দাও—
ডুবাবে লক্ষ্মণ তব অনন্ত রৌরবে।

সহসা ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। নহে পিতা, বিঘ্ন মূর্ত্তিমান্
পাপমতি ধর্ম্মপথে ছড়ায় কণ্টক।
স্পর্শ কর মোরে।

[লক্ষ্মণকে স্পর্শ]

দৃষ্টিভ্রম ! দূরে যাও—দূরে যাও।

[সহসা বিঘ্নের অন্তর্দ্ধান।

যাও চলি, রে বলী যশস্বি !
পুণ্যপথ পরিষ্কার তব।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। জয় জগদীশ হরে ! জয় জগদীশ হরে !

[অগ্রে লক্ষ্মণ ও পশ্চাতে সীতার প্রস্থান।

১ম সহ। ব্যাপার ত কিছু বুঝ্‌লাম না, ভাই !

২য় সহ। আমিও অবাক্ হয়েছি ! ঐ যে মহারাজ আস্‌ছেন।

১ম সহ। মহারাজ ! রাজকুমার লক্ষ্মণ এসে আমাদের সখীকে কোথায় নিয়ে চ'লে গেলেন। সখী আমাদের কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গেল।

রামের প্রবেশ।

রাম। [স্বগত]

বনবাস কথা
আমার আদেশে বলে নি লক্ষ্মণ।
আচম্বিতে শুনাবে যখন,
পড়িবে ধরণীতলে
বাতাহত কদলীর মত।
[সীতার উদ্দেশে]
যাও সতী, যাও লক্ষ্মী, যাও ভাগ্যদেবি!
ভাগ্যহীন রাঘবের অদৃষ্ট হইতে
নির্ব্বাসিতা হও বাল্মীকি-কাননে।
রাখ, সতি! রবি-কুল মান,
কর মোর প্রজার কল্যাণ,
নারীর সমাজে রাখ অক্ষয়-কীরিতি।

[চক্ষু মুছিলেন]

উন্মাদিনী ভাবে কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। কোথায় আমার সংসারের আনন্দ-প্রতিমা? কে আমার মাকে অনল-পরীক্ষা দণ্ড দিয়েছে? রাম, তুমি? তুমি আমার নবনীত কান্তি কমলাকে আগুনে প্রবেশ কর্‌তে বলেছ?

১ম সহ। কর্ত্রী মা! কর্ত্রী মা! কুমার লক্ষ্মণ এসে আমাদে সখীকে নিয়ে কোথায় চ'লে গেল। মহারাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন কর্ত্রী মা! সখী বোধ হয়, আর ফিরে আস্‌বে না। [রোদন]

কৌশল্যা। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে]

শূন্য কুসুম-কানন

ক্ষুণ্ণ সখীগণ,

বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার।

রাম! কোথায় আমার বৌ-মা? লক্ষ্মণের সঙ্গে কোথায় পাঠিয়েছ? কখন আস্‌বে? বল—বল, বিলম্ব ক'রো না।

উন্মত্তবৎ ভরতের প্রবেশ।

ভরত। [প্রবেশ পথ হইতে] চ'লে গেছে—চ'লে গেছে! মা! তোমার কুললক্ষ্মী—গৃহলক্ষ্মী অযোধ্যার মূর্ত্তিমতী অচঞ্চলা কমলা অভিমানে দরবিগলিতধারে অশ্রু বর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে লক্ষ্মণের সঙ্গে এই পথে চ'লে গেছে। সহস্র চেষ্টাতেও আমি তাদের গমন-গতি রোধ কর্‌তে পার্‌লেম না। লক্ষ্মণ আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌লে না। বায়ুগামী রথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কৌশল্যা। য়্যাঁ! কি বল্‌ছ? চ'লে গেল? কতদূরে গেল? ফিরিয়ে নিয়ে এস—ফিরিয়ে নিয়ে এস। আমার আদেশ, সমস্ত রাজশক্তি লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর।

রাম। রাজশক্তি রাজদ্রোহিতাচরণ কর্‌ছে মা, রাজ্য অরাজক হয়েছে। কার সাহায্য নেবে, মা? প্রজা নিয়েই ত রাজশক্তি? সে শক্তি রাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত। যদি অস্ত্র ধারণ কর্‌তে বল, রাজ্য প্রজাহীন হবে—শক্তি চ'লে যাবে—রাজ্য শ্মশান হবে।

কৌশল্যা। তুমি কি বল্‌ছ? সরল কথায় উত্তর দাও। কোন্ অমার্জ্জনীয় দোষে তুমি আমার সতী মাকে রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত কর্‌লে?

রাম। রাজ্যরক্ষার জন্য।

কৌশল্যা। রাজ্যরক্ষার জন্য স্ত্রী ত্যাগ? অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পত্নী পরিত্যাগ? রাম! এ রাজনীতি তুই কার কাছে শিক্ষা করেছিস্? কার উপদেশ শুনেছিস্?

রাম। গুরু বশিষ্ঠের।

কৌশল্যা। বশিষ্ঠ! কুলগুরু বশিষ্ঠ! সেই তপঃপরায়ণ সাধু প্রবীণ তোকে এমন আত্মঘাতী হ'তে উপদেশ দিয়েছেন? কেন, মা কি আমার গোপনে অন্তঃপুরে রাজদ্রোহ লালন করেছিলেন যে, তাকে তাড়ালেই শান্তি হবে। মায়ের অপরাধ কি?

রাম। মা! সে কথা উচ্চারণ করতে বাক্-শক্তির জড়তা হচ্ছে। লজ্জায় ঘৃণায়, অপমান লাঞ্ছনায় প্রাণটা জর্জ্জরিত হচ্ছে। তোমার সেই কুল-কুশলময়ী সতী-সাধ্বী সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাশক্তি সন্দিহান। [মুখ ঢাকিলেন]

কৌশল্যা। [উত্তেজিত ভাবে] হ'ক রাজ্য শ্মশান! এমন প্রজা-পরতন্ত্র রাজ্য চাই নি, রাম! ভিক্ষা মেগে খাব—শ্মশানচারিণী হব, তবু নির্দ্দোষীর প্রতি এমন গুরু সন্দেহের মিথ্যা দাগা কিছুতেই সহ্য হবে না। আমার আদেশ—যাও রাম, মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। যদি প্রজাশক্তি প্রতিবাদ করে, রাজদ্রোহী হয়, তবে আমার আদেশ—[সহসা ভরতের অস্ত্রকোষ হইতে তরবারি লইয়া] ধর রাম, এই অসিতে রাজ-শক্তি চরিতার্থের জন্য বিদ্রোহীর শিররক্ত চুম্বন করাবে; ধর—ধর।

রাম। মা! গুরুবাক্য লঙ্ঘনের পাপ স্মরণ কর।

কৌশল্যা। স্মরণ করেছি রাম, যত দোষ আমার। আমি গুরুর চরণে গললগ্নীকৃতবাসে জানাব—যত দোষ আমার; রামের আমার কোন দোষ নাই।

রাম। মা! মায়া কি এতই মোহকরী?

কৌশল্যা। যখন পুত্রের পিতা হবি রাম, তখন বুঝ্‌বি। বাবা! আমার অবোধ পুত্র নও; একটি বারের জন্য তোমায় মায়ের কথায় গুরুবাক্যে অমনোযোগী হ'তে হবে। শীঘ্র যাও, মাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। আমার গৃহলক্ষ্মী সতীসাধ্বী সর্ব্বমঙ্গলাকে ঘরে এনে দাও; প্রাণ কণ্ঠাগত! শুন্‌বি না—শুন্‌বি না, রাম? মায়ের কথা রাখ্‌বি না? কে তোকে গর্ভে ধরেছিল, রাম? কে তোর মুখে বাক্য দিয়েছিল, রাম? কাকে ধ'রে গুরুকে দেখ্‌লি, রাম? আমা চেয়ে তোর গুরু বড় হ'ল? আচ্ছা থাক্, তুই গুরু নিয়েই থাক্। এ শ্মশান-রাজপুরীতে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারব না। বিধবা মায়ের নৈরাশ্য হৃদয়মরুতে একটু ক্ষুদ্র ক্ষীণ আনন্দের উৎস, তাও ঘুচিয়ে দিলি, রাম? এই দেখ্—এই দেখ্, আমিও মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি। [স্বীয় বক্ষে অস্ত্রাঘাতোদ্যত ও রাম কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত]

রাম। [কৌশল্যার হস্ত ধরিয়া] করছ কি, মা?

ভরত। [সক্রোধে] মা! আমায় অনুমতি কর, আমি দণ্ডকারণ্যে যাই। সেই তপঃশুষ্ক প্রাণ কঠোর স্থবীর উদ্‌ভ্রান্ত বশিষ্ঠ, যাঁর কূট-পরামর্শে অযোধ্যা আজ ভাগ্যলক্ষ্মী হারা হয়েছে, তাঁর সিদ্ধান্তের গভীরতা একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা করি। এই আমি দণ্ডকারণ্যে চল্‌লাম। [গমনোদ্যত]

রাম। ভরত! স্থির হ, করছিস কি, অবোধ? বহ্নি-বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত গুরু মনস্তাপে ঝাঁপ্ দিতে যাচ্ছিস্? কি সর্ব্বনাশে পদক্ষেপ করতে যাচ্ছিস্, ভরত? অহো! অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে আজ যে অনিবার্য্য ধ্বংস-কেতু উদিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এত অশান্তি—এত অনর্থ—এত উৎপাত, এর ব্যবস্থা যা হয় একটা—না—থাক্। ভরত! স্থির হ'—। এই দেখ্, তোদের অশান্তি গণ্ডগোলের চূড়ান্ত বিচার নিষ্পত্তি ক'রে ফেলি। [আত্মহননোদ্যত]

কৌশল্যা। করিস্ কি—করিস্ কি, বাবা ? [হস্তধারণ]

রাম। [অভিমান-অশ্রুপূর্ণনয়নে] ছেড়ে দাও মা, যে রাম-মায়ের একটি প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে দুর্ব্বল, সেই কাপুরুষ রাম আর কিছুতেই প্রাণ রাখ্‌বে না।

কৌশল্যা। প্রার্থনা করি নাই রাম, আমি তোর মন পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।

রাম। বল, আমি নিষ্পাপ ?

কৌশল্যা। তুই নিষ্পাপ—তুই নির্ব্বিকার—তুই নিষ্কলঙ্ক।

ভরত। [রামের পদ-ধারণপূর্ব্বক] দাদা ! দাদা !

রাম। বল্ ভরত, আমার সাত্ত্বিকচূড়ামণি গুরু-নামে আর কখন অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি কর্‌বি না ?

ভরত। কর্‌ব না—কর্‌ব না দাদা, এমন অন্যায় আর কখন কর্‌ব না।

রাম। [অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক] তবে যা, হেসে খেলে দিন গত কর্ গে। অবোধ, কর্‌ছিলি কি ? কার পরীক্ষায় যেতে উদ্যত হয়েছিলি, একবার স্মরণ ক'রে দেখ্ দেখি, অজ্ঞান ! সেই অসম্ভব-প্রয়াসী বিশ্বামিত্রের ক্রুদ্ধ ক্ষাত্রতেজঃ গুরু বশিষ্ঠের নিকট ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রয়াসী হ'লে একটি একটি ক'রে শত পুত্র বিশ্বামিত্রের ক্রোধানলে আহুতি দিয়েছিলেন, তবু মুখের কথায় একটিবারের জন্য ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করেন নাই। তুই সেই গুরু বশিষ্ঠের ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য পরীক্ষায় যাত্রা কর্‌ছিলি ? অবোধ, যা, বিশ্রাম-সুখশান্তি ভোগ কর্ গে। মা, অন্তঃপুরে যাও। পাগল পুত্রের উন্মত্ততার অভিনয় আর কি দেখ্‌বে ? রে অযোধ্যাবাসি ! শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

কৌশল্যা। ভরত! সঙ্গে যাও, একদণ্ড কাছ ছাড়া হ'য়ো না, আর কোন কথা ব'লো না। যাও।

ভরত। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

কৌশল্যা। বিপদ্‌বারণ! সঙ্গে থেকো। রাম নিষ্পাপ—রাম নির্দ্দোষ—রাম নিষ্কলঙ্ক।

[প্রস্থান।

সহচরীগণ।—[রোদনকণ্ঠে]

গান।

হায় কি হ'ল, কোথায় চ'লে গেল,
মোদের সহচরী আনন্দ-প্রতিমা।
বোধনের দিনে, নিঠুর বিধানে,
ভাসালে কেমনে শারদ চাঁদিমা॥

[চক্ষু ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

গ্রহ ও বিঘ্ন।

গ্রহ। উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত হ'ল। এই প্রজাবিপ্লবের মধ্যে রাজা অস্ত্রধারণ কর্‌লে ধরাভার লাঘব হ'ত—কালের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ত, কিন্তু বশিষ্ঠ সে উদ্দেশ্যের প্রতিবাদী হ'ল। আচ্ছা—আচ্ছা, দেখ্‌বে বশিষ্ঠ, এক সময়ে পরীক্ষার চক্রে তুমি কিরূপ সঙ্কটে নিমজ্জিত হও।

বিঘ্ন। দেবতা! স'রে পড়ি চল—স'রে পড়ি চল। যেমন উৎকট রোগ, তেমনি বিকট ওষুধ। গয়লা দুধে যত জলই ঢালুক, এমনি মাপ-কাটি তৈরী হয়েছে, একবার ঠেকালেই মালুম। স'রে পড়ি চল—স'রে পড়ি চল।

গ্রহ। [উদ্দেশে] চল, লক্ষ্মণ! বাল্মীকি-কানন উদ্দেশে চল। আমিও যাচ্ছি, কানন জলপ্লাবিত ক'রে দেবো। প্রবল প্রবাহে রথ অশ্ব, সারথী রথী সব ডুবিয়ে দোব। চল—এই আমি যাচ্ছি। [গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।— [বিঘ্নকে নির্দ্দেশ করিয়া]

গান।

যেয়ো না সাম্‌নে অযাত্রা।
যাবে বিফল, ফল্‌বে না ফল
বিফল যাত্রা॥

বিঘ্ন। আমি অযাত্রা?

জ্ঞানানন্দ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

চিনি তোমায় রসিক বড়,
তোমার সঙ্গে আমার নিত্য দেখা,
তোমার চাউনির চোটে পড়ে আমার
বাড়া ভাতে মাকড় পোকা,

[গ্রহকে নির্দ্দেশ করিয়া]

গজানন ছাগাননন তোমার দৃষ্টি নিদর্শন,
চেয়ো না বঁধু আমার পানে আমার একটী বদন,
চ'লে যাও আপন পথে
আর রেগো না বেমাত্রা ॥

[প্রস্থান।

গ্রহ। অকর্ম্মণ্য তুমি, আমার সঙ্গে এসো না।

[প্রস্থান।

বিঘ্ন। বটে রে বেইমান্, আমি অকর্ম্মণ্য? আচ্ছা—দেখেঙ্গা—দেখেঙ্গা। তোমাকে আমি পরীক্ষা কর্‌তে নেহি ছোড়েঙ্গা। জান্ দেঙ্গা, তব্ বি কম্‌লী নেই ছোড়েঙ্গা।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যমুনা-তীর।

অগ্রে লক্ষ্মণ ও পশ্চাতে সীতার প্রবেশ।

সীতা। [সচকিতে] বায়ুগামী রথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ কোথায় এসে পড়্‌ল? এ যে বিজন অরণ্য!

লক্ষ্মণ। দেবি! ঐ দেখ—অদূরে সন্তাপহারিণী যমুনা। কল্লোলিনীর মুগ্ধকর স্বচ্ছ বক্ষের স্তব্ধতা দেখ, দেবি! যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সঙ্কোচতায় তরঙ্গগুলিকে বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখে নীরবে ভাব্‌ছে। ঐ দেখ—পার্শ্বে চিত্রকূট পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বত উপরে অত্রিমুনির আশ্রম। পার্শ্বে বাল্মীকি-তপোবন। চল, দেবি! ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।

সীতা। দেবর! দেবর! বড় ভয় হচ্ছে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, সারথীকে অযোধ্যায় রথ-চালনা কর্‌তে বল; আমি আর ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌ছি না।

লক্ষ্মণ। দেবি!

এই সেই রাজনীতি ব্রতের মন্দির।
চেয়ে দেখ লক্ষ্মণের ব্রত-উদ্‌যাপন।
দাঁড়াও মা মহামায়া জগদ্ধাত্রী বেশে,
শেষ পূজা সমাপন করি জীবনের।
স্নেহ, দয়া, মায়া,
হৃদয়ের কোমলতা বৃত্তি শক্র যত

তব পদ-পীঠস্থানে দিয়ে বলিদান
অকাল-বোধন আমি করি সমাপন।
নিরঞ্জন করি' তোমা এ বন-অর্ণবে,
শূন্য প্রাণে ফিরে যাই অযোধ্যা-নগরী।

সীতা। সত্য? সত্য?
একি রে ছলনা!
এ কি প্রতারণা!
এ কি কুহক?

লক্ষ্মণ। সত্য, মা!
সত্যের এই নির্ম্মম বিধান,
আজি মাতৃ-পূজা শেষ লক্ষ্মণের;
এই দেখা শেষ জীবনের।
সত্য এই সঞ্জীবনী শূন্য কায়াখানা
নিরঞ্জন সরযূর জলে।

সীতা। পাষাণ—পাষাণ—নিষ্ঠুর পাষাণ!

লক্ষ্মণ। দাও, দেবি, অভিশাপ বক্ষ পেতে লই,
ক্ষুণ্ণতার নির্ঘাত-নিঃশ্বাসে
চূর্ণ চূর্ণ ক'রে দাও লক্ষ্মণের দেহ,
আর যেন দেহভার না হয় বহিতে।

সীতা। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
মাতৃ-স্নেহে এই বিনিময়?

লক্ষ্মণ। মাগো! এই বিনিময়!
সত্যের কর্ত্তব্য প্রাণ এমনি পাষাণ,
মাতৃস্নেহে এই বিনিময়!

সত্যের ছলনা শুধু সত্যের কুহক,
সন্তানের নাই এতে কিছুমাত্র দোষ।
অগ্রজের নির্ম্মম আদেশ—
নিঃসঙ্গ নিবিড় কাননে
একাকিনী তোমায়, জননি!
জনমের মত দিতে বনবাস।

[চক্ষু ঢাকিলেন]

সীতা। [সচকিতে]
বনবাস!

লক্ষ্মণ। মা গো!
চির বনবাস।

সীতা। ওরে রে দারুণ!
একি নিদারুণ ভাষা মুখে তোর?
অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার!
কে আছ—কে আছ হেথায়?
ওগো! ল'য়ে চল অযোধ্যায়।
ফেলে যায় একাকিনী
নিষ্ঠুর সৌমিত্রি।
হা স্বামিন্! হা রঘুনাথ!
বারেক হেরিয়া যাও
সেবিকার দশা।
বসুন্ধরে, জননী আমার!
স্নেহ-পারাবার বক্ষে
চিরস্থান দাও অনাথারে।

[উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে]
ওই—ওই গর্জ্জিতেছে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল !
তিমির-বসনা সন্ধ্যা
আসিতেছে আবরিতে
দিবার আলোক।
কোথা যাব ? কে দেবে আশ্রয় ?
মা আমার ! মা আমার !
দ্বিধা হও, দেবি বসুমতি !

[মূর্চ্ছা]

লক্ষ্মণ। চ'লে যাও—চ'লে যাও, দেবি !
এ ধরার বক্ষে জেগো না গো আর,
এ ধরার রাজনীতি বড়ই কঠোর,
এ ধরার রাজনীতি বড়ই নির্ম্মম,
এ ধরার প্রজাতন্ত্র দুর্ব্বোধ্য জটিল,
স্বার্থগত স্নেহ দয়া এ ধরার প্রাণ।
যে দেশেতে নাই হেন দণ্ডনীতি ভয়,
যে দেশেতে স্বার্থ নাই, এক সখ্য ভাব,
যে দেশেতে প্রজাতন্ত্র সরল—পবিত্র,
চল—চল, মাতা-পুত্রে হাসিতে হাসিতে
চ'লে যাই স্বার্থশূন্য সেই পুণ্যদেশে।
মা আমার ! মা আমার !
ধূলি-ধূসরিতা বাহু দুটি করি প্রসারণ
স্নেহভরা অঙ্কে পুত্রে টেনে নাও।
[তরবারি দ্বারা আত্মহননোদ্যত]

সহসা দেববালকদ্বয়ের আবির্ভাব ও বাধা দান।

দেববালকদ্বয়। [লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া]

গান।

কেন হে ধীমান্, কেন অধীর প্রাণ,
সত্যের নিদান অনন্ত সুখময়।
মিথ্যা প'ড়ে র'বে, সত্য সাথে যাবে,
এ মায়া কেন তবে, অনিত্য অভিনয়॥
এই যে মায়া মায়া পড়িয়া ধরাতে,
খেল্‌তে মায়া-খেলা এসেছিল ধরাতে,
ভেবো না ভেবো না, কেঁদো না কেঁদো না,
চল না ছলনা করিয়া বিজয়॥
মোচনে ধরাভার রাবণ নিধনে,
গিয়েছিলেন মায়া অশোক-কাননে,
কে বোঝে ছলা, অনন্ত এ লীলা,
শ্মশানচারী ভোলা, ভাবেতে ভাবময়॥

[তরবারি কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান

সীতা। [উন্মাদিনীভাবে উঠিয়া]

ওগো, ওগো, কে আছ হেথায় ?
দেখে যাও সীতার দুর্গতি।
কি পাপে হারানু আমি রাম রঘুনাথে ?
কি পাপে সেবায় তাঁর হইনু বঞ্চিতা ?
কি পাপে আমার হেন দণ্ড বনবাস ?
দেবর ! দেবর ! বল একবার
কি পাপে সীতার এমন দুর্গতি ?

লক্ষ্মণ। ওই বেজে গেল স্বর্গের দুন্দুভি ;
নয় মা, দুর্গতি—দুর্গতি-বারিণী তুই ;
সুগতি—সুকীর্ত্তি হবে তার সূত্রপাত।
ক'রো না আক্ষেপ মাতঃ, ক'রো না বিলাপ।
তুই মাগো বনরাণী অনাথ-জননী,
রাজধানী তোর যে মা, এই বনদেশ।
শিলাখণ্ড সিংহাসন, ছায়া ছত্রধর,
পট্টাম্বর বৃক্ষের বল্কল,
নির্ঝরিণী তৃষ্ণা-শান্তি বারি,
সুখাদ্য সুমিষ্ট ফল,
কি অভাব আছে তোর কানন-রাজত্বে ?
বনবাসী হ'য়ে থাক্ এই তপোবনে,
অনাথ পালন কর্ অক্ষয়-ভাণ্ডারে।
যাস্ নে—যাস্ নে আর লোকালয় পথে,
যুগান্তরে যুগপদ পূজিব আবার।
বিদায়—বিদায় দাও জনমের মত।

[গমনোদ্যত।

সীতা। যেয়ো না—যেয়ো না দেবর, দাঁড়াও—দাঁড়াও।
একাকিনী রেখে মোরে যেতেছ কোথায় ?
অভাগী সীতায় ল'য়ে চল অযোধ্যায়।
অযোধ্যা আমার গোলোক—কৈলাস,
পুণ্যতীর্থ রঘুবর-পদ ;
পেয়েছি রমণী-জন্ম
সার ধর্ম্ম পতিপদ-সেবা।

আকাঙ্ক্ষা করি না রাজরাণী সুখ।
তুমি হও রাজা,
রাণী হ'ক্ ঊর্ম্মিলা ভগিনী।
নাই হিংসা—নাই দ্বেষ।
সত্য—সত্য স্বামীপদ সাক্ষী।
ক'রো না বঞ্চনা, ক'রো না ছলনা,
ল'য়ে চল অযোধ্যায়।

লক্ষ্মণ। [সকাতরে] ইন্দ্রদেব!
হান' ভীম বজ্র-প্রহরণ লক্ষ্মণের শিরে।
এ সন্দিগ্ধ বাণী
বজ্র হ'তে গুরু মর্ম্মঘাতী।
যে রাজদম্পতি পূজিতে চরণ,
সর্ব্ব সুখত্যাগী সংসার-বিরাগী,
চীরবাস পরিধান করি,
যোগী সাজে সাজি'
চতুর্দ্দশ বর্ষ অনশনে কানন-ভ্রমণ ;
আজ কর্ম্মদোষে সব হ'ল ভস্মে ঘৃতাহুতি!

দ্রুতপদে সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। [প্রবেশ পথ হইতে] প্রভু! প্রভু! শীঘ্র রথারোহণ করুন। অকস্মাৎ বন্যার প্রবাহ কানন-ভূমি আক্রমণ করেছে। রথাশ্ব ত্রস্ত—সন্ত্রাসিত, কিছুতেই বাধা মানছে না। ঐ দেখুন—ঐ দেখুন জলস্রোত।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। [উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে] মা! মা! কোথায় যাব? কি কর্‌ব? রঘুনাথকে কি বল্‌ব? কি জানাব? বল—বল—

সীতা। পাষাণ! নিষ্ঠুর প্রাণ!
যাও—চ'লে যাও অযোধ্যায়,
বলিবার কিছু নাই আর।
যে ব্যথা দিলে তুমি অন্তরে আমার—
না—না, পুত্র তুমি—
সুখী হও সর্ব্বান্তঃকরণে।
পাষাণ! নিষ্ঠুর! যাও—যাও,
আর কেন মমতা বাড়াও?

দ্রুতপদে সুমন্ত্রের পুনঃ প্রবেশ।

সুমন্ত্র। [প্রবেশ পথ হইতে] প্রভু! প্রভু! শীঘ্র রথারোহণ করুন, আসন্ন বিপদ্‌। বন্যা-প্রবাহ অর্দ্ধ কানন গ্রাস করেছে, শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন। ঐ জলস্রোত।

[বেগে প্রস্থান।

সীতা। [উন্মাদিনী মত]
চ'লে যাও—চ'লে যাও, দেবর লক্ষ্মণ!
অন্ত হ'ক্ জীবন সীতার,
যাও—চ'লে যাও অযোধ্যায়।

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে] একি ভয়ঙ্কর!
ঘর্ ঘর্ শব্দ কি ভীষণ!
ডুবিল—ডুবিল পৃথ্বী প্রলয়-প্লাবনে,
যুগান্তর হ'ল বুঝি আজ!

মা! মা! কর রথে আরোহণ,
চল ফিরে অযোধ্যা ভবন।
যাক্ রাজ্য রসাতল তলে,
হই হব রৌরবে পতিত,
জ্যেষ্ঠ-আজ্ঞা হউক লঙ্ঘন,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ডুবে যাক্,
চল—চল ফিরে যাই অযোধ্যায়।

সীতা। [সম্মুখে জলস্রোত দেখিয়া উন্মাদিনী মত]
এস এস প্লাবন-প্রবাহ!
প্রলয়ের বিভীষিকা নিয়ে
গ্রাস কর—গ্রাস কর মোরে,
রেণু রেণু ক'রে দাও ঘাত-প্রতিঘাতে,
নিষ্পেষিত অস্থি মাংস
ফেল ল'য়ে দূর-দূরান্তরে,
চিহ্ন যেন না থাকে সীতার।
জয় রঘুনাথ! জয় রঘুনাথ!

[বন্যার জলে ঝম্প প্রদান।

লক্ষ্মণ। [উন্মত্তভাবে]
যাব—যাব—আমিও যাব।
না—না, আমি যাব সরযূর জলে।
ওই বুঝি ভবলীলা করি সমাপন
চ'লে গেল—ভেসে গেল জননী আমার!
স্নেহময়ী শারদীয়া শুভদা প্রতিমা—
বোধনের দিনে হ'ল বিসর্জ্জন।

চ'লে যাও—চ'লে যাও দেবি!
যুগান্তরে যুগপদ পূজিব আবার।
সাঙ্গ হ'ল লীলা মাতঃ, সাঙ্গ হ'ল খেলা,
সাঙ্গ হ'ল রাম সঙ্গ, সাঙ্গ হ'ল বেলা,
সাঙ্গ আজ ভবলীলা, সাঙ্গ গো সাধের মেলা,
সাঙ্গ আজ রামলীলা, সাঙ্গ গো লক্ষ্মণ,
বিদায়—বিদায় দেবি, জন্মের মতন।

[বেগে প্রস্থান।

জলসিক্ত বসনে বিঘ্নের প্রবেশ।

বিঘ্ন। বাপ্‌রে বাপ্! কি বানের হড়্‌হড়ানি ডাক্। ধাক্কায় ধাক্কায় হাড় ক'খানি চূর্‌মার। জল খেয়ে পেট্‌টা জয়ঢাক। গুঁজ্‌রে নিয়ে ফেল্‌লে একটা কেশে ঝোড়ের মাঝখানে, চোখের পরকাল এক-দম টন্‌টনে। না—এমন কাজ আর কখন করা হবে না। উঁহুঁ—তা কি পারি? তা' হ'লে যে পেট কাম্‌ড়াবে। ম'রে ম'রেও লোকের বিঘ্ন কর্‌ব। বলিরাজা দানে বস্‌ল, আমার ঈর্ষায় পেট ফাঁপ্‌লো। জলদান পাত্র ভৃঙ্গারের ভেতর শুক্রাচার্য্যকে প্রবেশ করিয়ে নির্গমনের পথ রোধ কর্‌লেম। কুশের খোঁচায় বেচারার এক চোক কাণা হ'য়ে "কাণা শুক্র" নাম হ'ল। ভগীরথ গঙ্গা আন্‌ছিল, দাঁড়ালাম স্রোতের মুখে, চ'লে গেলাম জহ্নু-মুনির জঠরে। দম আট্‌কে প্রাণ যায় আর কি, ভাগ্যি ছিল বাঁটুলের তপস্যার বল, জানু কেটে বের্ ক'রে দেয়, তবে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি। দক্ষরাজা যজ্ঞ ক'রে শিবের নিমন্ত্রণ বন্ধ কর্‌লে, ঘটনাস্থলে গেলাম। যখন দেখ্‌লাম—সেই নেংটা মাগী খাঁড়া খর্পর ধ'রে কাট্ কাট্ আরম্ভ কর্‌লে, তখন আর যাই কোথা! ভাগ্যে ছিল নেংটা বেটা, ক্ষেপীর পায়ের তলা চিৎ হ'য়ে পড়্‌ল, ধেই

ধেই নৃত্য ক'রে দিলে, কোন গতিকে তুণ্ড বাঁচ্‌ল, দক্ষের হ'ল ছাগমুণ্ড। এমনি কত কীর্ত্তিই রেখেছি! ও বাবা! এ কি রে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে বানের জল চড়্ চড়্ ক'রে শুকিয়ে গেল যে? পরীক্ষা'গর্ভে গেল নাকি? ঐ যে রে বাবা, অগস্ত্য কটা কটা জটা খাড়া ক'রে গণ্ডূষ ধরেছে। কাজ নেই বাবা, লম্বা—লম্বা, পেছু হাঁটা দিই।

পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য বাল্মীকির তপোবন! সাগর প্রমাণ জলরাশি নিঃশ্বাসে নিঃশেষ কর্‌লে। ঐ—ঐ তপোগর্ব্বী ব্রাহ্মণ এবার আশ্রমের দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে কে? ওঃ! আততায়ী বশিষ্ঠ।

বিঘ্ন। বাঁচ্‌লাম বাবা, আমি ভেবেছিলাম অগস্ত্য।

পরীক্ষা। কে তুমি?

বিঘ্ন। দেবতা! আমি সগুর্ব্বিণী গোবৎস।

পরীক্ষা। সে কিরূপ?

বিঘ্ন। দেখ্‌তে পাচ্ছ না দেবতা, সে বার গর্ভে গিয়েছিলাম, এবার গর্ভে ধরেছি, ঊর্দ্ধ বমনও হচ্ছে না—অধঃ দমনও হচ্ছে না, সঙ্কট-পীড়া!

পরীক্ষা। চল—চল, আবার আক্রমণ করি।

বিঘ্ন। দেবতা! আমার একটা যুক্তি শোন, এ লড়াই কাজটা দিন কতক বন্ধ রাখি এস। কারণ—এখন জোর তপস্যার বল, কেউ গণ্ডুে গঙ্গা গিল্‌ছে, কেউ নিঃশ্বাসে যমুনা শুষ্‌ছে। এক-একটা মানুষের দ বার হাজার বৎসর পরমায়ু; এখন বড়-একটা কিছু ক'রে উঠ্‌ে পার্‌ব না। দিন কতক ঝোড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিই গে চল। যৎ দেখ্‌ব, বামুন বেটারা সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়্‌ব ছাড়্‌ব কর্‌ছে, শূদ্র

একটা বামুনের ওপর জাত-হিংসা কর্ছে, স্ত্রীগুলো ওপর নজর চাল্ছে, মাঠের মধ্যে পুকুরের জল শুকুবো শুকুবো হয়েছে, সেই সময়ে তেড়ে ফুঁড়ে গিয়ে দর্শন দোব।' তুমি রাজা, আমি মন্ত্রী ; জোর রাজত্ব চালাব।

পরীক্ষা। তুমি নিতান্তই কাপুরুষ।

বিঘ্ন। তা ঠিক, কাপুরুষ না হ'লে মশায়ের মত বীরপুরুষের শরণাগত হব কেন ? স্বয়ং যুদ্ধ কর্তাম।

পরীক্ষা। চল, এইবার সেই তপোদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষা করি।

বিঘ্ন। এই ত বীরপুরুষের কার্য্য। উত্তম যুক্তি। গরীব বামুন নয় সংসার হারিয়ে গাছতলায় ব'সে ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে ? চল, দেবতা ! তার টুঁটিটে টিপে ধ'রে আমরক্ত বের্ ক'রে ছেড়ে দিই গে। দুর্ব্বল-পীড়ন ক'রে রাজশক্তির পরিচয় দিই গে।

পরীক্ষা। তুমি বুঝি আমার শক্তি উপেক্ষা ক'রে ব্যঙ্গ কর্ছ ?

বিঘ্ন। আজ্ঞে না দেবতা, রাজশক্তির করণ-কাণ্ডই তাই, দুর্ব্বলকে পীড়ন ক'রে বলবান্‌কে শিক্ষা দেওয়া। তপদেব, খুব সাবধান ! আমরা দুর্ব্বলের যম !

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বাল্মীকি-আশ্রম। সময়—রাত্রি।

সীতা।

সীতা। কোথা বন্যার প্রবাহ? কোথায় লক্ষ্মণ?
নিবিড়—নিবিড় বন নয়নের পথে।
অন্ধকারে ঢাকা চারিদিক্,
চারিদিকে শুধু ঝিল্লীরব,
আতঙ্কে তৃষিত প্রাণ।
ওগো, ওগো, পুণ্যতীর্থবাসি!
জাগ—জাগ ওগো কানন-নিবাসি!
রঘুকুলবধূ আমি রাঘব-মহিষী,
স্থান দাও—স্থান দাও বিপন্ন সীতায়।
কেহ নাই, নীরব প্রকৃতি,
জনশূন্য গহন-কানন,
আমি মাত্র একাকিনী হেথা,
যাই কোথা? কোন্ পথে যাই?
বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! হাস একবার,
সরাইয়া আঁধার জমাট।
জ্যোৎস্নার ধারা করি বিতরণ,
চন্দ্রদেব! চন্দ্রদেব! হাস একবার।
পথহারা অনাথিনী আমি

কোন্ পথে যাই—কোথা পথ পাই ?
উঃ! বিঁধিল কণ্টক যেন শূল-মত,
গেল প্রাণ, উঃ! [পতন]

গীতকণ্ঠে কিরণবালাগণের প্রবেশ।

কিরণবালাগণ।—

গান।

আলোকে পুলকে হাসায়ে কানন,
　　ঢাল ঢাল সুধা অমল কিরণ।
জ্যোছনা ভরা ঢাল সুধারাশি
　　কর লো শীতল কর বরিষণ ॥
এস—এস মৃদু মলয় বায়,
কাঁপায়ে—কাঁপায়ে লতিকায়,
মাখিয়া কুসুম-সৌরভ গায়,
　　কর মঙ্গলকর আরতি বরণ ॥

[প্রস্থান।

সীতা। [উঠিয়া] য়্যাঁ! একি! এ যে আমার চিরপরিচিত স্থান। এ যে আমার মুনিপিতা বাল্মীকি-আশ্রম। ঐ প্রস্তর-বেদীতে বসে প্রভু আমার ফুল-সজ্জা রচনা কর্‌তেন। দুই পার্শ্বে সুশীল সুবোধ পাহারা দিত। ঐ সরসীতে প্রভু আমার স্নান কর্‌তেন। ঐ লতাকুঞ্জে ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের বিবাহ দিতেন। এ যে সেই নিরা-বিল আনন্দের স্বর্গধাম।

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। [প্রবেশ পথ হইতে] মা! মা!

সীতা। মা মা ব'লে কে ডাকলে? ঐ যে চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!

কে, মুনি বাবা? বাবা! বাবা! আমি সেই দুঃখিনী তনয়া, আ
নিরাশ্রয়া—পতিপদ-পরিত্যক্তা—নির্ব্বাসিতা বনে।

বাল্মীকি। সব তথ্য বিদিত বাল্মীকি।
উৎসবময়ি! চল মা কুটিরে।
ওই হের কুটির-প্রান্তরে
মঙ্গল আরতি করিতে তোমার,
কাতারে কাতারে ঋষিনারীগণ।
দেবী-অংশ জননী তোমার
পাগলিনী প্রায় হেরিতে তোমায়।
নিদ্রাহীন আজি তপোবন,
উৎসব-আনন্দে বিভোর সকলে।

সীতা। পিতা! পিতা!
কোথা আমার সুশীল?

বাল্মীকি। সুশীল! সুশীল!

[সুশীল ব্যাঘ্র আসিয়া সীতার পদ
লেহন করিতে লাগিল

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।—

গান।

দেখ্‌রে—দেখ্‌রে অন্ধ নয়ন, মুনির তপোবল।
হিংসা ভুলে বনের পশু কেমন লুটায় পদতল॥
নিরেট নিঠুর অজ্ঞ যারা,
এমন ব্রহ্ম-বস্তু চেনে না তারা,
ক'রে উপেক্ষা, এমন শিক্ষা,
ফেলে অশ্রাভাবে নয়নজল॥

এ ধন যে জন করে উপার্জ্জন,
অর্থে কি তার হয় প্রয়োজন,
যায় হাহাকার, রোদন ক্ষুধার,
ভবপার হয় ল'য়ে কর্ম্মফল ॥

[প্রস্থান।

বাল্মীকি। বাজা রে কাননবাসি,
মধুর মুরলী—
জয় জয় সীতা সতীর জয় !
পর্ব্বত নির্ঝর,
গাও কুলু কুলু স্বরে,
তোল তান সমীরণ
দিগন্ত ব্যাপিয়া,
তরুলতা, পশুপক্ষী,
বন উপবন,
মর্ত্তে নর, জলে জলচর,
স্থাবর জঙ্গম গাও সমস্বরে
জয় জয় সীতা সতীর জয় !
বাজাও দুন্দুভি ধর্ম্ম সনাতন,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ
কর পুষ্প বরিষণ,
যুগ-অঙ্কে প্রতি দৃশ্যপটে
লেখ রে প্রকৃতি,
সুবর্ণ অক্ষরে নভোবক্ষে
জয় সীতা সতীর জয় !

গীতকণ্ঠে শিষ্য-বালকগণের প্রবেশ।

শিষ্যগণ।—

গান।

জয় জয় সীতা সতীর জয়।
গাও রে বিহঙ্গম, স্থাবর জঙ্গম,
তরু-লতা বন ফুলচয়॥
গাও রে সমীরণ বিশ্ব ব্যাপিয়া,
গাও রে পিককুল পঞ্চমে কুজিয়া,
গাও প্রতিধ্বনি, কাঁপায়ে অবনী
জয় জয় সীতা সতীর জয়॥
গাও রে সাগর-তরঙ্গ সঘনে,
গাও নদ নদী কুলু কলু স্বনে,
লেখ মুনিগণে বেদ পুরাণে,
জয় জয় সীতা সতীর জয়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজসভা। সময়—মধ্যাহ্ন।

নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ।—

নৃত্যগীত।

সখি, কেমনে রাখি কুলমান।
না দেখিলে আঁখি নবঘন রামে
দুরূহ বিরহ বুকে হুহু করে প্রাণ ॥
কিবা কুঞ্জর মন্থরগতি,
কিবা মধুর চাঁদিনী রাতি,
সরস পরশে হরষে মাতি
করিব যৌবন দান, এ যৌবন দান।
যবে কাজল পুরিত আঁখে,
আড়নয়নে বঁধু দেখে,
উহু মরি, লাজ সরমে ঢেকে
থাকে না লো প্রাণ, থাকে না লো প্রাণ ॥

রাম ও ভরতের প্রবেশ।

[অভিবাদন করিয়া নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

বন্দী কীৰ্ত্তিকে লইয়া দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! এই সেই কুসীদজীবী কীর্ত্তি। শুধু কুসীদ-ব্যবসায় জন্য অপরাধী নয়, দুরাচার দস্যুপতি। মহারাজের অনুমতিক্রমে এক শত সংখ্যার একটি মুদ্রাধার ল'য়ে তপোদেবের উদ্দেশে ক্রৌঞ্চমিথুন যাত্রা করেছিলাম, অৰ্দ্ধপথে সেই মুদ্রাধারটি দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়। পরে ভগ্নোৎসাহিত মনে ক্রৌঞ্চমিথুন পর্য্যন্ত গিয়ে দেখ্‌লেম, কীর্ত্তি ব্রাহ্মণকে বাসভূমি হ'তে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করেছে; জীর্ণ কুটিরখানি অবরুদ্ধ— ব্রাহ্মণ নিরুদ্দেশ। প্রত্যাগমন কালে কীর্ত্তিকে বন্দী কর্‌তে গিয়ে দেখি, আমার সেই অপহৃত মুদ্রাধারটি কীর্ত্তির হস্তে। তখন বুঝ্‌লাম, কীর্ত্তি শুধু কুসীদ-ব্যবসায়ী নয়, কীর্ত্তি দস্যুপতি।

পরমহংসবেশে পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। মিথ্যা অভিযোগ, আমি কীর্ত্তিপক্ষের একজন প্রধান সাক্ষী।

ভরত। কে আপনি?

পরীক্ষা। যোগসিদ্ধ পরমহংস। ইক্ষ্বাকুবংশের মঙ্গল সাধনাই আমার পরমহংসব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহারাজ, কীর্ত্তি কুসীদজীবী সত্য, কিন্তু কীর্ত্তি কর্ত্তৃক তপোদেব যে বিতাড়িত নয়, কীর্ত্তি দস্যুপতি নয়, আমার তপঃপুণ্য তার অনন্ত সাক্ষী।

ভরত। পরমহংসের সাক্ষ্য কি সত্য, দূত?

দুর্ম্মুখ। [স্বগত] সঙ্কট সমস্যা! আবার সেই পূর্ব্ববৎ ঘটনা, একি কুহক! কে এই পরমহংস? এই কি সেই কুটিল বন্ধু দস্যু? না, তা বোধ হয় না।

ভরত। নীরব কেন? প্রশ্নের উত্তর দাও, দূত?

দুর্ম্মুখ। [স্বগত] মিথ্যা বল্‌ব? না, এ রসনা রাজশ্রীচরণে কখন মিথ্যা জল্পনা করে নাই। উন্নতি পতন যা-ই বা হ'ক্, সত্য ব'লে যাই। [প্রকাশ্যে] প্রভু! ভৃত্যের অভিযোগ এক বর্ণাক্ষর মিথ্যা নয়। সত্য—সত্য—সত্য।

ভরত। মহারাজ! কীর্ত্তির মানসিক সঙ্কোচতায় ধূর্ত্ত—প্রতারক—মহাপাপের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে।

পরীক্ষা। তবে কি পরমহংসের বাক্য মিথ্যা?

ভরত। বলুন পরমহংস, কোন্ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দূত কীর্ত্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে?

পরীক্ষা। রাজনীতির উপর কর্ম্মচারিগণের কত যে স্বার্থগত নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার, তা ত রাজশ্রী কখন অনুসন্ধান করেন না; কাজেই নীতির ব্যভিচার—অরাজক—হাহাকার, প্রজার অনন্ত দুর্গতি। শুনুন্ রাজকুমার, কুসীদব্যবসা অপরাধের জন্য দূত কীর্ত্তির নিকট উৎকোচ প্রার্থী হয়েছিল, কৃপণ কীর্ত্তি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় চৌর্য্য, হত্যা, দস্যুতা, ব্রাহ্মণ-নির্যাতন কতকগুলি কল্পিত দোষারোপ ক'রে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েছে।

ভরত। দূত! তপোদেব ব্রাহ্মণের পক্ষে তুমি কোন সাক্ষ্য সপ্রমাণ কর্‌তে পার?

দুর্ম্মুখ। নিঃসহায় নিরাশ্রয় তপোদেব ব্রাহ্মণের পক্ষে সাক্ষ্য একমাত্র আমার অন্তরাত্মা ধর্ম্মদেব।

পরীক্ষা। রাজকুমার! পাপী আত্মরক্ষার জন্য দেবতার চরণ স্পর্শ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না। কেবলমাত্র দূতের স্বার্থপরতায় অশন যোত্রহীন তপোদেব পেটের জ্বালায় পাগল হ'য়ে স্ত্রীপুত্র ল'য়ে একবস্ত্রে দেশত্যাগী হয়েছে।

রাম। [উদ্দেশে] হায়! আমি অতি অভাজন, অতি মন্দভাগ্য। আমার কোষাগার অর্থপূর্ণ থাক্‌তে ব্রাহ্মণ, তুমি আহার্য্য অভাবে দেশ-ত্যাগী হয়েছ? হে দ্বিজসত্তম! এ ত্রুটির জন্য আমি তোমার চরণে শত অপরাধে অপরাধী। [প্রকাশ্যে] দূত, ব্রহ্মঘাতী তুমি। বল—কি দণ্ড চাও। নির্ব্বাসন না প্রাণদণ্ড?

দুর্ম্মুখ। প্রভু! প্রভু!

রাম। চুপ্, কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি জান দূত, আমি ব্রাহ্মণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'তে পারি।

দুর্ম্মুখ। প্রভু! মিথ্যা—মিথ্যা—পরমহংসের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমায় নির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করুন, তাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নই; কিন্তু প্রভু, একবার ক্রৌঞ্চমিথুন গিয়ে দেখ্‌বেন চলুন, কিরূপ কঠোর নৃশংসতা বুকে নিয়ে এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যু কীর্ত্তি নিরীহ ব্রাহ্মণের কুটিরখানি আত্মসাৎ ক'রে সুখী হয়েছে। সে দৃশ্য দেখ্‌লে পাষাণের কঠোরতা বিগলিত হয়। সে দৃশ্যের কাছে মিথ্যা—শঠতা—প্রতারণা—মহাপাপও দয়ার্দ্রীভূত হয়।

পরীক্ষা। কীর্ত্তি কেড়ে নিয়েছে? ধূর্ত্ত! প্রতারক! কীর্ত্তি কেড়ে নিয়েছে? কি বল্‌ব, রাজসভা—তা না হ'লে এই পরমহংসের যুগান্তরব্যাপী তপশ্চরণের অনন্ত শক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে তোর ঔদ্ধত্যের যথোচিত শিক্ষা দিত।

রাম। দূত! দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

দুর্ম্মুখ। প্রভু! প্রভু!

দাও তবে প্রাণদণ্ড দাসে,
চ'লে যাই হাসিতে হাসিতে
মিথ্যা ছেড়ে সত্যের আলোকে।

বুঝিলাম—শিখিলাম, প্রভু !
এ ধরায় নাই সত্যের রক্ষক ।
পরকাল দলি পদতলে
স্বার্থ তরে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় লোক ।
নিঃস্বার্থ সত্যের সাক্ষী নাই এ ধরায় ।

চণ্ডালবেশে ধর্ম্মের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম। হামি আছি—সেই গরীব বামুন বেচারার সাক্ষ্য দিতে হামি আছি ।

রাম। কে তুমি ?

ধর্ম্ম। রাজা বাবা ! হামি ছোট জাত্ চাঁড়াল। তুহার কাছে আস্তে—বাত্ বল্তে ডার্ পাই । সেই বামুন বেচারার ঘর্কা নগিচমে হামার ঘর। বেচারা হামায় বড়ি ভালবাস্ত। ওস্কো এক লেড়্কা, এক জরু ; তিন মূর্ত্তি তিন তিন দেবতা। হামায় বাবা বলিয়ে ডাক্তো। সব্ ঘর ছোড়িয়ে চলিয়ে যায়, হামাকে বলিয়ে যায়, দেখিস্ চাঁড়াল বাবা, হামার কোহি নেই, তুহি হামার সাক্ষী। হামার মন্দুখ্কা দাবী হামার রাজা-বাবাকে জানাবি। ওহি বাত্ বোল্তে, পুড়্তে পুড়্তে—মর্তে মর্তে আস্ছি ! ওহো ! বামুন বাবা হামার কোথায় গেল ? প্রাণে বাঁচ্ল কি মর্ল ? রাজা বাবা ! রাজা বাবা ! হামার বামুন বাবাকে খুঁজিয়ে আনিয়ে দে, বুকটা পুড়িয়ে গেলো—প্রাণটা ছুটিয়ে গেলো। ওহো, বামুন বাবা ! বামুন বাবা ! [পতন]

রাম। কে আছ ? কে আছ ?

দুর্ম্মুখ। প্রভু !

রাম। শীঘ্র জল নিয়ে এস।

দুর্ম্মুখ। ওহো! সত্যই সত্য, আর সব মিথ্যা।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দেববালকগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ।—

গান।

সার কর সত্য,
সত্যে অনুরক্ত,
সত্য মাত্র সত্য,
জলের রেখা মাত্র,
সত্য পায় প্রাণ
সত্য মরে না ক'
সত্য বেঁচে থাকে
সত্যের হয় না
কৃষ্ণ সত্যে দ্বিজের
ধরেছেন বক্ষে
ম'রে পেলে প্রাণ
সত্যের সমান
সত্য থেকে হের
সত্য কর সার
কর্ণধাররূপে
শ্রীভগবান্

সত্য পরম-তত্ত্ব,
তত্ত্ব ভাবময়।
আর সব অনিত্য
মিথ্যা অভিনয়॥
অনলে গরলে,
করী-পদতলে,
সাগরের জলে,
কোথাও পরাজয়॥
পদচিহ্ন খান,
ভক্তের ভগবান্,
সত্যে সত্যবান্
কেহ নয়;
অনন্ত তুফান,
লভিবে নির্ব্বাণ,
সত্যে দিতে ত্রাণ
হবেন উদয়॥

[অন্তর্দ্ধান।

রাম। [স্বগত] ওহো, নীচজাতি চণ্ডাল কি উদার প্রকৃতি! কি অসামান্য পরাভক্তি—পরোপকার প্রবৃত্তি! নিঃস্বার্থভাবে অনাথ ব্রাহ্মণের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসেছে।

জলপাত্র হস্তে দ্রুতপদে দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। জয় সত্যের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়! আজ আমার জল বহন সার্থক হ'ল। প্রভু! এই জল।

[রাম জলপাত্র লইয়া চণ্ডালের মুখে দিলেন,
চণ্ডাল সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল]

ধর্ম্ম। রাজা বাবা! রাজা বাবা!

রাম। আর বল্‌তে হবে না, সব বুঝেছি।

ধর্ম্ম। ওহি—ওহি সেই চামার। ওহি দুষ্‌মণ হামার বামুন বাবাকে ঘর্‌সে তাড়িয়েছে। কেতো কেতো গরীব আদ্‌মিকা পরাণে দাগা দিইয়েছে। চামার, চামার, তুহার রূপেয়া পুড়িয়ে যাবে—উড়িয়ে যাবে—নরকে ডুবিয়ে যাবে। রাজা বাবা, রাজা বাবা! সাজা দে—সাজা দে। নেই তো বোল্, তুহার সামেন্‌মে হামার কলিজা ছিঁড়িয়ে তুহার পায়ের তলায় ফেলিয়ে দি।

রাম। ভরত! কীর্ত্তির যাবতীয় সম্পত্তি—কপর্দ্দক পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত ক'রে নাও।

ভরত। যে আজ্ঞে, মহারাজ! দূত, কীর্ত্তিকে সভা হ'তে অপসারিত কর।

দুর্ম্মুখ। ওহো! ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় নিশ্চয়ই আছে।

[অবসন্ন কীর্ত্তিকে লইয়া প্রস্থান।

পরীক্ষা। ব্রাহ্মণ-অসম্মানকারী ক্ষত্র রাজার কদর্য্য সভা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। রাজা, তোমার বিচারে ব্রাহ্মণ নিগৃহীত হ'ল?

রাম। আমার বিচার নয় ব্রাহ্মণ, এ সূক্ষ্ম-বিচার ধর্ম্মের। রাম ব্রাহ্মণ-অসম্মানকারী নয়, রাম ব্রাহ্মণের জন্য সর্ব্বত্যাগী; হাস্‌তে হাস্‌তে হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত ক'রে কোন্ সুদূর কান্তারে বিদায় দিয়েছে।

পরীক্ষা। তবে কি আমি অব্রাহ্মণ ?

রাম। প্রশ্ন কর নিঃস্বার্থ চণ্ডালে,
প্রশ্ন কর তার সত্য অশ্রুপাতে।
এক এক বিন্দু তপ্ত ক্ষুব্ধ বাষ্প
স্পষ্টাক্ষরে দিতেছে উত্তর—
নহ দ্বিজ তুমি, ভণ্ড ছদ্মবেশী।

পরীক্ষা। ওহো! ঘোর অপমান—ঘোর অপমান!
রাজা! ক্ষুব্ধ ব্রহ্মশাপানলে
রাজ্য যাবে জ্ব'লে,
পিতৃগণ স্বর্গভ্রষ্ট হবে,
শান্তি, সুখ, শ্রী, সব চ'লে যাবে।

রাম। সব যাক্ চ'লে,
স্বপ্নময় এই জীবনের
ক্ষুদ্র স্বপ্ন ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি
স'রে যাক—মিশে যাক্ বিস্মৃতি আঁধারে।
বল্কলের বাস পরিধান,
দীন যোগী প্রায়
অনশন, অনিদ্রা, ভ্রমণ,
পিতৃসত্য পালিবার কালে
অভ্যস্ত করেছে রাম বনবাস ক্লেশ।

পরীক্ষা। [সক্রোধে]
আচ্ছা—আচ্ছা—
কার্য্যকালে পাবে পরিচয়।

[প্রস্থান।

রাম। চণ্ডাল! আমার এই রাজসিক কার্য্যের সহানুভূতির জন্য আমি তোমার প্রতি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, ভদ্র! তুমি কি চাও?

ধর্ম্ম। কি দিবি রে বাবা, কি মাগ্‌ব? ধন দৌলৎ তো জলের দাগ্, এই আছে, এই শুকিয়ে যাবে। যব্ বক্‌শিস্ দিবি রে বাবা, তব্ তুহার ঐ বুকভরা প্রেম হামাকে একটু দে। যো প্রেম ডারিয়ে পাষাণ মানবী করিয়েছিস্—কাঠের না সোনায় বানিয়েছিস্—পাথর জলে ভাসিয়েছিস্, হামায় সেই প্রেম একটু দে, বাবা!

রাম। এস—এস, মিত্র! অন্তরের প্রেম—প্রাণের ভালবাসা—বক্ষের স্নেহ-মমতা, পরস্পর আলিঙ্গনে বিনিময় করি। [আলিঙ্গন]

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।—

গান।

এ্যায়সা প্রেম ধন, ক্যায়সা মিলে
বল রে চণ্ডাল বন্ধু ভাই।
হামি আশী লক্ষ জনম ঘুর্‌লাম,
এমন প্রেম তো পেলাম নাই॥
যদি চণ্ডাল হ'লে এ প্রেম মিলে,
বল্ রে চণ্ডাল দাদা ভাই।
আমি মনে প্রাণে ধ্যানে বসিয়ে,
চণ্ডাল জনম্ মাগিয়ে যাই।
যদি ভোজন ছোড়্‌লে এ প্রেম মিলে
বল্ রে চণ্ডাল শুধাই তাই।
আমি এ জনম ভোর দুড় বনিয়ে
হর্‌রোজ পড়িয়ে কাঠ শুকাই॥

যদি চক্ষু মুদ্‌লে এ প্রেম মিলে
জনম অন্ধ হইয়ে যাই।
নিদ্ ছোড়্‌লে এ প্রেম মিলে তো
জলজন্তুর কাছে যাই ॥
দে রে চণ্ডাল দে রে বন্ধু
একটু প্রেমের বথ্‌রা ভাই।
তামার বুকে বুকটা মিশিয়ে দে রে
জনম জ্বালা সব জুড়াই ॥

[ধর্ম্ম সহ আলিঙ্গন]

[উভয়ের প্রস্থান।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। শিব হ'ক্—শিব হ'ক্ অযোধ্যাপতির।

[রাম ও ভরত প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন]

শিব হ'ক্—শিব হ'ক্।
বিক্ষুব্ধ বিপ্লব-বার্ত্তা শান্ত সুনির্ম্মল,
পিতৃগণ—দেবগণ পরিতৃপ্ত সবে,
কর্ত্তব্য-গৌরবে প্রফুল্ল হৃদয়ে
কর অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা।

ভরত। অশ্বমেধ!

বশিষ্ঠ। হাঁ বৎস, অশ্বমেধ।

ভরত। এ যজ্ঞের ফল?

বশিষ্ঠ। বিস্তৃত ধরার বক্ষ
শস্য শ্যাম বাড়িবে সৌষ্ঠব,
প্রজাদের অন্নক্লেশ যাবে;

রোগ, শোক, অকাল মরণ
আসিবে না রাজ্যের সীমায়।

ভরত। কিরূপ অশ্বের প্রয়োজন ?

বশিষ্ঠ। পদ্মোজ্জ্বল চক্ষুঃ,
ক্ষুদ্র মুখ, শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ,
ঊর্দ্ধপুচ্ছ, আনত কর্ণ,
ললাটে ত্রিশূল-ভাতি ;
শান্ত, সৌম্য, অথচ পবন-গতি।

ভরত। দুঃসাধ্য সেই অশ্বের সংগ্রহ।

বশিষ্ঠ। সহজ সুসাধ্য কাজের কে করে সুযশ ?
কে করে প্রশংসা ?
রাম ! যাই তবে আমি।

রাম। আসুন, দেব !

বশিষ্ঠ। অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থির ?

রাম। স্থির গুরো !
কবে এ যজ্ঞের দিন ?

বশিষ্ঠ। তার কিছু নাহিক স্থিরতা,
অন্বেষণ কর অশ্ব এবে,
যথাকালে দিন স্থির হবে।

রাম। অন্তঃপুরে চল, দেব !
পাদ্য—অর্ঘ্য—পানীয় লইতে।

বশিষ্ঠ। রাম !
পান ভোজ্য ত্যাগী এ বশিষ্ঠ।
যতদিন রাজদম্পতির না হবে মিলন,

ত্রিলোকের বুকে
এঁকে দিয়ে সতীত্বের প্রভা,
যে দিন আসিয়া সীতা
বসিবে রামের বামে মন্দাকিনী মত,
সেই দিন—সেই দিন, রাম !
ল'বে এ বশিষ্ঠ ভোজ্য বা পানীয়।

রাম। গুরুদেব ! গুরুদেব !

[সীতার উদ্দেশে অশ্রুজল ফেলিলেন]

বশিষ্ঠ। দাও—দাও, শিষ্য !
যত ব্যথা সংগোপনে আছে,
টেনে দাও তপঃশুষ্ক বশিষ্ঠের বুকে।
[উদ্দেশে]
ভগবন্ ! ভগবন্ !
রামের যতেক দুঃখ
দাও বুকে মোর।
নির্দ্দোষ—নিষ্পাপ রাম,
শিব কর—শিব কর তার।

[প্রস্থান

রাম। ভরত ! সসৈন্যে প্রস্তুত হও। শুভ দিন শুভ লগ্নে অশ্ব অনুসন্ধানে যাই চল। নগরে ঘোষণা কর্‌তে আদেশ কর, যিনি এইরূপ একটি অশ্বের সন্ধান দিতে পার্‌বেন, কোটি মুদ্রা পুরস্কৃত হবেন।

দ্রুতপদে শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। আর্য্য ! আর্য্য ! সর্ব্বনাশ হ'ল। সুমন্ত্র রথ নিয়ে এসে কর্ল্পে

অবসর ল'য়ে উন্মত্তের মত কোন্ দিকে চ'লে গেল। আর্য্য লক্ষ্মণকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ছে না ; বুঝি বা এতক্ষণ আত্মঘাতী হয়েছেন।

রাম। কোথায়—কত দূরে? দেখিয়ে দেবে চল। [উন্মত্তবৎ গমনোদ্যত]

উন্মত্তবৎ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। যেতে হবে না, এসেছি—ঠিক এসেছি। সরযূর বুকে মৃত্যুর বিছানা সাজিয়ে রেখে আরামে ঘুমাব ব'লে একবার আদেশ নিতে এসেছি। ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না, প্রেত—প্রেত—মাতৃঘাতী জীবন্ত প্রেত! বল—বল, আর কি কর্‌তে হবে? তোমার বাসনা যেন অপূর্ণ না থাকে। সমস্ত কাজ লক্ষ্মণ সেরে যাবে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাবে, আর ডাক্‌লেও সাড়া দেবে না—জাগালেও জাগ্‌বে না। বল—বল, মৃত্যু স'রে গেল—সময় চ'লে গেল। এই দেখ—এই দেখ, মাটীটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে—পাপের ভার সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না। সৃষ্টি গেল—রাজ্য গেল—তোমার প্রজা মর্‌ল। যাই—যাই, উঃ! দাদা, দাদা! [রামের বক্ষে পড়িলেন]

গীতকণ্ঠে অনাথ-বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

হা হা মা, কোথায় গেলি মা,
একবার দেখে যা, অনাথ কুমারে।
কেহ না শুধায়, কেহ না খাওয়ায়,
মা যার নাই তার কেহ নাই সংসারে॥

অনাথ অতিথিশালা তোমার অভাবে,
কাঁদে অনাথগণ হা হা মা রবে,
আকুল ব্যাকুল শোকের প্রভাবে,
গেলি মা, কোথা চলি ফেলিয়া আঁধারে ॥
মুদিত নয়নে কাঁদে পাখী শাখে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে না মনোদুখে,
দেয় না হরিণী আর তৃণ জল মুখে
অসুখে সবে মৃত, না হেরি তোমারে ॥

[রাম লক্ষ্মণকে ধরিয়া ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজপথ। সময়—অপরাহ্ন।

ঘোষবাদক ও দুর্ম্মুখ।

দুর্ম্মুখ। শোন—শোন নগরবাসি, অযোধ্যাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন ; উপস্থিত সেই যজ্ঞের অশ্ব অনুসন্ধান করা হচ্ছে। বিবরণ শোন—পদ্ম চক্ষুঃ, ক্ষুদ্র মুখ, শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ, উর্দ্ধ পুচ্ছ, আনত কর্ণ, ললাটে ত্রিশূল-ভাতি, শান্ত, সৌম্য অথচ পবনগতি। যিনি এইরূপ একটি অশ্বের সন্ধান দিতে পারবেন, কোটী মুদ্রা পুরস্কৃত হবেন।

[ঘোষবাদক ঘোষযন্ত্র বাদন করিল]

একজন কালা ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। কিসের ঢোল জারি হচ্ছে রে, বাবা? একটু চেঁচিয়ে বল্, আমি কানে কিছু খাটো শুনতে পাই।

দুর্ম্মুখ। রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে।

ব্রাহ্মণ। কি বল্‌ছ? আমার অস্থাবর নিলেম হবে? কেন, বাবা, কি অপরাধ করেছি? তাই বিনি তপ্‌শীলে নিলেম জারি কর্‌তে এসেছ?

দুর্ম্মুখ। ঠাকুর দেখি, বেজায় কান-কালা।

ব্রাহ্মণ। কি বল্‌ছ? বাঁকী খাজনা? না বাবা, অমন কথাটি ব'লো না; আমি পাই-পয়সাটি বাকী রাখি না।

দুর্ম্মুখ। ঠাকুর! ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে; ক্ষীর—দই—মোণ্ডা।

ব্রাহ্মণ। কি বল্‌ছ? তিরেনব্বুই তের গণ্ডা? কেন জুলুম কর, গোপাল? আমি রাজার ব্রহ্মত্ব ভোগ করি। ছাড়্‌পত্র দেখ্‌তে চাও? দেখাই গে চল।

দুর্ম্মুখ। ঠাকুর! তা নয়—তা নয়, কলা-পত্রে লুচী—দই।

ব্রাহ্মণ। কি বল্‌ছ, বাবা? ছাড়্‌পত্রে মিছে সই? অমন কথাটি ব'লো নি, বাবা! রাজার অসম্মান হবে। তোমরা ত ছেলে মানুষ বাবা, আমি তেকেলে বুড়ো। এ ছাড়্‌পত্র সেই দশরথের বাপের আমলের।

দুর্ম্মুখ। যাও ঠাকুর, কে তোমার সঙ্গে ব'কে মর্‌বে?

ব্রাহ্মণ। কি বল্‌ছ? গাই গরুটি খুলে নেবে? দোহাই বাবা! বুড়ো বামুন—আফিংখোর, একটু দুধের বলেই বেঁচে আছি। আশীর্ব্বাদ করি, সস্ত্রীক সুখী হও। এবার গাই বিয়োলেই বৌমায়ের জন্যে গাজ্‌লা পাঠিয়ে দোব।

দুর্ম্মুখ। যাও ঠাকুর, যাও। ভাল জ্বালাতন!

ব্রাহ্মণ। কি? কি? আমি অব্রাহ্মণ?

দুর্ম্মুখ। তোমার গুষ্টির মাথা, আমারও তাই।

ব্রাহ্মণ। কি, আমি এক সন্ধ্যায় দুবার খাই ?

দুর্ম্মুখ। এই চল্‌লাম ঠাকুর, তোমার এদিকে আর আস্‌ছি না।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। কি, আমি আর বাঁচ্‌ছি না ? চল্‌ ত বেটা ষণ্ড, অকাল-কুষ্মাণ্ড, অশ্ব অণ্ড, রাজসভায় গিয়ে অভিশাপে তোকে কুক্কুর ক'রে ছাড়্‌ব।

[ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বাল্মীকির যোগমঞ্চ। সময়—প্রভাত।

বাল্মীকি।

বাল্মীকি। জনক-নন্দিনী জননী আমার,
আসন্ন প্রসব-ব্যথা হেতু হয়েছে অধীরা।
যোগচক্ষে ভবিষ্যের ফল করেছি দর্শন।
মা আমার এককালে
যুগ-পুত্রের হইবে জননী।
সেই বীরপুত্র রামাত্মজ হ'তে
রামায়ণ গ্রন্থ মোর হবে সমুজ্জ্বল।
মাতঃ তপঃভূমি বসুধা জননী,
স্নেহ-পারাবার কারুণ্য-রূপিণি,
তোমার নন্দিনী, তার ধর ধাত্রীবেশ।
নিঃসহায় আমি দীন হীন।

রক্ষ—রক্ষ মাতঃ; তপোবন ভূমি
রাঘব-বাসনা সুমঙ্গলে যেন
সুত-রত্নে ধরেন বক্ষেতে।
জয় মা মঙ্গলে! জয় মা মঙ্গলে!

[ধ্যানস্থ]

বালক-শিষ্যগণের প্রবেশ।

বালক-শিষ্যগণ।—

স্তুতি-গান।

নমি পদ-পঙ্কজ, গুরু কৃপাময়,
মুনিকুল-ভূষণ মহিমা-নিদান।
অমৃত-প্রসবিনী কর-ধৃত লেখনী,
কবি-কুল মৌলিমণি তাপস-প্রধান॥
বেদ-রচয়িতা ভাষ্য-প্রণেতা
পরম দেবতা গুরু ভারতী-সন্তান।
দেহি জ্ঞান গুরু, অজ্ঞান দূরী কুরু,
ত্বংহি পদতরু মোক্ষ বিধান॥

একজন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। গুরুদেব! গুরুদেব! শুভ সংবাদ শুনুন্। আমাদের কানন-কুশলময়ী দেবী যুগ-পুত্রের জননী হয়েছেন। কোথা হ'তে দুটি অপরিচিতা ধাত্রী এসে নবকুমার দুটিকে স্তন্য পান করাচ্ছেন। আশ্চর্য্য দৃশ্য! ধাত্রী দুটি যেন জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা। পুত্র দুটি যেন গৌরী-কুমার গণপতি কার্ত্তিকেয়।

বাল্মীকি। [আনন্দোচ্ছ্বাসে]

ওহো! যুগকল্প যোগনিষ্ঠ পূর্ণ বাল্মীকির।

নিভুর্ল—নিভুর্ল মোর গ্রন্থ-লিপি ফল।
চল—চল, শিষ্য!
হেরি নব কুমার-যুগলে।

[গমনোদ্যত]

নবকুমারদ্বয় ক্রোড়ে ধাত্রীবেশে
স্নেহ ও মায়ার প্রবেশ।

স্নেহ। বুড়ো দাদা! বুড়ো দাদা! ও রসিক দাদা! দেখ—দেখ, কেমন রাঙা টুক্‌টুকে দুটি নাতি হয়েছে। বিদেয় কর—বিদেয় কর—আমাদের সন্তোষ ক'রে বিদেয় কর।

স্নেহ ও মায়া।—

নৃত্যগীত।

এই দেখ মুনি, কোলে দোলে যুগল খোকা।
রূপের আলোয়, চাঁদ হেরে যায়, কেমন ভাবটি আঁকা বাঁকা॥

স্নেহ।—এইটির নাম রাখ মুনি লব,
মায়া।—এইটির নাম কুশী,
দানছত্র করবে চল,
(ও রসিক দাদা, খোকার দাদা)
স্নেহ।—আমি নোব চাবি শিক্‌লি, কোমরের হার
নোলক-জোড়া নিত,
মায়া।—আমি নোব পায়ের তোড়া, ঘুঙুর জোড়া,
দুখানা পদ্মপাছা ধুতি;
মোণ্ডা মিঠাই দেবে চল।
(ও রসিক দাদা, খোকার দাদা)
খাব—নোব—বিলিয়ে দোব,
বলি, এ খোকা ত তোমারি কলম-লেখা॥

বাল্মীকি। চল—চল, তোমাদেরি এ তপোবন, তোমরা সব দেখে-শুনে নেবে চল। আমার কিছু নয়, তোমাদেরই সব। এইটির নাম লব, এইটির নাম কুশ। বড় মধুর নাম হয়েছে। এস, রাম! এস, হে অযোধ্যা-ভূপাল! একবার এসে দেখে যাও, তোমার যুগল পুত্র আজ বাল্মীকির তপোবনে। এইটির নাম লব, এইটির নাম কুশ—বড় মধুর! বড় মধুর! চল, উৎসব করি গে' চল।

[বাল্মীকি সহ স্নেহ, মায়া, ছাত্রগণের প্রস্থান।

শিষ্য। চল—চল, উৎসব করবে চল। অজা যুদ্ধে—ঋষি শ্রাদ্ধে, প্রভাতে চ হুড়ুম্ দুড়ুম্। ইয়া বড় বড় হর্ত্তুকী বস্তা, ইয়া ইয়া খাস্তাদার বয়ড়ার ঝুড়ি, ইয়া ইয়া যজ্ঞকাষ্ঠের ধোঁয়াদার জিলাপি। ইত্যাকার জালা জালা কেওড়া দেওয়া চরণামৃত। যত পার্বে, নেবে—খাবে—দুহাতে বিলাবে, আর পেটে তেল-জলের মালিস কর্বে। এস—এস, উৎসব করি গে এস।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—লোকালয় পথ। সময়—মধ্যাহ্ন।

গীতকণ্ঠে সুদেব।

সুদেব।—

গান।

মনের মানুষ পাই রে যদি
প্রাণের কথা বলি তাকে।
বুকে আমার কি যে ব্যথা,
সে কথা আর জানাই কাকে॥
এ ভাবের ভাব কেউ বোঝে না,
আপন ভাবে সবাই হাসে,
ভাবের কথা যে শোনে গো
ব্যঙ্গ ভাবে পরিহাসে,
মরিতে প্রাণ চায় গো দুখে,
কিন্তু মনে পড়ে মাকে,
বৃক্ষতলে পিতা আমার
ক্ষুধার জ্বালা ল'য়ে বুকে,
কি ব্যথা অন্তরে ল'য়ে কি বিষম যাতনা স'য়ে
পাষাণ প্রাণটা আছে দেহে
বেঁচে আমার পাষাণ বুকে॥

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠের শোকোচ্ছ্বাস কার! [নিকটে যাইয়া] মরি মরি! একটি অলোক-ললাম সুকুমার বালক-মূর্ত্তি! উপবীত-

ধারী দ্বিজ-সন্তান। স্কন্ধে ভিক্ষাধার। ভিক্ষার তণ্ডুল সংগ্রহ হয় নাই, তাই এ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে রোদন কর্‌ছে। হা ভগবন্! এই নবনীত দেহকান্তি কঠোর দারিদ্র্য-পেষণে কতদিন জীবিত থাক্‌বে? এ বালকের কি পিতা মাতা নাই? যদি থাকে, তবে কোন্ প্রাণে এই সংসারে-দুর্ল্লভ শিশু সন্তানের স্কন্ধে ভিক্ষাধার দিয়েছে? বালকের পরিচয় জান্‌তে হ'ল। [প্রকাশ্যে] বালক! তুমি কে?

সুদেব। আমি ব্রাহ্মণ-পুত্র, আমাদের ঘর-বাড়ী নাই; গাছতলায় বাস করি। খাবার চা'ল নাই, তাই ভিক্ষা করতে এসেছি। ভিক্ষা পাই নাই, তাই ভাব্‌ছি। আজ বুঝি, পিতা-মাতার মৃত্যু আমাকে স্বচক্ষে দেখ্‌তে হ'ল!

বশিষ্ঠ। তোমার পিতার নাম কি?

সুদেব। তপোদেব দেবশর্ম্মা। তিনি একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, অবস্থা ভাল নয় ব'লে কেউ তাঁর সমাদর করে না। মহাশয়, বল্‌ব কি, এক মুষ্টি অন্নের জন্য পিতা মাতা আমার আশাপথ চেয়ে আছেন।

বশিষ্ঠ। দুঃখিত হলাম বালক, তোমাদের অবস্থার কথা শুনে যার-পর-নাই ব্যথিত হলাম।

সুদেব। মহাশয় গো! আমাদের দুঃখে যে আপনি দুঃখিত হলেন, এই আপনার মহত্ত্বের পরিচয়। এ সংসারে আমাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কর্‌বার কেউ নাই। অভাবের যাতনায় যখন প্রাণটা ধড়্‌ফড়্ করে, এমন কেউ নাই যে, সেই সময়ে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বাঁচায়।

বশিষ্ঠ। বালক! কালচক্রে মানব-অদৃষ্ট ঘূর্ণায়মান। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; যেমন গঙ্গার জোয়ার ভাটা। এ দুঃখ তোমাদের চিরস্থায়ী নয়, চিন্তা নাই। আজ্‌কার উপায় আমি কর্‌ব, তুমি আর এক-খানি গান কর।

সুদেব। গান করলে আজকের উপায় করবেন ? বলুন মহাশয়, কি গান করব ?

বশিষ্ঠ। ভগবৎ বিষয়ের গান কর।

সুদেব।—

গান।

গাও রে মন মধুর স্বরে সুধামাখা নাম।
প্রাণ শীতল হবে দুঃখ যাবে, বল হরে রাম হরে রাম।
প্রাণসখা বল্ বল্ রে মধুমাখা প্রাণসখার নাম॥
তোর এ দেহ ধারণ,
যেন না হয় অকারণ,
সময় থাক্‌তে স্মর্ একবার শ্রীকান্ত চরণ,
(দিন নিকট হ'ল রে)
(নিদান-দিন নিকট হ'ল রে)
একবার ভজ মরণ-বারণ ঘনশ্যাম॥

বশিষ্ঠ। [স্বগত] মরি— মরি, বালকের প্রেম-রসাপ্লুত প্রাণের কি অভিনব ভাবোচ্ছ্বাস ! কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রেমভক্তি-বিজড়িত অঙ্গচালনা ! কি সুধাস্রাবী বীণা-তান-বিনোদন কণ্ঠস্বর ! [প্রকাশ্যে] ভাই রে, দ্বিজ-নন্দন ! এ গানের প্রীতি-পুরস্কার আমার নিকট অপ্রতুল। শোন দ্বিজ-নন্দন ! শোন, ভাই ! এই মধুর নামামৃত সঙ্গীত আর ভিক্ষাবৃত্তি কখনো ত্যাগ ক'রো না। দরিদ্রতা ভগবৎ জ্ঞান উন্মেষের প্রধান সোপান। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বিজ বংশধরের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ধর, এই ফল তিনটি গ্রহণ কর, এতেই আজ তোমাদের ক্ষুধা-ব্যাধির নিবারণ হবে। তোমাদের সেবায় আজ আমার ভগবৎ অর্চ্চনার ফল সংগ্রহ সার্থক হ'ল। জয় ভগবান্ ! জয় ভগবান্ !

[প্রস্থান।

সুদেব। ভগবন্! ভগবন্! আজ আমার পিতা মাতার জীবন-রক্ষার উপায় হ'ল। [গমনোদ্যত]

দস্যুবেশে পরীক্ষা ও বিঘ্নের প্রবেশ।

পরীক্ষা। কোথা যাচ্ছিস্? স্থির হ'য়ে দাঁড়া।

বিঘ্ন। তোর হাতে কি?

সুদেব। মহাশয়! ঐ তিনটি ফল।

পরীক্ষা। দে—দে—শীঘ্র দে। [হাত হইতে জোর করিয়া ফল কাড়িয়া লইল]

সুদেব। মহাশয়! মহাশয়! পায়ে পড়ি, অন্ততঃ একটি ফল আমায় দিন্, আমি আমার মা বাবাকে আধখানি ক'রে ভেঙে দেবো। তাঁরা এখনও পর্য্যন্ত জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই।

বিঘ্ন। মা বাবাকে খাইয়ে কি হবে রে, বোকা বাঁদর! পুণ্য হবে? ধর্ম্ম হবে? অষ্টরম্ভা—অষ্টরম্ভা! পুণ্য ধর্ম্ম নাই, আমরাই স্বয়ং সোহং, আমাদের রাজ্য। চরস চণ্ডু, গাঁজা গুলি, মদ ভাং দেদার চালাও—দেদার চালাও।

পরীক্ষা। তোর ঝুলিতে কি?

সুদেব। পাণিনি।

পরীক্ষা। দেখি। [বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল]

বিঘ্ন। একরত্তি ছেলে আবার পাণিনি পড়্তে শিখেছে।

পরীক্ষা। এই যাক্ তোর পাণিনি চুলোয়। [ছিঁড়িয়া ফেলিল]

সুদেব। মহাশয়! মহাশয়!

পরীক্ষা। আরে যাঃ!

[উভয়ের প্রস্থান।

সুদেব। নির্দ্দয়! নির্দ্দয়! কি করলি? আমার প্রাণ-সঞ্জীবনী ছিঁড়ে দিলি? যে গ্রন্থের সুধাস্বাদন ক'রে ক্ষুধার জ্বালা ভুলে যেতাম, আমার সেই প্রাণ-জুড়ান ধন নষ্ট ক'রে দিলি! ভগবন্! ভগবন্! বিচার কর—বিচার কর। অনাথ সন্তানের মুখের দিকে একটিবার চাও। হায়! কেন ভিক্ষায় এসেছিলাম! কি ধন হারা হ'লাম। বাবা! বাবা! মা! মা!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বৃক্ষতল। সময়—মধ্যাহ্ন।

তপোদেব ও করুণা।

তপো। এখনও এল না, কত কষ্টই পাচ্ছে; আমাদের জন্য সেই সুকুমার বালক ভিক্ষাশ্রমে কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে। এই বৈশাখীর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর করে উত্তপ্ত বালুকা-বিস্তৃত পথ কি ক'রে যে অতিক্রম ক'রে আসবে, তা জানি না। উঃ, পেটের জ্বালা, তুমি মাতৃপিতৃ স্নেহকেও রাক্ষস সাজাতে পার।

করুণা। কি করব বল, নিষেধ শোনে না—আমাকে কিছুতেই ভিক্ষায় যেতে দেয় না; কাল সারারাত্রি একটিবারও ঘুমায় নি। যখনই পাখী ডাকে, তখনই বলে, মা ভোর হয়েছে, আমি যাই। ধমকে বললাম সুদেব, তুই কি পাগল হবি? অমনি ভয়ে ভয়ে কাছটিতে এসে শুয়ে পড়ল। একটু তন্দ্রা এসেছে, অমনি না ব'লেই চ'লে গেছে।

তপো। না ব'লে চ'লে গেছে? পিতৃ মাতৃ সেবানুরক্ত পুত্র আমার পুত্রের কর্ত্তব্য পালনের জন্য না ব'লেই চ'লে গেছে? বালকের কি

আগ্রহ! পিতৃদুঃখ-কাতর হ'য়ে না ব'লেই চ'লে গেছে? হয় ত পথ ভুলে গেছে, অনাহারে কাতর হ'য়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। হয় ত শ্বাপদে গ্রাস করেছে। যাই—যাই, আমি অনুসন্ধান করি। [গমনোদ্যত]

করুণা। [বাধা দিয়া] কোথায় যাচ্ছ? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—বালুকা-উত্তপ্ত ধূ ধূ মরুভূ-বিস্তৃত পথ, যাবে কেমন ক'রে? এখনই সর্ব্বশরীর পুড়ে যাবে।

তপো। আমি পুড়ে যাব, আর সুদেব?

করুণা। জগদীশ্বর যা করেন, তাই হবে; এখন ভাব্‌ছি, কেবল তোমার জন্য।

তপো। পুত্রের জন্য ভাব না? যে পুত্র নয়নের দীপ্তি—প্রাণের তৃপ্তি—মর্ম্মের তন্ত্রী—শিরার শোণিত, সেই সংসার-দুর্ল্লভ পুত্রের জন্য ভাব না?

করুণা। না, পুত্র ত তোমার দত্ত ধন। সে ধনে বিশেষ কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। সংসার, পুত্র-কন্যা, বসন আভরণ কিছুরই অভিলাষী নই।

তপো। তবে? তবে? পাষাণ! বল, পাষাণি! তোমার মন্তব্য কি?

করুণা। মন্তব্য এমন কিছু গুরুতর নয়, স্বাভাবিক। দেখ্‌তে চাই, তোমার দারিদ্র্য-তাপ-দগ্ধ দেহের মলিনতার পরিবর্ত্তে চিরপ্রফুল্লতা। দেখ্‌তে চাই, তোমার হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস অনুবেদনার পরিবর্ত্তে আশা-বল-সঞ্চারিত হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস। হতাশার বেদন—অভাবের ক্রন্দন—অনুতাপ-দাহন পরিবর্ত্তে দিব্য সবল সুস্থ শান্তি তৃপ্তি স্বচ্ছন্দতার পূর্ণাবেশ, তা' হ'লেই আমার সংসারের সকল সাধ, আহ্লাদ পূর্ণ হয়।

তপো। করুণা! করুণা!

করুণা। অধীর হ'য়ো না, ব'স। পুত্রের কোন অমঙ্গল হবে না। যদি হয়, তবে জানবে, ধর্ম্ম আর এ সংসারে নাই। ব'স। [হাত ধরিয়া বসাইলেন] কেমন দেখ দেখি, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা—অভাবের কর্ষণ—গ্রাম্য কোলাহল—নিন্দা, গ্লানি, হিংসা, মারামারি কাটাকাটি, দাঙ্গা হাঙ্গামা কোন অভিযোগ নাই। কেমন নীরব—নির্জ্জন—নিষ্কর ভূসম্পত্তির উপর বিশ্রামের স্থান পেয়েছি। আর এখন, তোমায় রাজকরের জন্য ভাবতে হবে না—ঋণ হবে না—ঘর-সংসার কেউ কেড়ে নেবে না। এখন তুমি রাজা, আমি রাণী। এই নবপল্লবিত বৃক্ষতল আমাদের সুখভোগ্য বৈজয়ন্ত। ক্ষুৎক্লিষ্ট মনে ভগবৎ-চর্চ্চা অমৃত সেবন। প্রখরতর রৌদ্র-তাপ ভেদ ক'রে এই যে মৃদুমন্দ মলয়ানিল সঞ্চালিত হচ্ছে, আমাদের ভাগ্যে শত কিঙ্কর-কিঙ্করীর সেবা উপভোগ। যাঁরা এই পথের পথিক, তাঁরাই যথার্থ সুখী, তাঁরাই রাজরাজেশ্বর।

তপো। করুণা! তোমার বাক্য-সুধায় এ দারিদ্র্য-ব্যাধির দারুণ সঙ্কটে অনিবার্য্য মৃত্যুর কবলে রক্ষা পেয়ে আস্‌ছি। ভদ্রে, তোমার জয় হক্! আশীর্ব্বাদ—জন্মান্তরে আমার মত দরিদ্র স্বামীর ভজনা ক'রে তোমায় যেন উপবাস-যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।

করুণা। কেন অভিশাপ দিচ্ছ বল দেখি? দারিদ্র্য দুঃখের জন্য স্বামিপদ সেবায় বঞ্চিত হব? উপবাস-যন্ত্রণার জন্য তোমার ন্যায় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ভগবানের পূজার অপ্রার্থিনী হব? ঐশ্বর্য্যের সুখই সুখ, পতিপ্রেম-সুখ কি সুখ নয়? পতির প্রতি পত্নীর যে ভালবাসা, সে কি ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে? না, তা কখনই নয়। প্রকৃত, পতিপ্রেম-সুখের আস্বাদন যে নারী জানে, সে কি সুন্দর সুশ্রী বসন ভূষণ চায়, না ঐশ্বর্য্য চায়? কখনই নয়। আশীর্ব্বাদ কর, এমনি দারিদ্র্য দুঃখের সঙ্গে তোমার সেবিকা হ'য়ে যেন ধরার বক্ষে একটু দাঁড়াবার স্থান পাই।

[সহসা পরীক্ষা ও বিঘ্ন আসিয়া একখানি মেঘবর্ণ আলেখ্য তপোদেব ও করুণার সম্মুখে ধরিয়া অন্তরালে অবস্থিতি করিল]

তপো। দেখ—দেখ, করুণা! সহসা একখানি অমোঘ বৃষ্টি-প্রপাতের ঘন মেঘ বায়ুকোণ আচ্ছাদিত ক'রে ফেল্‌লে। ঐ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত আকাশ ঘিরে ফেল্‌লে। ঐ—ঐ তাম্রবর্ণ দিবাকর! ধূমকেতু! প্রবল বাত্যা! বিদ্যুৎ চমক! মেঘ গর্জ্জন! গেল—সব গেল! ধর—ধর, আমার গ্রন্থগুলি উড়ে গেল। উঃ! ওকি! ওকি! বৃক্ষশাখা ভেঙে বুঝি মাথায় পড়্‌ল! রক্তবৃষ্টি! চণ্ড শিলাঘাত! উঃ, ব্রহ্ম-রন্ধ্র দীর্ণ হ'ল! ভগবন্! ভগবন্! [পতন]

করুণা। ভগবন্! ভগবন্! রক্ষা কর—রক্ষা কর। সুদেব! সুদেব! আসিস্ নে—আসিস্ নে। অনিবার্য্য দুর্ভাগ্য এবার আমাদের মৃত্যু-অভিনয় দেখ্‌বে। উঃ! প্রবল ঝড়ে গাছ পালাগুলো মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। মেঘের কি প্রলয় গর্জ্জন! দেবরাজ! দেবরাজ! নির্দ্দোষ—নিরাশ্রয়, রক্ষা কর—রক্ষা কর। [পতন]

[পরীক্ষা ও বিঘ্ন মেঘ-আলেখ্য অন্তরাল করিয়া একখানি সূর্য্যচক্র আলেখ্য ধারণ করিয়া অলক্ষ্যে অবস্থিতি করিল]

তপো। [উঠিয়া] উঃ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড একসঙ্গে উদিত হ'য়ে প্রখর প্রখর উত্তাপ বর্ষণ কর্‌ছে। পুড়ে গেল—পরিধেয় শতগ্রন্থি বস্ত্রখানিও পুড়ে গেল। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—দেব দীপ্ত ত্বিষাম্পতি! তিষ্ঠ—তিষ্ঠ!

করুণা। [উঠিয়া] তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, দেব দিবাকর! তিষ্ঠ—তিষ্ঠ! জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপোঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং। [প্রণাম]

[বিঘ্ন ও পরীক্ষার অন্তর্দ্ধান।

অকালমৃত্যুর প্রবেশ।

অকালমৃত্যু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! পিপাসা—পিপাসা—রক্ত-পিপাসা।

তপো। রুধিরলোলুপ ভীম-ভয়ঙ্কর,
কে রে তুই নিষ্ঠুর মূরতি?
স্থূল—দীর্ঘ—বিশাল দশন পংক্তি,
কেশ রুক্ষ—যেন কণ্টকিত শালতরু।
কূপগর্ভ অক্ষির ভ্রূকুটি,
রক্তস্রাবী আনন-বিবর,
ধূমে ধূমাকীর্ণ নাসার নিঃশ্বাস,
প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে হতেছে স্খলিত
যেন কোটী কোটী
আগ্নেয়গিরির অনল উদ্গম।
ব্যাদানিয়া করাল বদন
চণ্ড পিপাসায়
করিতেছে তুই হস্তে পান।
ও কি! ও কি!
সদ্যঃ ছিন্ন নরমুণ্ড—শিশুমুণ্ড?
অহো! নিষ্ঠুর—পাষাণ!
কোন্ অভাগিনী জননীর বুকভরা ধন,
আধ-বিকশিত নব কিশলয়
অকালে ছিঁড়িয়া
করিতেছ দশনে চর্ব্বণ?
কে তুমি? কে তুমি?

অকালমৃত্যু। আমি অকালমৃত্যু।

তপো। এখানে কেন?

অকালমৃত্যু। রক্ত—রক্ত—রক্ত!

তপো। রক্ত খাবে? এস এস সঙ্কটের সখা, প্রসারিত বক্ষঃ সম্মুখে তোমার। রক্ত পান কর—মুক্তি দাও—শান্তি দাও।

অকালমৃত্যু। ও রক্ত নয়।

তপো। তবে?

অকালমৃত্যু। শিশুরক্ত।

তপো। শিশুরক্ত?

অকালমৃত্যু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! নবীন নধর কান্তির রক্তপান কর্‌তে বড় ভালবাসি। রক্ত দাও—রক্ত দাও।

করুণা। সুদেব! সুদেব! বাবা আমার! পালিয়ে যা—পালিয়ে যা।

অকালমৃত্যু। পালাবে কোথায়? এই আমি যাচ্ছি। হাঃ! হাঃ! হাঃ।

[বেগে প্রস্থান।

তপো। একি দুর্ঘটনা, করুণা?

করুণা। কিছুই সত্য নয়, অনিত্য—অনিত্য। ইন্দ্রজাল! ব'স, চক্ষু মুদিত ক'রে সেই বিঘ্নবারণ পরম পিতার ধ্যান কর।

[উভয়ের চক্ষু মুদিত করিয়া ভগবৎ চিন্তা]

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব।

ব্রহ্মণ্য।—

গান।

ভয় কি তোমার ভকতমণি, আমি বিরাজিত অন্তরে।
তোমার মর্ম্ম-ক্ষুণ্ণ বেদন, ধ'রে আছি আমি বক্ষোপরে॥

ভয় কি তোমার করুণা সতী,
পতিগত প্রাণ পুণ্যবতী,
মাভৈঃ মাভৈঃ ঘুচাব দুর্গতি,
আমি আছি তোর হৃদয় মাঝারে ॥

তপো। [চক্ষু মুদিত করিয়া]
পদ্মপত্র বিলসৎ আঁখি কজ্জলে পূরিত,
চন্দনে চর্চ্চিত সুগণ্ড যুগল,
শ্বেতবেলামত উপবীত শোভা,
বক্ষে ভৃগু-পাদপদ্মরেখা,
আঁকা বাঁকা ঠাম,
তুমিই কি সেই মোর ধ্যানারাধ্য ধন?
মদনমোহন! নমামি চরণে।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। [প্রণাম]
[ব্রহ্মণ্যদেবের অন্তর্দ্ধান।

সুদেবের প্রবেশ।

সুদেব। [প্রবেশ পথ হইতে] মা! মা!

করুণা। সুদেব এসেছিস্? আয় বাবা, কাছে আয়। কাঁদ-কাঁদ মুখ কেন, রে চাঁদ? ওঃ, ভিক্ষা পাও নি, তাই দুঃখ?

সুদেব। মাগো! দুরদৃষ্ট আজ, প্রতি গৃহস্থের বাড়ী অনাদৃত হ'য়ে ফিরে এসেছি। কর্ম্মফল আজ আমায় বড় লাঞ্ছিত—অপমানিত—তিরস্কৃত করেছে। [রোদন]

করুণা। বাবা! মন্দ কর্ম্মফলে কেউ কখন সুখী হ'তে পারে না। আর তুমি যখন ভিখারীর পুত্র, তোমার আর মান-অভিমান কি আছে, চাঁদ!

সুদেব। পারি নাই মা, হৃদয়টাকে এখনও তত ধৈর্য্য-রজ্জুতে বাঁধ্‌তে পারি নাই, মা!

করুণা। তা না পারাই তোমার অকর্ম্মণ্যতা। মান-অভিমান সঙ্গে থাক্‌লে ভিক্ষায় বিত্তোপার্জ্জন হয় না। বুঝ্‌লাম—আজ সেইজন্য তুমি ভিক্ষা পাও নাই।

তপো। করুণা! সুদেব উপবাসী, তার উপায় কি?

করুণা। তার উপায় আছে, কাল সুদেব ভিক্ষা ক'রে এনে যে ফলটী আমায় দিয়েছিল, আমি না খেয়ে সঞ্চয় ক'রে রেখেছি।

তপো। না খেয়ে সঞ্চয় ক'রে রেখেছ? তুমি কশ্যপ-ভাণ্ডারের অন্নপূর্ণা।

করুণা। একটু ব'স, আমি জল নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

তপো। ভগবন্! ভগবন্!
তিনটি উপবাসী প্রাণ,
একটি মাত্র ফল সুসঞ্চয়।
নিত্য নিত্য উপবাস ব্রত,
অবশেষে নিরাশ্রয় তরুতলবাসী।
কি দুঃসহ দুঃখ-নির্যাতন,
হে মধুসূদন! ভুঞ্জিলাম ভবধাম মাঝে।
জীবনের অবশিষ্ট দিন
জানি না, হে দীনতারণ!
কি ভাবে অতীত হবে তপোদেব-ভালে?

উঃ! মাথাটা বড় ঘুর্‌ছে, সুদেব! আমি একটু শুই, বাবা!

[তপোদেব শয়ন করিলেন ও সুদেব, তপোদেবের পদদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল]

সুদেব। [স্বগত] ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে পিতা আমার ধূলাতেই শুলেন। হায়! কুপুত্র আমি, পিতার ক্ষুধা-নিবারণের কোন উপায় করতে পারলাম না। যে পিতা শক্তিহীন শরীরে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে এনে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আমি মন্দভাগ্য, সেই পিতাকে একদিনের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ ক'রে দিতে পারলাম না। ধিক্ আমার জীবনে!

অতিথিবেশে পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। তরুতলে কে তোমরা?

সুদেব। মহাশয়! আমরা ভিখারী।

পরীক্ষা। আমি অতিথি, তোমাদের এই তরুতল আশ্রমের অতিথি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর প্রাণ। তুমি উপবীতধারী। হে দ্বিজ-নন্দন! শীঘ্র অতিথি-সৎকার-পরায়ণ হও। ক্ষুধা-নিবারণের উপায় কর।

সুদেব। অতিথি! ক্ষুধা-নিবারণের যোগ্য আমাদের কিছুই সম্বল নাই।

পরীক্ষা। কিছুই নাই? একটি অতিথির ক্ষুৎপীড়া নিবারণের মত খাদ্য-সামগ্রী, তাও সঞ্চয় নাই?

সুদেব। প্রভু! একটি তণ্ডুলকণা পর্য্যন্ত সংগ্রহ নাই।

পরীক্ষা। আচ্ছা, এক অঞ্জলি জল দাও। বড় পিপাসা, দাও— দাও—শীঘ্র দাও।

সুদেব। মহাশয়! একবিন্দু জল কি একটি জলাধার, তাও আমাদের সম্বল নাই।

পরীক্ষা। মিথ্যাবাদী তুমি প্রবঞ্চক তুমি, প্রতারণা করছ। পিতৃ-সেবা দম্ভে অন্ধ হ'য়ে অতিথির অসম্মান করছ। জান, আমি কে?

সুদেব। জানি, আপনি অতিথিরূপী নারায়ণ। জানি, আপনি

গৃহীর শিরঃস্থাপ্য ধন। আপনি সংসারের মঙ্গল-নিদান। কিন্তু প্রভু গো! একবার অন্তচর্ক্ষে দৃষ্টি ক'রে দেখুন, দশাচক্রে আমরা অকূল বিপদে নিমজ্জিত।

পরীক্ষা। বিশ্ব-নাটক অভিনয় ক্ষেত্রে তোমার ন্যায় বিড়াল তপস্বীর কতরূপ সাধুতার ভাণ দেখেছি। তা দেখ্‌বার আমার সাধ বা বাসনা কিছুমাত্র নাই। তোমার প্রবৃত্তিচয় তোমার অন্তর-অন্তরালে অবস্থিতি করুক্, তা দেখ্‌বার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি অতিথি, কঠোর তপঃব্রতপরায়ণ অতিথি, তোমার কাছে একটু তৃষ্ণার জলের ভিখারী; দেবে কি না স্পষ্ট বল।

সুদেব। প্রভু! সত্যই বল্‌ছি—নিরুপায়! তা না হ'লে, দেব! সামান্য জলের জন্য আপনাকে বঞ্চনা কর্‌তে হয়? হায় রে তপোদেব-পুত্রের অদৃষ্ট!

পরীক্ষা। স্বার্থপর! আত্মসুখপ্রার্থী অধার্ম্মিক দ্বিজ-কুমার! কণ্ঠাগত-প্রায় অতিথি এক অঞ্জলি জলের জন্য তোর অনুকম্পা প্রার্থী, আর তুই মন্দমতি, পিতৃসেবায় উন্মত্ত? একটুখানি ব্যগ্রতা নাই? এই অসার দর্পের সমীচীন শাস্তি দিয়ে তবে আমি এ স্থান ত্যাগ করব। প্রস্তুত হ'।

সুদেব। স্থির হ'ন্। দেখুন, বহুকষ্টে পিতা আমার এই অল্প সময় মাত্র শান্তিময় নিদ্রার আশ্রয় করেছেন। বিনয় করি, মৃদুকণ্ঠে আলাপ করুন, পিতার নিদ্রাভঙ্গ হবে।

পরীক্ষা। দাম্ভিক! অল্পায়ু! নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে অতিথিকে উপেক্ষা? তোর পিতা নিদ্রিত, আর আমি পিপাসায় অর্দ্ধমৃত। জীবন অপেক্ষা নিদ্রা লাঘবের ভয়ে চিন্তা?

সুদেব। হে অতিথি! আপনি তেজঃপুঞ্জ-কলেবর। যদিও তৃষ্ণায় কাতর, তা' হ'লেও এখনও সপ্তাহ উপবাসে আপনার প্রাণনাশ অসম্ভব।

বিশেষতঃ আপনি যোগী, সংযমই আপনার যোগ-সাধনার সিদ্ধ অবলম্বন। ধৈর্য্য ধরুন, ধৈর্য্যই তৃষ্ণা-ব্যাধির পরমৌষধি। একটু অপেক্ষা করুন, পিতাকে আর একটু শান্তি লাভ কর্‌তে দিন্‌। তার পর সাধ্যমত আপনার পরিচর্য্যা ক'রে ধন্য হব।

পরীক্ষা। কেন, তোমার পিতার নিদ্রাভঙ্গের বাধা কি? ক্ষতি কি?

সুদেব। বিষম বাধা—বিষম ক্ষতি।

হে অতিথি!

শোন তবে ইতি বিবরণ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা র'বে না তোমার,

দয়া-নেত্রে বিগলিবে দর-অশ্রুধার।

পিতা মোর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,

নিরীহ-ধার্ম্মিক-সাত্ত্বিক হৃদয়,

একখানি অতি জীর্ণ পত্রের কুটির,

তাও হারা হ'য়ে তরুতলবাসী।

একে বৃদ্ধ—দুর্ব্বলতায় শরীর কম্পিত,

তাহে উপবাসী আজি তিন দিন।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মনস্তাপ,

হতাশার তুষের দাহন

শত যন্ত্রণায় অধীর অন্তরে

শুয়েছেন ধরা-বক্ষে হ'য়ে মৃতপ্রায়!

বল দেখি, হে অতিথি!

বল দেখি, মহাজন!

প্রয়োজন কত সতর্কতা?

পিতার নিদ্রাশান্তি-রক্ষক যে জন,

এ নিদ্রা-ভঙ্গের পরিণাম ফল
অনিবার্য্য মৃত্যু ব্রাহ্মণের।
কঠোর দায়িত্ব-শৃঙ্খলে
বাঁধা আমি পিতৃ-শুশ্রূষায় ;
কিছুক্ষণ করুন অপেক্ষা,
তপোদেব-নন্দন
অকৃপণ অতিথি সেবায়।

পরীক্ষা। উত্তম। [এক পার্শ্বে উপবেশন]
[স্বগত]
দেখিব রে দর্পী দ্বিজ-সুত !
দান ধর্ম্ম ব্রত কত আছে তোর !
গেছে তোর মাতা জল আহরণে,
কোথা পাবে জল ?
মরুময় বনস্থলী আমার চক্রান্তে।

সুদেব। পিতা ! পিতা !
সংজ্ঞা-শূন্য গভীর নিদ্রায়।
কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত এখন।
[ধীরে ধীরে পদদ্বয় মৃত্তিকায় রাখিয়া অতিথির নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক]
তপোধন ! তপোধন !
বল কি প্রার্থনা, দেব ?

পরীক্ষা। তৃষ্ণা—জল।

সুদেব। গেছে মাতা জল আহরণে।
দূর জলাশয় পথ,

প্রত্যাগমনের তাই বিলম্ব এতেক ;
দেখি আমি আগমন পথ।

[গমনোদ্যত]

পরীক্ষা। [বাধা দিয়া]
যথেষ্ট—যথেষ্ট—আর নয়,
যাই আমি জলাশয়ে
করি জলপান।

[গমনোদ্যত]

সুদেব। [বাধা দিয়া]
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, প্রভু !

পরীক্ষা। যথেষ্ট—যথেষ্ট, থাক্—থাক্।
এই দেখ্ দিই অভিশাপ,
রে দ্বিজ-নন্দন ! [ক্রোধে কম্পন]

সুদেব। রক্ষ' রক্ষ', তপোধন !
ধৈর্য্য যদি না ধরিতে পার,
অনুমতি কর তবে, দেব !
তৃষ্ণা নিবারণ হেতু
পানীয় ব্যবস্থা
অন্য কিছু করি আয়ে

পরীক্ষা। অন্য কি ?

সুদেব। আছে, প্রভু !
হ'তে পারে যাহে ক্ষুধা নিবারণ,
হেন স্নিগ্ধ পবিত্র পানীয়
সুসঞ্চিত আছে মোর ঠাঁই।

পাই যদি অনুমতি, দেব!
দিই তবে উদ্দেশে তোমার।

পরীক্ষা। উত্তম।

সুদেব। দাও তব হাতের ত্রিশূল।

[ত্রিশূল লইয়া]

অতিথি! অতিথি!
ঘৃণা যেন ক'রো না অন্তরে।
পবিত্রতায় যিনি মন্দাকিনী,
সেই জননীর স্তন্য পানীয় পীযূষ
করি পান করেছি সঞ্চয়
অমরত্ব-প্রদায়িনী পানীয় শোণিত।
কর পান, তৃপ্ত কর প্রাণ,
কর পরিত্রাণ, হে তপঃ নিদান!
সুনির্ব্বাণ কর ভব-যন্ত্রণার।

[বক্ষে ত্রিশূলাঘাত করিয়া রক্তধারা অঞ্জলিতে লইয়া]

অতিথি! অতিথি! ধর—ধর,
পান কর অমৃত পানীয়।
কর তৃষ্ণা নিবারণ,
কর হে বারণ,
পিতৃ-দুঃখ যত।
পিতা মোর অতি দীন হীন,
কর তাঁরে কৃপা বরিষণ।
আঃ—আঃ, নারায়ণ!

হে অতিথি নারায়ণ!
গ্রহশান্তি কর,
মাতৃদুঃখ দূর কর।
মাসাবধি মা আমার
চক্ষে অন্ন পায় নি দেখিতে,
করুণাময়! এস! দাঁড়াও সম্মুখে
আঃ! নারায়ণ!

[মৃত্যু]

পরীক্ষা। একি—একি দৃশ্য অপরূপ!
একি রে বিস্ময়াবহ ঘটনা অপূর্ব্ব!
একি ত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন!
এ কি রে অতিথি-সৎকার!
একি ভক্তি—একি রে ভজনা!
স্তম্ভিত—রোমাঞ্চ শরীর!
ভাই রে দ্বিজ-নন্দন!
ভাই রে দেবতা!
ধন্য তোর অতিথি-সৎকার।
শত ধন্য ত্যাগ-নিদর্শন!
পরীক্ষার পরীক্ষা হ'ল পরিশেষ।
জয় হ'ক্—জয় হ'ক্ তোর।
শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। নটরাজ পরীক্ষা-পুরুষ!
বিস্ময়ে স্তম্ভিত কেন?

পাষাণ অচল সজল কি হেতু?
কঠোরতা মুক্ত ক'রে দাও,
পরীক্ষা কর—পরীক্ষা কর।
বড় মধুর—বড় মধুর!
কুসুমের কোমলতা
হের ওহে পরীক্ষা-পুরুষ!
কত গভীরতা!

পরীক্ষা। সত্য—সত্য—সত্য, হে ধর্ম্মপুরুষ!
বড় মধুর—বড় মধুর!
দেবতার গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল,
সুদেবের মহান্ চরিত্রে।
পরীক্ষার এ পরীক্ষা হ'ল পরিশেষ।

ধর্ম্ম। না—না, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর।
পাষাণ দ্রবিত,—মেদিনী কম্পিত,
ভূধর স্তম্ভিত,
আকুলিত ভাবুকের প্রাণ!
বাজাও পরীক্ষা—
তব কঠোর বিষাণ
ধর্ম্ম সহ পুনঃ রণ করিতে ঘোষণা।

পরীক্ষা। [সক্রোধে]
ভাল—ভাল, তবে তাই হ'ক্।
হের তবে পুনঃ, হে ধর্ম্মপুরুষ!
পরীক্ষার ছল-চক্র কত ভয়ঙ্কর!

[প্রস্থান।

ধর্ম্ম। সুদেব! সুদেব!
মরতের সমুজ্জ্বল মণি!
চল, প্রিয়তম!
ধর্ম্মরাজ্যে ল'য়ে যাই তোমা।

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্য। [সুদেবের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া]

গান।

এস সুশীল সুমতি প্রাণ-পাখীটি
এস মম হৃদয়-পিঞ্জরে।
কর মুখরিত মানস-মন্দির
বেদ-গীতি-তান-ঝঙ্কারে ॥
পিতা মাতা সেবা করে যেই পুত্র,
সে আমার প্রিয়তম মিত্র,
সে আমার ভকত, আমি তাতে রত,
সতত মঙ্গল তরে ॥

[অন্তর্দ্ধান।

ধর্ম্ম। হে প্রসন্ন পবিত্র পুরুষ!
প্রাণ কেড়ে নিয়ে কোথা যাও?
দাঁড়াও—দাঁড়াও,
সঙ্গে যাব আমি।

[বেগে প্রস্থান।

করুণার প্রবেশ।

করুণা। [স্বগত] সাগর শুকিয়ে গেল—দুর্ভাগ্য ফিরে এল, জল পেলেম না। সুদেব! সুদেব! একি! দুইদিকে দুইজন ধরাবিলুণ্ঠিত।

একি! রক্তাক্ত দেহ! বক্ষে গভীর ক্ষত চিহ্ন! কিসের আঘাত! কে আঘাত কর্‌লে? এই যে ত্রিশূল। তবে কি কোন সন্ন্যাসী? সুদেব! সুদেব! প্রাণবায়ু নিঃশেষিত। শরীর অসাড়। যা, সব গেল, দারিদ্র্যের আগুনে সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল! সুদেব! সুদেব! কি করি?' কোথায় যাই? সুদেব! সুদেব! নাই—নাই। ওহো, জগদীশ্বর! আর যে কোন সম্বল নাই। উপবাসী বুকের সান্ত্বনার মুখখানি তাও কেড়ে নিলে? উঃ! বুকের ভিতর জ্ব'লে গেল! বাবা সুদেব! [মূর্চ্ছা]

গীতকণ্ঠে দেবগণের আবির্ভাব।

দেবগণ।—

গান।

জয় সুদেব ভূদেব, সুশীল সুবোধ
দ্বিজ-কুলদেব, ভকতবর জয়।
ধরণী ধন্য, পরশি পুণ্য
তোমারি জন্য বালক সহৃদয় ॥
আনন্দ-দুন্দুভি বজিছে স্বরগে,
পূরিছে সুরভি পূরিত সৌরভে,
পুষ্প বরিষণ, করিছে দেবগণ,
গায়িছে যশোগীতি বিনোদ বিজয় ॥

[প্রস্থান।

করুণা। [সহসা উন্মাদিনীর মত উঠিয়া] ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই, আর ধর্ম্মপথে চল্‌ব না। সুদেব! বাবা আমার! সাড়া নাই, শরীরটা কাঠের মত শক্ত হ'য়ে গেছে। সরিয়ে ফেলি—সরিয়ে ফেলি। ব্রাহ্মণ

নিদ্রিত, এ দৃশ্য বোধ হয় দেখে নাই, দেখ্‌লেই প্রাণত্যাগ কর্‌বে। সমীরণ! শুশ্রূষা কর, ব্রাহ্মণকে জাগ্‌তে দিয়ো না, যাই—যাই—নিয়ে যাই।

[সুদেবের মৃতদেহ লইয়া গমনোদ্যতা]

তপো। [উঠিয়া] উঃ! একি স্বপ্ন! শ্রীহরি! শ্রীহরি! করুণা! করুণা! কোথায় যাচ্ছ? বক্ষে কে? সুদেব? নিদ্রিত? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

করুণা। যাই নাই, ব'স এখনই আস্‌ছি।

তপো। করুণা! করুণা! শোন শোন। ব্যস্তভাবে যাচ্ছ কোথায়? তুমি অমন কর্‌ছ কেন? বল—বল, কোথায় যাচ্ছ?

করুণা। কোথায় যাব? যাবার স্থান কি আর আছে? বড় রৌদ্রের তাপ, তাই ঠাণ্ডা বাতাসে নিয়ে যাচ্ছি। ব'স—ব'স, এখনই আস্‌ছি।

তপো। দাঁড়াও, বলি শোন। কোথায় রৌদ্রের তাপ? খুব ঠাণ্ডা, জোর বাতাস চল্‌ছে। ওকি করুণা, তোমার অমন বিকৃতি ভাব কেন? দেখ, আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখ্‌লাম, ঘুমের ঘোরে যা দেখেছি, জেগেও তাই দেখ্‌ছি! ঠিক কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সুদেব কেন এমন সময়ে নিদ্রিত হ'ল? মন বড় চঞ্চল হয়েছে, কাছে নিয়ে এস।

করুণা। একটু অপেক্ষা কর, এখনই আস্‌ছি।

তপো। দাঁড়াও, বলি শোন। সুদেব নিদ্রিত না কি সত্য বল? স্বপ্নে যেন সুদেবের জীবনে ভীষণ অমঙ্গল দেখ্‌লাম, আবার সেই অমঙ্গলের মধ্যে যেন কি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ উৎসব দেখ্‌লাম। ঠিক কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। নিয়ে এস—নিয়ে এস—একবার কাছে নিয়ে এস।

করুণা। ঘুমুচ্ছে—ঘুমুচ্ছে—ঘুম ভেঙে যাবে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা

ভুলে ভিক্ষাশ্রমে সুশীতল হ'য়ে আমার বুকে অচৈতন্যে ঘুমুচ্ছে ; জাগিয়ো না—জাগিয়ো না। এ যন্ত্রণার শান্তি, নিদ্রা ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন নাই।

তপো। য়্যাঁ! ওকি—ওকি! রক্ত! রক্ত কেন? নবীন কিশলয় গৌর-অঙ্গে রক্তধারা প্লাবিত কেন? কে হত্যা করলে? দেখি দেখি!

করুণা। দেখ্‌বে আর কি? দেখে কি কর্‌তে পার? প্রতীকারের ক্ষমতা আছে? তবে কেন? মানবত্বের পরিণামই এই। এর আর দেখ্‌বে কি? ব্যাকুল হ'য়ো না—ঠিক থাক—ছুঁয়ো না—মায়ার পুতুল ছুঁয়ো না, স'রে যাও। আর কি, এবার নিশ্চিন্ত। কি কর্‌বে তোমার দরিদ্রতা? রাজা নাই—রাজস্ব নাই—ঘর নাই—বিষয় নাই—সংসার নাই—পুত্র নাই, শান্তি! শান্তি! শান্তি! হাঃ! হাঃ! হাঃ! আগুন জ্বাল—আগুন জ্বাল, মায়ার পুতুল পুড়িয়ে ফেলি এস।

তপো। য়্যাঁ! আগুন জ্বাল্‌ব? কা'কে পোড়াব? সুদেবকে? তবে কি সুদেব আমার জীবিত নাই? ওরে নির্দ্দয় নিয়তি! ভিখারী বামুনকে নির্ব্বংশ কর্‌লি? করুণা, দাও—দাও—একবার বুকে দাও।

করুণা। তবু বুকে কর্‌বে? কাঠের পুতুলটা তবু বুকে কর্‌বে? আচ্ছা ধর। [সুদেবকে ক্রোড়ে দিলেন] কেঁদো না—আশীর্ব্বাদ কর।

তপো। [সুদেবকে বক্ষে লইয়া] ওহো, জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! [পতন]

করুণা। যাচ্ছ—যাচ্ছ—আগে যাচ্ছ? পিতা-পুত্রে এক সঙ্গে আ...ম করতে চলেছ? আমাকে সঙ্গে নেবে না? এত সেবা—এত পরিচর্য্যা—আশৈশব দাসীত্বের বুঝি এই পুরস্কার? তোমার পুত্র, আমার কি পুত্র নয়? তোমার পুত্রশোক, আমার কি নয়? দেখ্‌বে—দেখ্‌বে?

ভাঙা বুকখানা গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দেখাব, দেখ্‌বে? এ যন্ত্রণার ধৈর্য্য কেবল তোমার জন্য। যার জন্য পুত্রশোক বুকে লুকিয়ে রেখেছি, সেই তুমি, আমাকে একা ফেলে চ'লে যাচ্ছ? নিষ্ঠুরণ, নিষ্ঠুর! স্বার্থপর! যাও—যাও, আমিও যাচ্ছি। এই যে আমার যাবার উপায়। [ত্রিশূলের দ্বারা বক্ষ বিদ্ধ করিতে উদ্যতা হইলেন]

সহসা জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

জ্ঞানানন্দ।— [ত্রিশূল কাড়িয়া লইয়া]

গান।

ধৈর্য্য ধর মা, ধৈর্য্য ধর।
ফিরে পাবে তুমি পতি পুত্র,
বৃথা শোক মাতা, পরিহর॥
তুই যে মা করুণা করুণারূপিণী,
মানবীরূপেতে জগতজননী,
সতীকুল-মৌলিনী, অমৃত-ভাষিণী,
আত্মহত্যা পাপ বল মা, কেন কর॥
ওঠ ওঠ পিতা শোক পরিহরি,
ধরাসনে কেন ধূলাতে গড়াগড়ি,
এ পুত্র তোমার, হইবে উদ্ধার
ঊর্দ্ধগত সপ্ত পুরুষ নিকর॥

[প্রস্থান ;

তপো। [সহসা উন্মত্তবৎ উঠিয়া] ভগবন্! ভগবন্! এই কি তোমার উচিত বিধান? মহাকাল! এই কি তোমার সূক্ষ্ম বিচার? ধর্ম্ম! তুমি অন্ধ। উঃ! আশ্রয়বিহীন তরুতলবাসী দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের প্রতি দেবগণের এতদূর অন্যায় অবিচার? এ অন্যায় অবিচারের ফলে এ বিশ্বসংসার এখনও প্রলয়ের গর্ভশায়ী হচ্ছে না কেন? সৃষ্টি গুঁড়ো

গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে না কেন? ভগবন্! ভগবন্! চক্ষু উন্মীলন কর। সংহার মূর্ত্তি ধর—সৃষ্টি রসাতলগত কর। হা পুত্র! কেন এমন দরিদ্র পিতার পুত্র হ'য়ে ধরায় জন্মগ্রহণ করেছিলি, বাবা? কেন মমতার সম্বোধনে আমাকে সংসার-বন্ধনে বেঁধেছিলি? উঃ! অতি ভীষণ—অতি ভয়ানক! আর দেখ্‌তে পারি না। কে আছ? কে আছ? অসময়ের বন্ধু কে আছ? চিতা-কাষ্ঠ এনে দাও। এই তরুতল-শশ্মান-চিতায় তপোদেব-বংশের শেষ কীর্ত্তি ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ক্। এনে দাও—চিতা-কাষ্ঠ এনে দাও। কৈ, কেউ এলে না? এ দুঃসময়ের প্রতি কেউ দৃষ্টি কর্‌লে না? প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন নাই, আমি নিজেই যাচ্ছি। [সুদেবের মৃতদেহ লইয়া গমনোদ্যত]

করুণা। [বাধা দিয়া] প্রভু! প্রভু!

তপো। স'রে যাও—স'রে যাও, আর আমায় শিকলে বেঁধে টেনে ধ'রো না; স'রে যাও—স'রে যাও। স্পর্শ ক'রো না। আর ভালবাসা কারও সঙ্গে রাখ্‌ব না। পুড়িয়ে দোব—পুড়িয়ে দোব; সংসার শ্মশান কর্‌ব। বেশ থাক্‌ব—বেশ থাক্‌ব, বিষ—বিষ—বিষ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[বেগে প্রস্থান।

করুণা। সুদেব! সুদেব! বাবা আমার! চল্—চল্, এক সঙ্গে পুড়্‌ব—এক সঙ্গে পুড়্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

পরীক্ষা ও বিঘ্নের প্রবেশ।

বিঘ্ন। বারে বারে ঘুঘু খেয়ে যাও ধান, এবার ছ্যা ড্যাং ড্যাং। আর কি, যুদ্ধ জয় ক'রে ফেলেছি। ভগবান্ নেই—ধর্ম্ম নেই, আমরা স্বয়ং সোহং। চালাও গাঁজা, চরস চণ্ডু, গুলি মদ, আফিং ভাং, পেঁয়াজ

গুগ্‌লী দেদার চালাও। মার ডিগবাজী, হিত্তো মারি' রে। মার ঘুসী, মাটী ভেদ ক'রে চ'লে যাক ; হিত্তো মারি রে! চ'লে এস—চ'লে পড় পাঞ্জা, দেখি কব্‌জীর জোর। বুকে কীল মার, কড়াং কড়াং শব্দ হ'ক্‌। ব্যস্‌! ব্যস্‌! আমরা দুই মূর্ত্তি দুই তামাকার। গাড়ীর চাকা বুকের ওপর দিয়ে চ'লে যাক্—বরাট্‌ হ'য়ে থাক্‌ব ; অদ্ভুত বিদ্বান্—কিম্ভুত মেধাবী—অজ্ঞাত ক্ষমতা—অন্যায় সাহস। দুই মূর্ত্তি দুই নরব্যাঘ্র অবতার, ফাটাও মেদিনী। [সবলে মৃত্তিকায় পদাঘাত]

পরীক্ষা। রাজা যজ্ঞ-অশ্ব অনুসন্ধানের জন্য রাজধানী ত্যাগ ক'রে সসৈন্যে নর্ম্মদা তীরে পটবাস স্থাপিত করেছেন। সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে অশ্ব অনুসন্ধান করছে। ঐ বুঝি একজন রাজদূত। অন্তরালে অবস্থিতি কর।

বিঘ্ন। হাঁ, অন্তরালে অবস্থিতি কর, অদ্ভুত সাহস! অন্তরালে অবস্থিতি কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। বশিষ্ঠের কি বিট্‌কেল ফরমাস্! উঁচু লেজ—নীচু কান, এরূপ অশ্ব কোথায় পাওয়া যাবে? ব'লে দিলেই হ'ল! পরিশ্রম ত কর্‌তে হয় না ; ব'সে ব'সে হত্তুকীর ঘাড় ভাঙ্‌ছেন ; মর্‌ শালারা দেশ শুদ্ধ খুঁজে। এই পর্ব্বতটার চার্‌ধার একবার খুঁজে যাই। না পাই, সাফ্‌ জবাব দিয়ে দেশে গিয়ে গোধন চারণ ক'রে খাব। [পদচারণ]

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। কে তুমি?

দুর্ম্মুখ। আজ্ঞে আমি রাজদূত।

বশিষ্ঠ। ওঃ! তোমায় আমি চিনি। রাজা কোথায়?

দুর্ম্মুখ। তিনি সসৈন্যে নর্ম্মদা তীরে। যা হ'ক্ প্রভু, দেখা হ'ল, না বাঁচ্‌লাম। দোহাই প্রভু, একটু উপকার করুন, আমাদের প্রাণটা বাঁচান্ : নৈলে এখুনি আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।

বশিষ্ঠ। কি বল?

দুর্ম্মুখ। ঘোড়ার লেজ্‌টা নীচু ক'রে দিন্ আর কান দুটো উঁচু ক'রে দিন্। দোহাই আপনাকে।

বশিষ্ঠ। অশ্ব পাওয়া গিয়েছে।

দুর্ম্মুখ। পাওয়া গেছে? বলেন কি, প্রভু? ঠিক দেখে এসেছেন? বন্য কুক্কুর নয় ত?

বশিষ্ঠ। শৈবলপতি শূদ্র শম্বুক, রামচন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য সেই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত যজ্ঞাশ্ব দানে প্রস্তুত হয়েছেন, আমার সঙ্গে এস।

দুর্ম্মুখ। আঃ! বাঁচা গেল। চলুন, প্রভু!

বশিষ্ঠ। রামচন্দ্রকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বল্‌বে, তিনি যেন অশ্ব ল'য়ে সত্বর রাজধানী প্রত্যাগমন করেন। যজ্ঞের যাবতীয় দ্রব্য আয়োজনে তৎপর হ'ন্। এ যজ্ঞে আমি হোতা, বাল্মীকি তন্ত্রধার।

দুর্ম্মুখ। যে আজ্ঞে, প্রভু!

বশিষ্ঠ। আরও ব'লো, সেই অশ্বের ভালদেশে জ্বলন্ত অক্ষরে যেন লিপিবদ্ধ থাকে, "সতীপুত্র বীরপুত্র হবে যেই। এ অশ্ব ধরিবে সেই॥"

দুর্ম্মুখ। যে আজ্ঞে, প্রভু!

বশিষ্ঠ। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পরীক্ষা ও বিঘ্নের পুনঃ প্রবেশ।

পরীক্ষা। শৈবলপতি যজ্ঞাশ্ব দানে স্বীকৃত হয়েছে।

বিঘ্ন। ভয়ানক আস্পর্দ্ধা! ভয়ানক আস্পর্দ্ধা! দেবতা! লাগাও যুদ্ধ, রক্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌ল।

পরীক্ষা। শৈবলপতি! তুমি যে রাজ-যজ্ঞের সহায়তা জন্য যজ্ঞাশ্ব দানে স্বীকৃত হয়েছ, সেই রাজ-হস্তেই তোমার নিধন-পন্থা আবিষ্কার কর্‌ব। রাজা, বশিষ্ঠের আদেশ তোমার বিবেকে অলঙ্ঘ্য। আমি আজ বশিষ্ঠ-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তোমার উপকারী বন্ধু শূদ্র তাপসের মুণ্ড তোমার হস্তেই দেহচ্যুত করাব। প্রস্তুত হও রাজা, তাপস-প্রাণ হত্যার জন্য এবার প্রস্তুত হও।

বিঘ্ন। তার মধ্যে একটা কথা, বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধর্‌বে ত, দেবতা! শেষে ধরা পড়্‌বে না ত?

পরীক্ষা। কার সাধ্য আমার চক্রান্তের ব্যূহ ভেদ কর্‌তে পারে? আমার ছলনায় স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি গণ্ডকী নদীতে শিলারূপ ধারণ করেছেন, কীটকর্ত্তৃক তাঁর দেহ কর্ত্তিত হচ্ছে।

[বেগে প্রস্থান।

বিঘ্ন। কীট কর্ত্তৃক যেমন বৈকুণ্ঠপতির দেহ কর্ত্তিত হচ্ছে, আমিও তোমার হাড়ের ভিতর উই পোকা হ'য়ে ঢুকে হাড় ঝাঁজ্‌রা ক'রে ছাড়্‌ব। তোমার অন্তর-ভিটেয় ঘুঘু চরাব, তবে সেই অকর্ম্মণ্য বলার প্রতিশোধ হবে।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—নর্ম্মদাতীর। সময়—অপরাহ্ণ।

রাম, লক্ষ্মণ ও সুসজ্জিত সৈন্যগণ।

রাম। এই সেই নর্ম্মদার তীর,
অক্ষয় স্মৃতির পুণ্যতীর্থ মঠ।
দূরে শোভে অভ্রস্পর্শী গিরিতুঙ্গ শির।
উত্থান পতনশীল ধরণীর বক্ষে
সুখ দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞানে
দাঁড়াইয়া সমুন্নত শিরে।
ধন্য ধন্য তুমি, গিরিবর!
দুর্ব্বলের শিক্ষা নিদর্শন।
সানুর উপরিভাগে
ওই দেখা যায়
শৈবল রাজার প্রস্তরনির্ম্মিত পুরী।
উত্তর প্রশস্ত পথে গোদাবরী,
পদতলে পঞ্চবটী,
দক্ষিণে দণ্ডক বন।
সৈন্যগণ! তন্ন তন্ন কর অন্বেষণ,
গুরু-আজ্ঞা, চাই অশ্ব—যে কোন উপায়ে।

এই লও অশ্ব-প্রতিকৃতি রঞ্জিত আলেখ্য।
[সৈন্যগণের হস্তে আলেখ্য দিয়া]
খোঁজ—খোঁজ—দেখ—দেখ,
চাই এইমত অশ্ব।
যুদ্ধ—সন্ধি—অর্থ—যাহা প্রয়োজন,
অশ্ব বিনিময়ে তাহাই স্বীকার্য্য।

সৈন্যগণ।—

গান।

চল চল সবে আহবের সাজে
দূর—সুদূর প্রদেশে ধাই।
তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্ব, যজ্ঞ অশ্ব
মিলান চাই॥

[প্রস্থান।

ভরতের প্রবেশ।

ভরত। আর্য্য! আর্য্য!
তন্ন তন্ন খুঁজিলাম সীমান্ত প্রদেশ,
অশ্বের কোথাও হ'ল না সন্ধান।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। আর্য্য!
অকৃতকার্য্য আমি আসিনু ফিরিয়া,
অশ্বের কোথাও হ'ল না সন্ধান।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। প্রভু! অবধান পদে।
রাম। কি সংবাদ, দূত?

দুর্ম্মুখ। অশ্ব পাওয়া গেছে।

রাম। অশ্ব পাওয়া গেছে ?

দুর্ম্মুখ। আজ্ঞে হাঁ।
গুরু বশিষ্ঠের প্রার্থনায়,
শৈবলের পতি
প্রভু সহ মিত্রতা করিতে
দিয়েছেন যজ্ঞ-যোগ্য রম্য তুরঙ্গম।

রাম। গুরু! প্রণাম চরণে।
শৈবলপতি! মিত্র তুমি।
কোথা অশ্ব, দূত ?

দুর্ম্মুখ। অদূরে—ওই তালবৃক্ষ মূলে
বাঁধিয়াছি বেতসী লতায়।

রাম। [লক্ষ্মণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া]
চল—চল, প্রাণাধিক !
হেরি চল যজ্ঞের তুরঙ্গ।

দুর্ম্মুখ। প্রভু! গুরুর আদেশ—
যজ্ঞ-দ্রব্য আয়োজন শীঘ্র প্রয়োজন।
এ যজ্ঞের হোতা তিনি,
তন্ত্রধার বাল্মীকি তাপস।

রাম। পরম সৌভাগ্য এ রামের।

দুর্ম্মুখ। আরো আদেশ তাঁহার—
অশ্ব-ভালে লিখে দিতে সুস্পষ্ট অক্ষরে
"সতীপুত্র বীরপুত্র হবে যেই,
এ অশ্ব ধরিবে সেই।"

রাম। [স্বগত]
“সতীপুত্র হবে যেই,
এ অশ্ব ধরিবে সেই।”
নির্ব্বাপিত স্মৃতি উঠিল জাগিয়া।
কয়টি অক্ষর
সরল সংক্ষিপ্ত বটে,
কিন্তু কি মহত্ত্ব বিকাশ!
কত স্নেহ, কত ব্যথা, কত উদারতা,
অসীম সংযম, ধীর সহিষ্ণুতা
বিন্যস্ত করেছে গুরু অক্ষরে অক্ষরে—
“সতীপুত্র হবে যেই,
এ অশ্ব ধরিবে সেই।”
অক্ষরের প্রতি ব্যবধানে
সন্নিবেশ সীতা।
সীতা! সীতা! একি!
ধৈর্য্য! স্মর গুরুপদ।
[লক্ষ্মণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া]
আনন্দ-প্রতিম! জীবন-দোসর!
কেন ভাই, নিরানন্দ এত?
কেন রে বিমর্ষ এমন?
কেন মন শোক-আন্দোলন?
প্রাণাধিক! মলিন বদন তোর
মোর পক্ষে মৃত্যুর যাতনা।
যদি কিছু শান্তি সুখ থাকে এ ধরায়,

যদি কিছু প্রিয়ভোগ্য থাকে এ রামের,
মাত্র তব মুখে "দাদা" সম্বোধন।
হাস ভাই, ফুল্লতার হাসি,
দাদা ব'লে কর সম্বোধন,
ভুলে যাই জগতের সব দুঃখজ্বালা।

লক্ষ্মণ। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া]
দাদা! দাদা!
কত বর্ষ গত হ'ল,
তবু ত গেল না জননী জানকী-স্মৃতি—
উঃ! [হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন]

রাম। যাক্, ভুলে যাও—
যজ্ঞকার্য্যে হও অগ্রসর।
গুরু হোতা, তন্ত্রধার বাল্মীকি তাপস—
পরম সৌভাগ্য আজি আমাদের।

[নেপথ্যে—তপোদেব।]

তপো। বিপদের বন্ধু কে আছ? চিতাকাষ্ঠ এনে দাও, চিতাকাষ্ঠ এনে দাও।

রাম। ওকি! ওকি!
কার এ শোকার্ত্ত রোদন?

ভরত। আর্য্য!
এই পথে—এই পথে।

রাম। দেখ—দেখ, কার কি হয়েছে বিপদ!

[বেগে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—নর্ম্মদাতীরস্থ শ্মশান-ভূমি। সময়—অপরাহ্ণ।

বশিষ্ঠ-মূর্ত্তিতে পরীক্ষা ও বিঘ্ন।

পরীক্ষা। দাও—দাও, চুল্লীতে কাষ্ঠ দাও, শীঘ্র শীঘ্র জ্বেলে দাও; ঐ তপোদেব আস্‌ছে। খুব তাড়াতাড়ি—খুব তাড়াতাড়ি।

বিঘ্ন। [চুল্লীতে কাষ্ঠ দিয়া অগ্নি-সংযোগ করিল] ক্‌প্‌! হয়েছে, দেবতা!

পরীক্ষা। দেখ দেখি, ঠিক বশিষ্ঠের মত আকৃতি হয়েছে কি না?

বিঘ্ন। অবিকল—অবিকল—নিখুঁত, কার সাধ্য চিন্‌তে পারে? তবে দেবতা, তোমার আওয়াজটা বদ্‌লায় নাই।

নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। তার উপায় আমি, আমি তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হব। তোমার জিহ্বা-যন্ত্রে অবিকল বশিষ্ঠের মত বাক্য উচ্চারিত হবে। আমার বরে কেউ তোমাকে চিন্‌তে পার্‌বে না। যাও—যাও, আমি তাপস-হত্যার জন্য রামকে উত্তেজিত করি গে।

পরীক্ষা। কে তুমি?

নিয়তি। আমি নিয়তি, তোমাদের উদ্দেশ্য সব জানি; তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। যাও—যাও, বিলম্ব ক'রো না। [স্বগত] শূদ্র তাপস! বৈকুণ্ঠে চল; ভগবান্ রাম হস্তে বিনষ্ট হও। তোমার উদ্দেশ্যও তাই।

[বেগে প্রস্থান।

পরীক্ষা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! নিয়তি সহায়, আর কি ভয়!

বিঘ্ন। আর কি ভয়? মার ডিগ্‌বাজী, হিত্তো মারি রে!

পরীক্ষা। ঐ তপোদেব। চল—চল, অন্তরালে চল।

বিঘ্ন। চল—চল—অন্তরালে চল। অদ্ভুত ক্ষমতা—কিম্ভুত সাহস—কাঁপাও মেদিনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

মৃত সুদেবকে স্কন্ধে লইয়া তপোদেবের প্রবেশ।

তপো। এই ত শ্মশান,
মানবের চিরশান্তি স্থান।
একবার ঘুমালে হেথায়,
আর জাগে না'ক জীব।
স্মৃতি স্বপ্ন, স্নেহ মোহ, ভালবাসা,
আমার আমার আমত্ব উচ্ছ্বাস,
সব কেড়ে লয় শশ্মান-বিভূতি!
রাজা প্রজা, দীন দুঃখী
সব সমভাব, তর্ক যুক্তি কিছু নাই হেথা।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ চিতা!
জ্বল—জ্বল—জ্বল!
আগুনে মুছায়ে দাও মোহ-আবিলতা।
তরুণ স্নেহের স্মৃতি-চিত্রখানি
দগ্ধ ক'রে ফেল;
দরিদ্রতা ভস্ম ক'রে দাও।
যাও পুত্র, ঘুমাও আরামে।
[চুল্লীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত]

দ্রুতপদে করুণার প্রবেশ।

করুণা। [বাধা দিয়া] ওগো ওগো! তোমার কি কঠোর প্রাণটা এতদিন কোমলতায় ঢাকা ছিল গো? দিয়ো না—দিয়ো না—আগুনে দিয়ো না। বাবা আমার! বুকের মাণিক! তুই পুড়্‌বি কি রে? আমি পুড়্‌ব—আমি পুড়্‌ব, দাও—দাও—আমার বুকে দাও।

তপো। আবার এসেছ? আবার মোহের দড়ি কোমরে বেঁধে আমার মায়ার গারদখানায় মজুর খাটাবে মনে করেছ? হাড়-ভাঙা খাটার পরিণাম ত এই? তপোদেব আর সে পথে যাচ্ছে না। বড় কষ্ট—বড় দাগা পেয়েছ। স'রে যাও—স'রে যাও।

করুণা। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আগুনে ফেলে দিয়ো না, সুদেব আমার মরে নাই। কে যেন আমার কানে কানে ব'লে গেল, সুদেব আমাদের ঘুমুচ্ছে।

তপো। ঘুমুচ্ছে—ঘুমুচ্ছে, এ বড় আরামের ঘুম, রে করুণা! ঘুমুতে ঘুমুতে কোথাকার মানুষ কোথা চ'লে যায়, আর সংসারের দিকে ফিরেও চায় না। একটি মশা-মাছির কামড়ে যে ঘুম ভেঙে যায়, এ সে ঘুম নয় রে, পাগ্‌লি! এ ঘুমের ঘোরে প'চে প'চে দেহটা খ'সে পড়্‌লেও—আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হ'লেও আর সংজ্ঞা তার সাড়াটি দেয় না। সুদেব তোর পর হ'য়ে গেছে রে পাগ্‌লি, সুদেব তোর পর—শত্রু—স্বার্থ-পর হ'য়ে কোন্ দিগ্‌দিগন্ত শূন্য মহাসাগরের পরপারে চ'লে গেছে! আর ফির্‌বে না—আর ভিক্ষা ক'রে এনে তোকে খাওয়াবে না। তুই মাথা খুঁড়ে ম'রে গেলেও আর একটিবারও তোকে মা ব'লে ডাক্‌বে না। স'রে যা—স'রে যা, পুড়িয়ে ফেলি। শ্মশান! আমি বড় গরীব, আমায় ঘৃণা ক'রো না। এ ভবরঙ্গস্থলে এসে আমি বড় কষ্ট পেয়েছি; আমার

কষ্টভার মোচন কর। ভগবন্! ভগবন্! ঐ—ঐ সেই মূর্ত্তি! আবার সেই মূর্ত্তি দেখা দিচ্ছে। করুণা! করুণা! [মূর্চ্ছা]

করুণা! ভগবন্! ভগবন্! কি কর্‌লে? স্বামিন্! স্বামিন্! বাবা সুদেব! [মূর্চ্ছা]

দ্রুতপদে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন
ও দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

রাম। [প্রবেশ পথ হইতে] দেখ দেখ, অনুসন্ধান কর—অনুসন্ধান কর; এই পথে—এই পথে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এই সেই নর্ম্মদা-তীরস্থ শ্মশান-ভূমি।

ভরত। [নিকটে গিয়া] তিনটি শবদেহ শায়িত।

রাম। শবের রক্ষক কোথায়? দেখ—পরীক্ষা কর, জীবিত কি মৃত?

[ভরত তপোদেবকে, লক্ষ্মণ সুদেবকে ও শত্রুঘ্ন করুণাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন]

ভরত। উপবীতধারী, ব্রাহ্মণ। মৃত নয় জীবিত।

শত্রুঘ্ন। রমণীমূর্ত্তিও জীবিতা, আর্য্য!

লক্ষ্মণ। হায়, আর্য্য! এই সুকুমার দ্বিজকুমারের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত। বক্ষঃ ক্ষত—রক্তাক্ত। বোধ হয়, কোন দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হয়েছে। বোধ হয়, এই রমণী ও পুরুষ মূর্ত্তি এই সৌম্যকান্ত বধূ বালকের জনক-জননী। পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হয়েছে।

রাম। সৈনিক! মুখে জল দাও।

দুর্ম্মুখ। [মুখে জলধারা নিক্ষেপ করিলেন ও বলিয়া উঠিলেন] প্রভু! প্রভু! এই সেই ক্রৌঞ্চমিথুননিবাসী দ্বিজসত্তম তপোদেব মূর্ত্তি।

রাম। [সকরুণ স্বরে গলদেশ জড়াইয়া] বাবা! বাবা!

তপো। কে রে? কে আমায় বাবা ব'লে ডাক্‌লি? দগ্ধ মরুভূগর্ভে সঞ্জীবনী সুধা কে বর্ষণ কর্‌লি রে? সুদেব? সুদেব? একি! রাজা? রাজা এসেছ? তোমার প্রজা-পুত্রের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সাহায্য করতে এসেছ? এস—এস, দয়ারসাগর! ধরণীভূষণ! দেখ—আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার তরুতলাশ্রমের একটু আনন্দ-আলোক, তাও নিবে গেছে। এই সুশীল সুবোধমতি বালকটির অকাল-মৃত্যু হয়েছে—বিচার কর রাজা, বিচার কর।

রাম। বিচার কর্‌ব, আপনি সুস্থ হ'ন্।

তপো। রাজা! আমি ত কোন পাপ করি নাই, তবে আমার ছেলে অকালে কেন মর্‌ল, রাজা? কার পাপ? রাজা! এ কার পাপ?

রাম। আমার—আমার। যত পাপ আমার। আপনি নিষ্পাপ—আপনি নিষ্কলঙ্ক—আপনি নির্দ্দোষ।

তপো। তোমার পাপ? না—না, তুমি যে পাপের পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, তুমি যে জগৎপিতা। পিতা কি পুত্রের অকল্যাণে পাপ করে? আমার পাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ঐ—ঐ জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দোব। [চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে রাম বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলেন।]

লক্ষ্মণ। [করুণার প্রতি] মা! মা!

করুণা। [উঠিয়া] ঘ্যাঁ! কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লে? সুদেব! সুদেব! ঘুম ভেঙেছে, বাবা? কৈ—কৈ, কোথায়? আয়—আয়—কোলে আয়।

লক্ষ্মণ। দেবি! জননি! মা!

করুণা। মরি মরি! কি মর্ম্মব্যাধি নিবারণ সুধামুখের মধুর মাতৃ-সম্বোধন রে! সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল! একবার মাতৃ-সম্বোধনে সর্ব্ব-সন্তাপানল সুশীতল হ'য়ে গেল। আবার বল—আবার বল, ঘোর নৈরাশ্য মরু-জীবনে অমিয় সিঞ্চনের মত আবার মা ব'লে ডাক'। গোপাল আমার! কে তুমি, বাবা? ওরে, আমায় মা ব'লে ডাক্‌বার আর কেউ নাই!

লক্ষ্মণ। মা! মা! মা!

করুণা। কে বলে আমার সুদেব মরেছে? ঐ যে আমার হারানিধি সুদেব সর্ব্বস্ব ধন! এই যে আমার নয়নের দীপ্তি—মর্ম্মের তন্ত্রী—শিরার সঞ্জীবনী—সুশীল-সুবোধ-নয়নানন্দ সুদেব সর্ব্বস্ব ধন! দেবজ্যোতিঃ-সম্পন্ন সুকুমার একটি নয়—ছুটি নয়—সহস্র সহস্র—অসংখ্য অসংখ্য সুদেব-মূর্ত্তি চতুর্দ্দিক্ হ'তে আমাকে মাতৃসম্বোধন কর্‌ছে। রক্তোৎপল বিলসৎ মুদিত নয়নে বালচন্দ্রচূড়ের মত মধ্যস্থলে গভীর ধ্যানে নিমগন, কে তুমি? সুদেব! সুদেব! বাবা! বাবা! আমায় ধর।

[মূর্চ্ছিতা]

রাম।　　গুরো। গুরো! দয়াময়!
এস একবার।
ব'লে যাও, কল্যাণ-নিদান;
কেন হ'ল অকাল-মরণ
দ্বিজ কুমারের?
কোন্ মহাপাপে পাপী রাম,
তাই রাজ্যে মোর হেন অকল্যাণ?
কোন্ প্রায়শ্চিত্ত-বিধি করিলে গ্রহণ,
বাঁচিবে এ দ্বিজ-নন্দন?
ব'লে যাও—ব'লে যাও, গুরো!

বশিষ্ঠবেশে পরীক্ষা ও সন্ন্যাসিবেশে
বিঘ্নাদি অনুচরগণের প্রবেশ।

অনুচরগণ।—

গান।

উদিয়া অকালে অধর্ম্ম রাহু
গ্রাসিল—নাশিল পুণ্য-পারাবার।
নিবিল ধর্ম্মের অমল জ্যোতিঃ
উঠিল বিশ্বে দারুণ হাহাকার॥

[পরীক্ষাকে রাম প্রভৃতি সকলে প্রণতঃ হইলেন]

পরীক্ষা। শোন রাম, ইতি বিবরণ।
শম্বুক শৈবলপতি শূদ্র পাপাচারী
করিতেছে বেদচর্চ্চা—অশাস্ত্রীয় কাজ,
এ অকাল-মৃত্যু তাই দ্বিজ-কুমারের।

রাম। শাস্ত্রচর্চ্চা অশাস্ত্রীয়?

পরীক্ষা। হাঁ, শূদ্রের।

রাম। তাও কি সম্ভবপর?

পরীক্ষা। কোন্ মুখে উচ্চারিলে, রাম!
"তাও কি সম্ভবপর"?
শাস্ত্র যুক্তি যদি অনর্থক,
মিথ্যাবাদী যদি শাস্ত্রবিদ্,
তবে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়?
পাপ, পাপ নয়?
পুণ্য, পুণ্য নয়?
ব'লে যাও—ব'লে যাও তবে

স্বর্গ বা নরক সব এক ভাব ?
শাস্ত্র-যুক্তি যদি অনর্থক,
তবে কেন সীতা নির্ব্বাসিতা ?

বিঘ্ন। এই হের, বশিষ্ঠ পুরাণে লেখা,
শূদ্রে তপঃ, শূদ্রে জপ, শূদ্রে শাস্ত্রচর্চ্চা,
অশাস্ত্রীয়—অশাস্ত্রীয়—অশাস্ত্রীয় !

রাম। প্রতীকার ?

পরীক্ষা। শিরশ্ছেদ।

রাম। শিরশ্ছেদ ?
তাপসের শিরশ্ছেদ ?

পরীক্ষা। হাঁ, শিরশ্ছেদ।
অন্য কোন বিধি নাই,
মাত্র শিরশ্ছেদ।
শিরশ্ছেদ কর শূদ্র শম্বুকের,
মৃতদেহে প্রাণ পাবে দ্বিজসুত।

রাম। সত্য—সত্য—সত্য ?

বিঘ্ন। অসত্য—অযুক্তি বাক্য
বশিষ্ঠের কোন শাস্ত্রে নাই।
মিথ্যা যদি হয়,
দায়ী তার স্বয়ং বশিষ্ঠ।

পরীক্ষা। এই ধর স্বাক্ষরিত পত্র মোর,
মিথ্যা যদি হয়,
চিতানলে দিব আত্মাহুতি।
[স্বাক্ষরিত পত্র লক্ষ্মণের হস্তে প্রদান]

অনুচরগণ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

রোগ শোক তাপ অকাল-মরণ,
ত্রেতায় কলির দারুণ শাসন,
শূদ্র পাপাচারী, হইয়া দ্বিজ-অরি,
ত্রিপাদ ধর্ম্মের নাশিল অধিকার ॥

[পরীক্ষা সহ সকলের প্রস্থান।

রাম। [সোৎসাহিত হইয়া]
মিত্রগণ! যাও,
আন শূদ্র তাপসের শির।

ভরত, শত্রুঘ্ন। আর্য্য!
ভ্রান্ত—ভ্রান্ত বশিষ্ঠ-বিধান।

রাম। অভ্রান্ত—অভ্রান্ত বিপ্রের বিধান।
আমার আদেশ—সৈনিক! যাও।

দুর্ম্মুখ। প্রভু! প্রভু!
নারিনু বুঝিতে বশিষ্ঠ-ছলনা,
নিরপরাধ শৈবলপতি
করে নাই হত্যা বা দস্যুতা,
করে নাই চুরি, প্রতারণা,
মাত্র সংসারের অসারতা বুঝে
সঁপিয়াছে প্রাণ পরব্রহ্মে।
বিশেষতঃ যে শৈবলপতি
যজ্ঞ-অশ্ব দানে
প্রভু সনে করিয়াছে মিত্রতা স্থাপন,
তার প্রাণদণ্ড ঘোর নির্দ্দয়তা।

রাম। কারে বল নির্দ্দয়তা, দূত ?
মিত্রে দত্ত দয়া, তাই বুঝি দয়া ?
ভুল—ভুল—ভুল !
পত্নী পুত্র, বন্ধু বা বান্ধব,
দয়া ধনে নহে অধিকারী ;
দয়া শুধু অনাথের চির প্রাপ্য ধন।
অনাথে প্রদত্ত দয়া, চরিতার্থ দয়া,
সেই দয়া কণামাত্র দান পরমার্থপ্রদ।
হ'ক্ মিত্রে বৈর-নির্যাতন,
অশ্বমেধ যজ্ঞে নাহি প্রয়োজন।
পারি যদি দিতে প্রাণ দান,
এ অনাথ দম্পতি নন্দনে
শত অশ্বমেধ হবে সম্পূরণ।
আমার আদেশ—
চাই শূদ্র শম্বুকের শির।
কে পার ? কে পার ?
[ভরতের প্রতি] তুমি ?

ভরত। [নীরব]

রাম। [শত্রুঘ্নের প্রতি]
তুমি ?,

শত্রুঘ্ন। [নীরব]

রাম। [দুর্ম্মুখের প্রতি]
তুমি, দূত ?

দুর্ম্মুখ। [নীরব]

রাম। নীরব—নির্ব্বাক্!
[লক্ষ্মণের প্রতি]
তুমি?

লক্ষ্মণ। আমি?
আমার আমিত্ব তুমি,
তুমি মোর স্বামী,
আমি কেহ নহি।
পাপ তুমি, পুণ্য তুমি,
ন্যায় বা অন্যায়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই তুমি।
তোমার আদেশে পারি,
প্রবেশিতে হাসিতে হাসিতে
ঘোর দাবানলে
কিম্বা বাড়ব-অনলে।
তোমার নিদেশে পারি,
হিমগিরি তুঙ্গ শির ছিঁড়িয়া আনিতে,
গর্জ্জিত ফণার মুখে হস্ত প্রসারিয়া
শঙ্করের জটা ধরি ডুবাতে পঙ্কেতে।
তোমার নিদেশে পারি,
ব্রহ্মলোক—গোলোক—কৈলাস
ভেঙে—ছিঁড়ে তুলে এনে দিতে
কনিষ্ঠ অঙ্গুলে।

রাম। যাও তবে
আন শূদ্র তাপসের শির।

লক্ষ্মণ। [তরবারি উন্মুক্ত করিয়া রামের পদতলে
স্পর্শ করাইয়া]

স্পর্শিত করাও তবে শাণিত কৃপাণে
চরণ-অঙ্গুষ্ঠ-রজঃ,
নির্ব্বাণ পাইবে যাতে মিত্র শূদ্ররাজ।
হে অচিন্ত্য, অনাদি, অনন্ত!
বিতরিতে মিত্রে দয়া,
শত্রুভাবে অবতীর্ণ তুমি রাবণ-সূদন!
এবে প্রয়োজন শূদ্র তাপসের শির,
মিত্রে উদ্ধারিতে।
তাই সত্য—তাই ধ্রুব সত্য।
পূর্ণ হ'ক্ ইচ্ছা তব অক্ষরে অক্ষরে।

[বেগে প্রস্থান।

তপো। [উন্মত্তবৎ উঠিয়া] রাজা! রাজা! চাই না—চাই না, আর আমি পুত্র, কলত্র, অর্থ কিছুই চাই না। সংসার-দাবদগ্ধ বিকৃত মস্তিষ্ক আমি; অযোধ্যা-ভূষণ, আমায় একটু শান্তির ঔষধ দাও। [রাম-পদে পতিত হইলেন]

রাম। [হস্ত ধরিয়া] কর্‌লেন কি, প্রভু? ভ্রাতৃগণ! এতক্ষণে [illegible] অবশিষ্টাংশ পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হ'ল। শিরের মণি ব্রাহ্মণ, পাদস্পর্শ ক'রে ফেল্‌লেন। দ্বিজবর, আমার গতি কি হবে?

করুণা। [উন্মাদিনী প্রায় উঠিয়া] সুদেব! সুদেব! এখনও ঘুমুচ্ছিস্! এ ঘুম তোর কখন্ ভাঙ্‌বে, বাবা? জাগ্‌বি না, জাগ্‌বি না? বাবা! আমায় মা ব'লে ডাক্‌বি না?

রাম। ভ্রাতৃগণ! শ্মশান-অনল তাপ হ'তে ব্রাহ্মণদম্পতিকে অতি সাবধানে ঐ বৃক্ষচ্ছায়াতলে ল'য়ে চল।

[রাম স্থদেবের মৃতদেহ বক্ষে লইলেন, ভরত, শত্রুঘ্ন, তপোদেব ও করুণা ধরিলেন]

[ধীরে ধীরে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দণ্ডকারণ্য।

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম।

শিষ্যগণ।

শিষ্যগণ।—

গান।

হে ভগবান্, হে ভগবান্
জীব-জীবন তরে মঙ্গলময় তুমি করুণা-নিদান॥
তব লীলাস্রোতে চলিছে জীবগণ,
বুদ্‌বুদ্ আকারে ভাসিয়া অগণন,
ক্ষণেক হাসিয়া, যেতেছে ডুবিয়া,
পাইয়া নরদেহ পুনঃ অধিষ্ঠান॥

ধ্যানভঙ্গ অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। তড়িদ্বেগে স্পর্শিল মরমে
কার এ করুণ আহ্বান!
উচাটিত প্রাণ,
ছুটে গেল সমাধি-তন্ময়।

য়্যা! ও কি! ও কি শব্দ কি ভীষণ!
বুঝি গ্রহে গ্রহে নিগ্রহ-ঘর্ষণ।
আকাশ ভাঙিল বুঝি?
পবন নিস্তব্ধ ভয়ে,
ব্যোমে পক্ষী অচেতন,
নদীগর্ভে মীন, অরণ্যে শ্বাপদ।
নিসর্গ উন্মত্ত, কেন আজ?
আজ কি রে জগতের প্রলয়ের দিন?
দেখি—দেখি। [ধ্যানস্থ]
ওহো, রাম! রাম! তুমি? তুমি?
যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি।
শিষ্য! শিষ্য!
কৈ রে কৈ রে শিষ্য, জপমালা মোর?

শিষ্য। [জপমালা দান করিল]

বশিষ্ঠ। [জপমালা লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে
মস্তকে রাখিলেন]
কৈ নামাবলী?

শিষ্য। [নামাবলী দিলেন]

বশিষ্ঠ। যাচ্ছি—যাচ্ছি, রাম!
আজ অষ্টবর্ষকাল
নিরাহারী আমি তোমার দুঃখেতে,
কই অজীন-আসন?

শিষ্য। এই নিন্। [অজীনাসন দিলেন]

বশিষ্ঠ। কমণ্ডলু?

শিষ্য। এই যে, দেব! [কমণ্ডলু দান]

বশিষ্ঠ। যাচ্ছি—যাচ্ছি, রাম!

কই জপমালা?

[মস্তকে হাত দিয়া]

য়্যাঁ! হাঁ, আমিই রেখেছি।

যাই রাম, যাই রাম!

শিব হ'ক্ তব।

[বেগে প্রস্থান।

শিষ্যগণ।—

পূর্ব্ব গান।

হে ভগবান্, হে ভগবান্।

[ইত্যাদি গায়িতে গায়িতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—নর্ম্মদাতীরস্থ শশ্মান-ভূমি।

পরীক্ষা ও বিঘ্ন।

বিঘ্ন। হাঃ! হাঃ! হাঃ!, দেবতা, আমরা কি হনু? তুমি রাজা, আমি মন্ত্রী; আমরা কি হনু? ধর্ম্ম নেই—ভগবান্ নেই, আমাদের রাজত্ব। চুরি, জোচ্চুরি, দাগাবাজী, পরস্ত্রীহরণ, গোবধ, ব্রহ্মবধ ইত্যাদি—ইত্যাদি, দেদার চালাও। দেবতা, দেবতা, মিইয়ে যাচ্ছ কেন, বাবা? বীররসের বক্তৃতা ধ'রে গা'টা তপ্ত ক'রে নাও। তেড়ে ফুঁড়ে উঠে পড়, কা চিন্তা মরণে রণে।

দেবতা! দেবতা!
পাতহ গালিচা, উঠাও কম্বল,
তাহার উপরে দাও মখ্‌মলের গদি।
আন বাঁধা হুঁকো, তাকিয়া, বৈঠক,
বসাও সারি সারি বোতল-বাসিনী।
গোল-নিতম্বিনী, হরিণী-নয়নী,
আনহ—আনহ কামিনী একদল।
বামপার্শ্বে ল'য়ে তাকিয়ার
এই বসি আমি মোদ্দারাম।

[সজোরে মৃত্তিকায় উপবেশন এবং আঘাত লাগিয়া বেদনা অনুভব করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে]

উ-হু-হু, কি লাগন লাগিল রে!
[বীরদম্ভে] এত বড় আস্পর্দ্ধা?

রে মাগী ষণ্ড, বসুমতি!
এত বড় দন্ত তুই পাটী?
দেবতা! ফাটাও মাটী।
[মৃত্তিকায় সজোরে পদাঘাত]

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি।—

গান।

চল দেশের লোক, দেশে চল,
বৃথা আস্ফালন ক'রো না।
পুণ্য-আকরে গড়া, এ দেশের মাটী,
সূচি-অগ্র ফাটিবে না॥
গায়ত্রী, প্রণব, বেদমন্ত্র এ দেশের পরিধি প্রাচীর ঘেরা,
বৃথা কেন কর দন্ত বিকশিত, আশা তোমাদের পূরিবে না॥

[প্রস্থান।

পরীক্ষা। নিয়তি! নিয়তি! নিদয়া কেন, মা? আশা দিয়ে নৈরাশ্যে ডুবাচ্ছ? কি বল্লে? পরীক্ষায় জয় লাভ কর্‌তে পার্‌ব না? দাঁড়াও—দাঁড়াও মা, অনেক কথা জান্‌বার আছে। অনেক সাহায্যের প্রয়োজন হবে। দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

বিঘ্ন। ও বাবা! নিয়তি টানে কেন রে? গর্ভে গেলাম বুঝি? দোহাই মা নিয়তি, আমাকে টেনো না। তা' হ'লে তোমার যমপুরী গঞ্জিকার ধূমে ধূমাকীর্ণ ক'রে দোব। ঐ যে রে বাবা, কে আস্‌ছে নয়? আমি নই—আমি নই; দোহাই, মা নিয়তি!

[বেগে প্রস্থান।

উন্মত্তবৎ রামের প্রবেশ।

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
কেন রে বিলম্ব এত?
ধৈর্য্যহারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
বার বার হতেছে মূর্চ্ছিত।
হায় হায়! কি হবে উপায়?
নিঃশেষিত হয় বুঝি তপোদেব-বংশ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য! আশ্চর্য্য সংবাদ।
সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু, উন্নত ললাট,
সৌম্য শান্ত গৌরমূর্ত্তি,
ধ্যানে মগ্ন চন্দ্রচূড়,
ধীর—স্থির—অকম্পিত সুগভীর,
অটল-বিশ্বাস-পূর্ণ
তাপসের মৈনাক শিরে
হানিলাম অস্ত্র
এক, দুই, শত, সহস্র সহস্র—
তথাপি কেশাগ্র তাহার
হ'ল না বিধ্বংস।
বিফল হইয়া আমি
আসিনু ফিরিয়া।

রাম। আচ্ছা—চল, আমি যাই,
দেখি কি রহস্য! [গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে নিয়তির পুনঃ প্রবেশ।

নিয়তি।—

গান।

এস এস বিভু পরমেশ,
শূদ্র তাপসে নির্ব্বাণ দানিতে।
তুমি তার আরাধ্য, তোমারি সে বধ্য,
নিয়তি বাধ্য তোমাতে।
তুমি নাহি গেলে মরিবে না সে,
যে যাবে সেই ফিরিবে হতাশে,
তুমি গিয়ে তারে বধি অনায়াসে,
পাঠাও তব মিত্রে পবিত্র পুরীতে॥

[প্রস্থান।

রাম। মিত্র! মিত্র!
তুমি মোর বধ্য?
সংসারের অসারতা বুঝে থাক যদি,
দাও তবে দ্বিজোদ্দেশে
আত্মবলিদান।
চলিলাম আমি উদ্ধারিতে তোমা।

[উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। নির্লিপ্ত তাপস!
রাম-হস্তে মৃত্যু তব নিয়তির লিপি।
সংসারের কঠোর পাশ হ'তে
মুক্ত তুমি ভক্ত এইবার;
চ'লে যাও বৈকুণ্ঠের পথে।

[নিম্নদৃষ্টি করিয়া]

য়্যাঁ ! কোথা সেই দ্বিজ ?

কোথায় ব্রাহ্মণী ?

কোথা তার মৃত পুত্র ?

কে কোথায় গেল ?

দেখি—দেখি অন্বেষণ করি ।

শম্বুকের সদ্য কর্ত্তিত শির-হস্তে রামের প্রবেশ ।

রাম । হের, গুরু !

আজ্ঞা তব পালিয়াছি অক্ষরে অক্ষরে ।

নির্ব্বিকল্প ধ্যান-অনুরক্ত

তপস্বীর পবিত্র শোণিতে

দুই হস্ত সুরঞ্জিত মম ।

তাপস ! তাপস ! মিত্রবর !

স্বর্গে চ'লে যাও ।

[লক্ষ্মণের প্রতি]

এস এস, ভাই !

দ্বিজের জীবিত পুত্র করি গে দর্শন ।

[গমনোদ্যত]

সুদেবের মৃতদেহ লইয়া ভরতের প্রবেশ ।

ভরত । আর্য্য ! আর্য্য ! মৃত পুত্র ফেলে রেখে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উন্মত্ত হ'য়ে কোন্ দিকে চ'লে গেল । কোন উপায়ে তাঁদের গমনে বাধা দিতে পার্‌লাম না । [সুদেবের মৃতদেহ ভূমিতে রাখিলেন]

দ্রুতপদে শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। [রামকে দেখিয়া]
ওহো! রক্তপ্লাবিত সদ্য কর্ত্তিত
তাপসের মুণ্ড হস্তে—
আর্য্য! আর্য্য!
কই বাঁচিল ব্রাহ্মণ-তনয়?

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। প্রভু! প্রভু!
কই বাঁচিল দ্বিজের কুমার?

ভরত। হায়—হায়, সর্ব্বনাশ হ'ল! গুরু বশিষ্ঠ আমাদের সংসারের শান্তি-চিত্র একে একে সব হরণ কর্‌লেন!

শত্রুঘ্ন। গুরু বশিষ্ঠের কূট-কৌশল অসহ্য—অসহ্য! আজ হ'তে ইক্ষাকু বংশধরেরা গুরুদ্রোহী—গুরুদ্রোহী—গুরুদ্রোহী!

রাম, লক্ষ্মণ। [সুদেবকে স্পর্শ করিয়া] দ্বিজকুমার! দ্বিজকুমার!

ভরত। কৈ বাঁচ্‌ল দ্বিজকুমার? এইবার সেই কূটকৌশলী বশিষ্ঠকে কোন্ সম্মানসূচক বিশেষণে বিশেষিত কর্‌তে হবে? বলুন—বলুন, আর্য্য? ক্ষুব্ধ ধৈর্য্য আর কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না। বলুন—বলুন?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! স্থির হ'ন্। কপিল অভিশাপে সগর সন্তানগণের অধঃপতনের বিষয় একবার স্থিরচিত্তে স্মরণ করুন। ব্রাহ্মণ উদ্দেশে কঠোর বাক্য ভ্রমেও উচ্চারণ কর্‌বেন না। আজ আমাদের ভীষণ দুর্দ্দিন! যদি এই ব্রাহ্মণ-পুত্র পুনর্জ্জীবিত না হয়, তবে এই তাপস-হত্যার দুরপনেয় কলঙ্ক যুগ-চতুষ্টয় অঙ্কে অক্ষয় ভাষায় অঙ্কিত থাকবে। কালের কঠোর শাসন-প্রতিকূলে রণসজ্জা করি আসুন। মৃত্যু-দ্বার চির

অবরুদ্ধ করব। যদি না পারি, একে একে চার ভাই কালের শাসন-দণ্ড বুক পেতে গ্রহণ করব।

রাম। জ্বল—জ্বল, শ্মশান-অনল! দাউ দাউ প্রজ্বলিত হও। ভ্রাতৃগণ! অশ্বমেধ যজ্ঞ আর পূর্ণ হ'ল না। তোমরা রাজ্যে যাও। জননীগণের উদ্দেশে আমার শেষ প্রণাম জানিয়ো। কৌশল্যা মা যেন আমার পিতার ন্যায় পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ না করেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ো। স্নেহ-উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুম ভ্রাতৃগণ! এই শেষ দেখা হ'ল। পিতা! পিতা! অকর্ম্মণ্য পুত্র আমি। তোমার সিংহাসনের আবর্জ্জনা আমি! ঘৃণা ক'রো না। চরণপ্রান্তে একটু স্থান দিয়ো। [সহসা উন্মত্তবৎ] আয়. রে, নিঃস্ব রাজার নিঃস্ব প্রজা-পুত্র! ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু শূদ্ররাজ! এস, এক সঙ্গে অনল-শয্যায় চির-বিশ্রাম লাভ করি। [অনলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত—ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ সকলে একসঙ্গে রামকে বাধা প্রদান করিলেন] ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, এ কলঙ্কিত জীবন-ভার আর এক তিল বহন করতে ইচ্ছা নাই। কি করেছি? স্বহস্তে তাপস হত্যা করেছি? শূদ্ররাজমহিষীকে অনাথিনী করেছি? আমারই পাপে এই নিষ্পাপ সাত্ত্বিক-হৃদয় ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকাল মৃত্যু, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পাগল পাগলিনী; নিষ্পাপ জানকী নির্ব্বাসিতা। আর না, এ রাজ্য সুখভোগ, সুবর্ণ পিঞ্জরে মুদিত নয়ন পক্ষীর মত সোনালী করা লৌহের শৃঙ্খল গলায় প'রে আমি যার-পর-নাই জর্জ্জরিত। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

এসেছেন? এসেছেন, গুরুদেব! শেষ পদধূলি শিষ্যের শিরে দান করুন।

বশিষ্ঠ। রুধির-রঞ্জিত কলেবর—ছিন্নমুণ্ড হস্তে—শ্মশান-চিতা

সম্মুখে—শবদেহ স্কন্ধে এ কি দুর্ঘটনা! শতদল-হর্ষিতানন পরিম্লান, নীলেন্দীবর নয়নে অশ্রুধারা। রাম! রাম! শত পুত্র-শোকের ধৈর্য্য তোমার এ অবস্থায় উন্মত্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌ল। কি হয়েছে, রঘুবর?

দুর্ম্মুখ। একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লেন। এঁরাই নাকি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ সাধু শাস্ত্রবিদ্?

শত্রুঘ্ন। কুলগুরু বশিষ্ঠ না হ'লে, এ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণতা আপনাকে দান করত।

ভরত। দেব বশিষ্ঠ! আমরা জান্‌তাম, আপনি বিশ্বাসে মৈনাক। সরলতার অতুলন মূর্ত্তি—পবিত্রতার নিরূপম কীর্ত্তি। কি করলেন? রাহুরূপে আমাদের সুখ-সূর্য্য অকালে গ্রাস কর্‌লেন?

বশিষ্ঠ। য়্যাঁ! আমি? আমি কি করেছি? কি বল্‌ছ? এমন অসম্ভ্রম বাক্য ত তোমাদের মুখে কখন উচ্চারিত হয় নাই। আমি—আমি কি করেছি?

শত্রুঘ্ন। কি করেছেন? দুরভিসন্ধির কীর্ত্তি-চিত্র সম্মুখে বিদ্যমান থাক্‌তে, কি করেছেন জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছে না—ভয় হচ্ছে না? এই কি গুরুর কর্ত্তব্য? যাঁকে সুশীতল শান্তিতরু জ্ঞানে সংসার-আতপ তাপ নিবারণের জন্য আশ্রয় করেছিলাম, সেই বিশ্বাসের শৈত্য-মূর্ত্তি বিষতরু হ'য়ে দাঁড়ালেন?

বশিষ্ঠ। [উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে] য়্যাঁ! আমি? আমি?

দুর্ম্মুখ। হাঁ—হাঁ, তুমি—তুমি—তুমিই—

লক্ষ্মণ। চুপ্‌। অসঙ্কোচভাষী, অপদার্থ, ঘৃণ্য! কার সমক্ষে কা'কে এরূপ নিগ্রহ-সূচক তুমি সম্বোধনে নিগৃহীত কর্‌ছিস্? দেখ্‌ দেখি অনভিজ্ঞ, কেমন ধীর—স্থির—অবাত—অক্ষুব্ধ—প্রশান্ত সাগর-গাম্ভীর্য্য! কিবা অনন্ত অসীম অটল বিশ্বাসের অতুলন লীলাক্ষেত্র!

আমরা সর্ব্ব সন্তাপ—দাব-বহ্নিতে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়ে সুখী হ'তে পারি, কিন্তু গুরু বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বাসের এক তিল বিপর্য্যয় পথে অগ্রসর হ'তে পারি না। 'অস্পর্শীয় ঘ্নণিত পুরীষ! সূর্য্যকিরণ স্পর্শ ক'রে তাঁর চরিত্র দুর্গন্ধময় করতে বাসনা করেছিস্? তরবারি গ্রহণ কর্, কলুষিত জিহ্বা কর্ত্তন কর্।

বশিষ্ঠ। লক্ষ্মণ! ক্ষমা—ক্ষমা, সরলপ্রাণ দূত।

লক্ষ্মণ। প্রভু! ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনার দোষ নয়, এ আমাদের অদৃষ্টের দোষ। [স্বাক্ষরিত পত্র বাহির করিয়া] এ স্বাক্ষরিত পত্র আপনার না আমাদের দুরদৃষ্টের ফল?

বশিষ্ঠ। স্বাক্ষরিত পত্র! কৈ দেখি? [পত্র গ্রহণ করিয়া আত্মগত হইয়া পাঠ করিলেন] ওহো, ভগবন্! এ কি রহস্য?

লক্ষ্মণ। প্রভু! আমাদের অন্তর-নয়ন স্পষ্টচক্ষে দেখ্ছে, এ স্বাক্ষরিত পত্র আপনার নয়। যদি এই সসাগরা ধরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দেয়, তবুও বল্ব—এ স্বাক্ষর আপনার নয়, আমাদের দুরদৃষ্ট-ফল। শুদ্ধ আমাদের দুর্ভাগ্যলিপি।

বশিষ্ঠ। [একদৃষ্টে পত্রখানি দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে] না—না, আমার—আমার। এ লিপির বিন্দু-বিসর্গও আমার হস্তাক্ষর নয়, হাঁ ঠিকই ত আমার, স্মরণ নাই। কোন সময় মনের বিভ্রমে লিখেছি। দায়ী আমি, এই ব্রাহ্মণ-পুত্র যদি পুনর্জীবিত না হয়, তবে তার দায়ী আমি। শূদ্রতাপস!, স্বর্গে যাও। তোমার স্বর্গবাসের জন্য দায়ী বশিষ্ঠ। ভগবন্! ভগবন্! রামের স্বাস্থ্য নিরাময় কর। রাম নিষ্পাপ—রাম নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ দায়ী বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব! সাক্ষী হও, দায়ী বশিষ্ঠ। [সহসা চিতাকুণ্ডের সম্মুখে বসিলেন] সর্ব্বভুক্ সর্ব্বলোক-সাক্ষী অগ্নিদেবতা! তুমি সাক্ষী, দায়ী বশিষ্ঠ। বেদ, মন্ত্র, গায়ত্রী, প্রণব, আজন্ম-সঞ্চিত

তপোবল! সাক্ষী হও, দায়ী বশিষ্ঠ। ভগবন্! ধরণী শস্যশ্যামলা কর—অকাল মৃত্যু দূরীকৃত কর—সুবিস্তৃত রামরাজ্য শিবময় কর। [কমণ্ডলু হইতে জলধারা দক্ষিণ হস্তে লইয়া] সার্দ্ধ ত্রিবলয়-কুণ্ডলিত মুলাধার চক্রবাসিনী কুলকুণ্ডলিনি! জাগরিতা হও—জাগরিতা হও। অগ্নিদেবোদ্দেশে বশিষ্ঠ মেদ স্বাহা। অগ্নিদেবোদ্দেশে বশিষ্ঠ মেদ স্বাহা। অগ্নিদেবোদ্দেশে—

দ্রুতপদে বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ। আর্য্য-সমাজ-শাসন-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক যে, নীতির সূক্ষ্ম অনুকরণে আর্য্যপ্রাণ-ঐক্য-যন্ত্র আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এক মধুর মুরলীতানে প্রতিধ্বনিত, সে নীতি-সম্মান রক্ষার জন্য শুধু মহাত্মা বশিষ্ঠ দায়ী ন'ন্, সমস্ত মুনি ঋষি উদয়াস্ত ধরাবাসী আর্য্য নরনারী আবাল-বৃদ্ধবনিতা তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। হে সর্ব্বভুক্ অগ্নিদেবতা! বাল্মীকির মেদাস্থি পূর্ণাহুতি গ্রহণ কর—রামরাজ্য শিবময় কর। [হস্তে জল লইয়া] অগ্নিদেবোদ্দেশে বাল্মীকি মেদ স্বাহা! অগ্নিদেবোদ্দেশে বাল্মীকি মেদ স্বাহা। অগ্নিদেবোদ্দেশে—

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ। আর্য্য সমাজের উপাস্য দেবতা মহামুনি বাল্মীকি, যাঁর অমৃত করকবল-প্রসূত নীতিবদ্ধ নীতি মধুর গানে জগৎ বিস্ময়াকুলিত—বিমোহিত—চমৎকৃত, যে সুললিত নীতিসার-কৌমুদীতে আমার গৌরব-মহিমা আলোকিত—উদ্ভাসিত, সেই গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী, শাস্ত্রনীতি রক্ষার জন্য মহাত্মা বাল্মীকি দায়ী ন'ন্, দায়ী ধর্ম্ম। সর্ব্বভুক্! ধর্ম্মের মেদাস্থি পূর্ণাহুতি গ্রহণ কর—রামরাজ্য শিবময় কর। পূর্ণাহুতি—পূর্ণাহুতি—[অনলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত]

রাম। [বাধা দিয়া] আমি ক্ষত্রিয় রাজা, ধর্ম্মের পৃষ্ঠরক্ষক। ভারতের সামঞ্জস্য নীতি রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রহরিরূপে বিদ্যমান। ভৃত্যের কার্য্যের জন্য প্রভু দায়ী ন'ন্। হে সর্ব্বভূক্! রামের মেদাস্থি পূর্ণাহুতি গ্রহণ কর। [আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত]

লক্ষ্মণ। [বাধা দিয়া] দাসের দাস আমি, আমিই পূর্ণাহুতি— [অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত]

বশিষ্ঠ। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ। অগ্নিদেবোদ্দেশে বশিষ্ঠ মেদ স্বাহা! অগ্নিদেবোদ্দেশে বশিষ্ঠ মেদ স্বাহা! অগ্নি দেবোদ্দেশে—

ধর্ম্ম। [বাধা দিয়া] তিষ্ঠ—তিষ্ঠ। বল, অগ্নিদেবোদ্দেশে আপদ্-দেবতা মেদ স্বাহা। [বশিষ্ঠের হস্ত ধরিয়া আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ]

পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। [প্রবেশ পথ হইতে] একি! একি! লৌহশৃঙ্খলিত অনিবার্য্য আকর্ষণ! কে তুমি? কে তুমি? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

ধর্ম্ম। ধর মহাত্মা! আহুতি গ্রহণ কর। বল—অগ্নিদেবোদ্দেশে আপদ্-দেবতা মেদ স্বাহা। [আহুতি দান]

পরীক্ষা। ওকি! ওকি! ভীমা—ভয়ঙ্করা—দিগ্বসনা—লোলরসনা —অট্ট অট্ট হাস্যময়ী কে তুমি? কে তুমি? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও! উঃ! অনল—অনল! লক্ লক্ বহ্নিশিখা দিকে দিকে বিস্তৃত হ'য়ে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস কর্‌লে! উঃ!

ধর্ম্ম। ধর মহাত্মা, পূর্ণাহুতি গ্রহণ কর। বল—অগ্নিদেবোদ্দেশে—

পরীক্ষা। রক্ষা কর—রক্ষা কর, পুড়ে ম'লাম—জ্ব'লে ম'লাম। রক্ষা কর—রক্ষা কর। [চিতা সন্নিকটে পতিত]

ধর্ম্ম। পুনঃ আচমন কর, মহাত্মা, বল—অগ্নিদেবোদ্দেশে আপদ্-দেবতা অনুচর মেদ স্বাহা। [আহুতি দান]

বিঘ্নের প্রবেশ।

বিঘ্ন। আমি নই, দোহাই মা নিয়তি! আমি অনুচর নই, বিঘ্নচর—স্কন্ধচর—বিপক্ষচর। দোহাই মা, দোহাই মা' হ্যাংটেশ্বরি! তোমায় হ্যাংটার দিব্যি।

ধর্ম্ম। বল—অগ্নিদেবোদ্দেশে আপদ্-দেবতা অনুচর মেদ স্বাহা।

বিঘ্ন। ও বাবা, গর্ভে গেলাম রে! আগুনের পাহাড়-গর্ভে ঢুকে আলুপোড়া হলাম। দেবতা, দেবতা, হাত্তোর দৈবতার ঘেটো পিণ্ডি। দোহাই বাবা অগস্ত্যের দল, খুব উঠে প'ড়ে কোমর বেঁধে লেগেছ দেখ্‌ছি। মন্ত্র আউড়ো না, আমায় গর্ভে পূরো না, মহা কেলেঙ্কারি কর্‌ব। পেটে গিয়ে ক্রীমি হব, তোমাদের নাড়ী কেটে দোব। দোহাই তোমাদের তপোবলের দিব্যি লাগে।

পরীক্ষা। হে মহাপ্রাণ বশিষ্ঠ! পরাজিত—পরাজিত, রক্ষা কর, আজ হ'তে আমি তোমাদের অনুগত দাস।

বিঘ্ন। আমি তোমাদের মুদ্দফরাস।

ধর্ম্ম। তবে এস হে, আর্য্য সমাজ-বান্ধব! শুদ্ধ সনাতন অন্তরাত্মা, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, নিখিলত্রাণ, বিশ্বরূপিণ্ বিশ্বপ্রাণ! একবার তোমার এই সমাজ-লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মণ্য। [সুদেবের মৃতদেহ কোলে লইয়া]

গান।

হৃদয়-রতনে পেয়েছিনু প্রাণে,
এসেছি দানে সমাজ-মঙ্গলে।
যাও প্রাণ-ভ্রমর, কর মধুপান,
সুদেব দেব হৃদি-কমলে॥

হরিনাম বুলি　　গুঞ্জন মধুর,
মুখরিত কর　　জগত-মন্দির,
অকাল-মরণ　　অভাব-ক্রন্দন
থাকিবে না ভবে　　রহিবে কুশলে ॥

[সুদেবের মৃতদেহে সঞ্জীবনী দান]

[প্রস্থান।

সুদেব। [পুনর্জীবিত হইয়া] য়্যাঁ! আমি স্বপ্নের ঘোরে কোন্ সুখময় রাজ্যে গিয়েছিলাম, এ কোথায় এলাম? এ যে শ্মশান! বাবা! বাবা! মা! মা!

তপোদেব ও করুণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ঐ যে দ্বিজকুমার, তোমার মাতা পিতা এসেছেন।

রাম। মা! মা! তোমার পুত্ররত্ন গ্রহণ কর।

করুণা। বাবা আমার! হারাণো মাণিক! আয়—আয়, শোক-তুষানলে দগ্ধ বুকটা শীতল করি। [ক্রোড়ে ধারণ]

তপো। দরিদ্রতা! দরিদ্রতা! এস—এস, শত বিপত্তি বিঘ্ন সঙ্গে নিয়ে তপোদেব বক্ষঃ-আসনে অবস্থিতি কর।

রাম। দ্বিজসত্তম! চলুন, রাজপুরীর শীর্ষ প্রকোষ্ঠে আবাসস্থান নির্দ্দেশিত হবে; আর আপনাকে অভাবের ক্লেশ সহ্য করতে হবে না।

পরীক্ষা। ধন্য রে মর্ত্তবাসি! ধন্য ধন্য—যোগশিক্ষা অধ্যবসায়ী মুনি তপস্বি! লজ্জায় স্বর্গ অবনত হ'ল। হে মহাপ্রাণ বশিষ্ঠ! আপনি স্বর্গের দেবতা। আপনার ধৈর্য্য ক্ষমা, পরোপকার সংযম, সহিষ্ণুতা তপশ্চরণের অসীম ক্ষমতা দর্শনে আমি শনৈশ্চর পরম পরিতুষ্ট হলাম।

লক্ষ্মণ। শনৈশ্চর আপনি?

পরীক্ষা। হাঁ, রাজকুমার! আমি গ্রহরাজ শনি। বশিষ্ঠ-মূর্ত্তি

ধারণ ক'রে আমিই শূদ্রতাপস-হত্যার অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন ভেবে দেখ্‌ছি, শূদ্রতাপসের রাম হস্তে অনিবার্য্য মৃত্যু নিয়তির লিপি, আমি উপলক্ষ মাত্র।

লক্ষ্মণ। গ্রহরাজ! এ ধর্ম্ম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনার কোন্ উদ্দেশ্যে?

পরীক্ষা। রাজকুমার! এ ধর্ম্ম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বাপরের একত্র ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য। কিন্তু পরাজিত—নিগৃহীত—লাঞ্ছিত—অপমানিত। ভারতবর্ষ যত দিন তপোবলে বলী ও শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত থাক্‌বে, ততদিন রোগ শোক, দুর্ভিক্ষ অকালমরণ কিছুতেই একাধিপত্য লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। আজ আমি আর্য্যধর্ম্মের উদারতা—সরলতা—নির্ভীকতা—ঐশীশক্তির অপূর্ব্ব স্ফুরণ দেখে স্বতই আর্য্যগত প্রাণ হ'তে ইচ্ছুক হয়েছি। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে দিগ্বিজয়ের সৈনাপত্য পদ প্রদান ক'রে আমায় ধন্য করুন।

বিঘ্ন। আমাকে অশ্বরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করুন।

রাম। তাই হ'ল। মহামুনি বাল্মীকি তন্ত্রধার, কুলগুরু বশিষ্ঠদেব হোতা, শনৈশ্চর দিগ্বিজয়ের সেনাপতি। এ যজ্ঞ আমার অঙ্গুলি হেলনের ন্যায় অবাধে সম্পাদিত হবে, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ। [বশিষ্ঠের প্রতি] মহানুভব! যজ্ঞের প্রধান আবশ্যকীয় অশ্ব যখন পাওয়া গেছে, তখন আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই; যজ্ঞের দিন স্থির করুন।

বশিষ্ঠ। হাঁ, কালবিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। [বাল্মীকির প্রতি] মহাভাগ! দিন স্থির করুন।

বাল্মীকি। আগামী শুক্ল দ্বিতীয়ার গোধূলি লগ্নে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে। সপ্তাহের মধ্যে দিগ্বিজয় আবশ্যক।

বশিষ্ঠ। গ্রহরাজ! সক্ষম হবেন ত?

পরীক্ষা। আমার দোর্দ্দণ্ড ভুজশক্তি এক অহোরাত্রিতে দিগ্বিজয় কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে সক্ষম।

বশিষ্ঠ। 'দেশভ্রমণকারী অশ্বের ভালে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপি বিন্যস্ত থাক্‌বে—"সতীপুত্র হবে যেই, এ অশ্ব ধরিবে সেই।" [বাল্মীকির প্রতি] কেমন, মহানুভব ?

বাল্মীকি। সুন্দর! সুন্দর'! এ অশ্বমেধ যজ্ঞ লীলা-নাট্য অভিনয়ের নিগূঢ় উদ্দেশ্যও তাই। "সতীপুত্র হবে যেই, এ অশ্ব ধরিবে সেই।" অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! ভাব—ভাষা, প্রতি অক্ষরের মাধুর্য্য মর্ম্ম-স্পর্শী। "সতীপুত্র হবে যেই, এ অশ্ব ধরিবে সেই।"

পরীক্ষা। কে এমন সতীপুত্র আছে এ ধরায়,
প্রতিদ্বন্দ্বী হবে শনির আহবে ?
এ মরতস্থলী তপোবলে বলী
সত্য বা স্বীকার্য্য ;
কিন্তু মম সম যোদ্ধা নাই এ মরতে।

বিঘ্ন। আঃ! আবার ফোঁস্ ধরে? যা বলেন, শুনে যাও না, উত্তর কর কেন? ভাঙ্‌বে তবু মচ্‌কাবে না।

বাল্মীকি। উপেক্ষা কর্‌বেন না গ্রহরাজ, আমাদের শস্যশ্যামলা রত্ন-প্রসবিনী ধরার বক্ষ বীরত্ব ধীরত্ব, দয়া দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা ক্ষমা, ধৈর্য্য বীর্য্য, মণি মুক্তার উর্ব্বর ক্ষেত্র। সপ্তাহের মধ্যেই পরিচয় পাবে। রঘুবর! সৈন্য-সামন্ত অযোধ্যায় পরিচালিত ক'রে কিছুক্ষণের জন্য আমার আতিথ্য গ্রহণ কর্‌তে হবে। আমার আশ্রম ঐ অনতিদূরে।

রাম। যে আজ্ঞে। ভরত, শত্রুঘ্ন, অগ্রসর হও। গুরুদেব, ব্রাহ্মণ-দম্পতি এবং ব্রাহ্মণ-কুমারকে সাবধানে রাজধানী নিয়ে যান্।

[বাল্মীকি, রাম, লক্ষ্মণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বাল্মীকির শিষ্যগণের প্রবেশ।

শিষ্যগণ :—

গান।

একবার এস হরি, গোলোক-বিহারী, এ মরু হৃদয়দেশে।
কত তিরপিত তৃষিত পরাণ সজল জলদ বেশে॥
(একবার এস এস হে)
এস এস ভবসখা, এস প্রাণসখা, এস এস হৃদয়েশ।
জীবন-সন্ধ্যা হ'ল সমাগত, বাড়িল ভাবনা অশেষ॥
এস দুর্জ্জন-দলন, সজ্জন-পালন পতিত পাবন হরি।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন-শোভিত দেহি চরণ-তরী॥
(একবার এস এস হে)
এস কুবলয়দলনিন্দি বদন চন্দন বিলেপন।
এস শঙ্খচক্রগদাপদ্ম করধৃত সুশোভন॥
(এস এস হে)
এস সরসিজানন, কিরীটী-ভূষণ কনককুণ্ডলবান্।
এস দয়ার জলধি, ক্ষমার বারিধি পাপী তাপী পরিত্রাণ॥
(একবার এস এস হে)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বাল্মীকি-আশ্রম। কাল—অপরাহ্ন।

বাল্মীকি ও সীতা।

বাল্মীকি। কুশী লব কোথা, মা ?

সীতা। এই অপরাহ্ণে নির্ঝরিণী-স্নানে গেল। সারাদিন কেবল ধনুর্ব্বাণ নিয়েই আছে। খাওয়া নাই—ঘুম নাই—আলস্য নাই, এটি লক্ষ্য কর্‌ছে—সেটি লক্ষ্য কর্‌ছে; জানি না, কখন্ কার কোপদৃষ্টিতে পড়্‌বে। আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে, বাবা!

বাল্মীকি। ভাবনার কথাই বটে মা, সম্মুখে বিপুল আলোড়িত ক্ষাত্র-পরাক্রম, আমার এই বনবাসী দুটি অপোগণ্ড বালকের ভুজবীর্য্য পরীক্ষার জন্য কৌতূহলী। জানি না, দুগ্ধপোষ্য কুশী লব আমার এ পরীক্ষাক্ষেত্রে কিরূপে উত্তীর্ণ হবে!

সীতা। বাবা! বাবা! কুশী লব কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? কে আমার কুশী লবের শত্রু? এই দীনহীনা তাপসীর ফল-মূলহারী শিশু-সন্তানকে অনল-আহবে কে আহ্বান করেছে? কে এমন নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর?

বাল্মীকি। ধৈর্য্য ধর, মা!

সীতা। ধৈর্য্য কা'কে বলে, পিতা? আজ অষ্টবর্ষকাল কি একটা সংক্ষুব্ধ সাগর এই ক্ষুদ্র বুকে চেপে রেখেছি, তা কি জান না, বাবা? নারী-জীবনের যাবতীয় সাধ, শুষ্ক তপস্যায় শৃঙ্খলিত করেছি, এর চেয়েও ধৈর্য্য?

বাল্মীকি। সবই দেখ্‌ছি, কি ছিলি, কি হয়েছিস্? সুকোমল কুসুমিত শয্যা আজ ধূলি-শয্যা। দীনতার শুষ্ক আঁখি—রুক্ষকেশ—

চিন্তা পরিপাণ্ডু মুখ—মনস্তাপ-শীর্ণ দেহ সবই দেখ্‌ছি। তবু ধৈর্য্য, ধৈর্য্য বিপদের বন্ধু—নিরুপায়ের সহায়—নিরুপায়ের উপায়।

সীতা। ঐ তোমার কুশী লব আস্‌ছে, বাবা!

গীতকণ্ঠে কুশী, লবের প্রবেশ।

কুশী, লব।—

গান।

ভবভয়হারিণী জননী মোদের,
ভরসা তুমি মা, এ ঘোর কান্তারে।
দুরিত বারিণী চরণ দুখানি
দাও গো কল্যাণি, সন্তান শিরোপরে॥

সীতা। নিরাপদ্ স্বাস্থ্য—অক্ষয় পরমায়ু হ'ক্।

কুশী, লব।— [পূর্ব্বগীতাংশ, নতজানু হইয়া বাল্মীকি উদ্দেশে]

অনাথ-পালক, আশ্রয়-দায়ক
পরম দেবতা গুরু, দাও গো পদ শিরে॥

[পদধূলি গ্রহণ]

বাল্মীকি। ভুবনবিজয়ী হও। মা, আজ আমার বিল্ব-কুটির মধ্যে রাজ-অতিথির শুভাগমন হয়েছে। পরিচর্য্যার জন্য কুশী লবকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

কুশী। কে রাজ-অতিথি, দাদামহাশয়?

লব। তবে কি অযোধ্যার রাজা রাম?

বাল্মীকি। কুমার! অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র যে তোমাদের পিতা!

লব। পিতা? মা দাদামহাশয়, পিতা থাক্‌লে আমরা বনবাসী কেন? মা যদি আমাদের রাজরাণী হবেন, তবে এমন তপস্বিনীর বেশে বনে কেন? পিতা আমাদের নাই, মা-ই আমাদের মাতা

পিতা, আপনি আমাদের আশ্রয়দাতা। এ ভিন্ন এ ধরায় আর আমাদের আপনার বল্‌তে কেউ নাই। আমরা পিতৃহীন অনাথ।

কুশী। আর যদিও আমাদের পিতা থাকেন, তবে তিনি মানুষ ন'ন্, নির্দ্দয় পাষাণ।

বাল্মীকি। কে বল্‌লে, তোমাদের পিতা নির্দ্দয় পাষাণ? হাঁ মা, তুই বুঝি বলেছিস্?

সীতা। না, বাবা!

বাল্মীকি। তোমাদের পিতা দয়াময়।

লব। দয়াময় কা'কে বলে, দাদামহাশয়? পত্নী-পুত্রকে সংসার হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে রাজত্ব সুখভোগ করার নাম যদি দয়াময় হয়, তবে মানুষ যেন কখন এমন দয়াময় নাম গ্রহণ না করে।

কুশী। সেদিন একজন ব্যাধ একটি পক্ষী হত্যা করেছিল ব'লে আপনি তাকে কত ভর্ৎসনা কর্‌লেন। আমাদের পিতা যদি পত্নীপুত্র হত্যা ক'রে দয়াময় হ'য়ে থাকেন, তবে সে ব্যাধকে নিষ্ঠুর বল্‌লেন কেন, দাদামহাশয়?

সীতা। দুষ্ট ছেলে! এ সব কথা বল্‌তে তোদিগে কে শিখিয়েছে?

লব। তোমার হা-হুতাশ মাখান দীর্ঘশ্বাস—তোমার বুকভাসান চোখের জল আমাদের স্পষ্টভাবে বলে, 'কুশী, লব! তোদের পিতা নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর—রাক্ষস।'

সীতা। অবোধ! তোদের মায়ের চোখের জল—বুকের নিঃশ্বাস আজন্ম-সঞ্চিত দুরারোগ্য ব্যাধি।

একজন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। গুরুদেব! আমাদের পরিচর্য্যায় মহারাজ যার-পর-নাই

পরিতুষ্ট হয়েছেন। তিনি স্বরাজ্য গমনের জন্য ব্যস্ত,-আপনার বিদায়-সাক্ষাৎ চেয়ে পাঠালেন।

বাল্মীকি। চল কুশী লব, রাজদর্শন করবে চল। [কুশী লবের হস্ত ধরিয়া গমনোদ্যত]

সীতা। বাবা!

বাল্মীকি। তোমার সেখানে যাওয়া হবে না, মা!

কুশী, লব। আমরা যাব, মা?

সীতা। যাও।

[বাল্মীকি ও কুশী, লবের প্রস্থান।

সীতা। [সকরুণোচ্ছ্বাসে] সেখানে আমার যাওয়া হবে না। পিতা গো! এ নিষেধ-বাক্য যে, আমার বুকে কিরূপ সাংঘাতিক বাজ্‌ল, তা আমি ভিন্ন বোধ হয়, আর কেউ জান্‌লে না। আমি যে রঘুবরকে কত ভালবাসি, তা তুমি বোধ হয়, জান না। আমি আমার স্মৃতি অযোধ্যায় রেখে শুধু কায়া নিয়ে তোমার কানন-বাসিনী। এই চিন্তাজীর্ণ তপঃশুষ্ক শরীর শুদ্ধ তাঁর ধ্যানের উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রঘুবর! রঘুবর! এসেছ কি তুমি? এতদিনের পর কি সীতাকে মনে পড়েছে? আজ আট বৎসর তোমায় দেখি নাই—তোমার চরণ পূজা কর্‌তে পাই নাই। যাব—যাব, তোমার স্নেহ-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি দুটি অনাথ হ'য়ে বেড়াচ্ছে। শেষ দেখা দেখে তোমার হাতে সঁপে দেবো। শুনেছি, তুমি তোমার প্রজা সন্তানের উপর অভিমান ক'রে আমায় বনবাসে দিয়েছ; লক্ষ্মণ তোমার আদেশে ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করেছে। দেবর, অভিমানে কত কি বলেছিলাম, মাতৃবোধে ক্ষমা ক'রো। রঘুবর, ক্ষমা কর্‌বেন কি? আমি পাপিনী নই, অসতী কলঙ্কিনী নই, তা বোধ হয় তুমি জান। আমি রাজে

যেতে চাই না, তোমার প্রজাপুত্রদের প্রাণে অশান্তি-বিপ্লব ঘটাতে চাই না। চাই শুধু শুষ্ক কৃপাহীন একটু সুবিচার। আমি বনবাসেই থাক্‌ব। তোমার পুত্র দুটিকে রাজ্যে নিয়ে যাও। কেন নিয়ে যাবে না? তোমার ভার তুমি না নিলে আর কে নেবে, নাথ? যেয়ো না— যেয়ো না,—আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেয়ো না; অপেক্ষা কর। পিতা! পিতা! অনুমতি দাও: নিষেধ-শৃঙ্খল খুলে দাও; একটি-বার গিয়ে দেখা ক'রে আস্‌ব। হ্যাঁ! আমি কি ভাব্‌ছি? রঘুবর এসেছেন? এ নিবিড় শ্বাপদারণ্যে তিনি কি জন্য আস্‌বেন? আমার স্মৃতি কি তিনি মনে রেখেছেন? স্বপ্ন! স্বপ্ন। বোধ হয়, অন্য কোন দেশের রাজা; তাই সম্ভব। যাই, পিতা-পুত্রের পানীয় ভোজ্যের আয়োজন করি গে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিল্বকুঞ্জ মঠ। কাল—অপরাহ্ণ।

রাম ও লক্ষ্মণ প্রস্তর-বেদিকায় উপবিষ্ট, বালক-শিষ্যগণ বৃক্ষপল্লব দ্বারা ব্যজন করিতেছিলেন।

বালক-শিষ্যগণ।—

গান।

বসুমতী পালক, প্রজারঞ্জক,
অনাথ পালক, রাম রঘুবর।
জয়তি রাজন্, অযোধ্যা-ভূষণ,
সজ্জন-রঞ্জন মহত্ত্ব শেখর ॥
শস্য শ্যামলতা পূর্ণ বসুন্ধরা,
সময়ে বরষে মেঘ বারিধারা,
এ মরতে পূর্ণ ধন, জন, ধান্য,
তোমারি পুণ্য পুরুষ-প্রবর ॥

লক্ষ্মণ। এই সেই বাল্মীকির বিল্বকুঞ্জ মঠ।
ওই তালবন, ওই অচ্ছোদ সরসী,
এই বটবৃক্ষলগ্ন পাষাণ-সোপান।
অবচয়ি ফুল অঞ্চল ভরিয়া
জননী জানকী মোর
গাঁথিতেন ফুলমালা পাষাণ-বেদীতে।
সে সুখ-স্বপন হায়, কোথা চ'লে গেল?

রাম। সবই সীতার স্মৃতিমাখা দৃশ্য।
হায়, কি করেছি আমি, প্রাণাধিক!
করেছি সে গভীর প্রেমে কত অসম্মান।
যে দিকেতে চাই, শুধু আত্মগ্লানি,
নীরব ভর্ৎসনা
স্থির—শুষ্ক—হাস্যময়ী সীতা।

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা!

রাম। বল্ ভাই, বল্, প্রিয়বর!
কোন্ স্থানে নির্ব্বাসন করেছিস্ সীতা?
আছে কি জীবিতা সীতা এ মহীমণ্ডলে?

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা!
মর্ম্মে পাবে ব্যথা
শুনিলে সে নিষ্ঠুর বারতা।
পাষাণ লক্ষ্মণ, তাই অক্ষুণ্ণ এখনো।
ঘোর অমা নিশীথ সময়ে
চামুণ্ডার পীঠস্থলে দিতে নরবলি
বধ্য শিশু ল'য়ে যায় তস্কর যেমতি,
আমিও তেমতি আর্য্য, তস্করের প্রায়
আত্মভাব মনোভাব করিয়া গোপন
বনযাত্রা করেছিনু দিতে মাতৃ-বলি।
যূপকাষ্ঠ, খড়্গ, ঘাতকে হেরিয়া
ভীত বধ্য শিশু যথা প্রাণের মায়ায়
কাতরে লুটায়ে পড়ে তস্করের পায়,
মা আমার ঠিক সেইমত

ভীত বধ্য শিশুপ্রায় ধরি দুটি কর
কহিতে লাগিল যবে মর্ম্মের বারতা,
আচম্বিতে কোথা হ'তে বন্যার প্রবাহ
নিমিষে গ্রাসিল আসি বন বনাশ্রম।
সেই প্রবল প্লাবনে জননী আমার,
ভেসে গেল—ডুবে গেল কোন্ নিরুদ্দেশে।
দাদা! দাদা! সে আনন্দ-প্রতিমা তোমার
বেঁচে নাই এ মহীমণ্ডলে। [রোদন]

রাম। ওহো, পত্নীঘাতী আমি নির্দ্দয় রাক্ষস!
কেন আর অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন?
কে লভিবে এ যজ্ঞের পাপ-পুণ্য ফল?
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—

লক্ষ্মণ। ওই আসিছেন মুনি।

বাল্মীকির প্রবেশ।

[রাম ও লক্ষ্মণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণাম করিলেন]

বাল্মীকি। শিবমস্তু। মহারাজ! নির্ধন কুটির-স্বামী বাল্মীকির তপোবনে রাজোচিত সম্ভ্রমের যোত্র কিছুই নাই। নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাম। পরিতৃপ্ত—পরিতৃপ্ত—আপনার স্নেহ-অনুকম্পায় আমরা পরম পরিতৃপ্ত।

কুশী ও লবের প্রবেশ।

মহানুভব! এ নবাগত বালক দুটি কে?

বাল্মীকি। আমার শিষ্য, স্বদেশ-পরিত্যক্ত নিরাশ্রয়।

রাম। আশ্চর্য্য হ'লাম, মুনিবর!

বাল্মীকি। শুধু আপনি নয়, এ বালক দুটির আনুপূর্ব্বিক জীবন-বৃত্তান্ত এ জগতে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। যখন এই বালক দুটি পাঁচ মাস জননী জঠরে, সেই সময় হ'তে পিতা কর্ত্তৃক সংসার তাড়িত হ'য়ে আমার আশ্রমে লালিত হচ্ছে।

লক্ষ্মণ। বালক দুটির পরিচয়?

বাল্মীকি। ক্ষত্রিয়-কুমার।

লক্ষ্মণ। অস্ত্র-সজ্জাতেই তা উপলব্ধি হচ্ছে।

বাল্মীকি। এই অল্পবয়সে অস্ত্রশিক্ষার অনুরাগ অত্যধিক; উপযুক্ত শিক্ষাগুরু অভাবে পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করতে পারে নাই। কুশী, লব! ইনি ক্ষত্রিয় রাজা, ইনি রাজ-কনিষ্ঠ। আমাদের ভূস্বামী; এঁদের প্রণাম কর।

লব। আমরা দেশত্যাগী—সমাজ পরিত্যক্ত, রাজসম্ভ্রম রক্ষার কিছুই জানি না, সুতরাং সে অনভ্যস্ত কাষ্ঠ প্রণাম না করাই ভাল।

রাম। [স্বগত] এই বালক যে, কোন মহোচ্চহৃদয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষত্রবীর সন্তান, বচন-পারিপাট্যে তা স্পষ্টই অনুভূত হচ্ছে। পাঁচ মাস মাতৃগর্ভে পিতা কর্ত্তৃক সংসার-তাড়িত হয়েছে। এই বালক দুটির পিতা ঠিক আমারই একজন দ্বিতীয় নিদর্শন, ঠিক আমারই মত নির্ম্মম হৃদয়! আ মরি মরি! মুখচ্ছবিতে আমার আনন্দ-প্রতিমা সীতার অমল মাধুরিমা স্পষ্টই উদ্ভাসিত। যদি আমার প্রাণাধিকা এতদিন জীবিতা থাকত, তবে তার গর্ভজাত সন্তানটিও এই বালক দুটির একটির মত হ'ত।

বাল্মীকি। মহারাজ! বালকের ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।

রাম। না মহানুভব, বালকের ক্ষত্রোচিত বালসুলভ চাপল্য

প্রশংসার যোগ্য। আশীর্ব্বাদ করি—বালক দুটি অস্ত্রবিদ্যায় ভুবন-বিজয়ী হ'ক্।

বাল্মীকি। মহারাজের আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'ক্। আজ আমার এই অনাথ বালকদের অস্ত্রশিক্ষা দানের যথাযোগ্য গুরুদক্ষিণা লাভ হ'ল, কঠোর শ্রম সার্থক হ'ল। কুশী, লব! এবার তোমরা যেতে পার।

[কুশী ও লব গমনে উদ্যত হইলে
রাম বাধা দিয়া ব'লিলেন]

রাম। মুনিবর! আর একটু অপেক্ষা করতে বলুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে। এই মনোহর কান্তি বালক দুটিকে একবার আমার বক্ষে ধারণ করতে ইচ্ছা হ'য়েছে। তপোধন, আমার সে আশা কি পূর্ণ হবে না?

বাল্মীকি। যথেষ্ট অনুগ্রহ। কুশী, লব! ভারতেশ্বর তোমাদের বক্ষে ধারণ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন; কাছে যাও। [কুশী, লব অভিমানে মস্তক নত করিয়া রহিলেন] ওকি! আনত আনন কেন, কুমার? ভারতে-শ্বরের স্নেহ সাদরে গ্রহণ কর; যাও।

লব। দাদা মহাশয়! মায়ের মুখে শুনেছি, ঝটিকা, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, দুর্ভিক্ষ, সর্পাঘাত, জরা, বজ্র এবং ক্ষিতি-পতি রাজার হৃদয়ে কখন স্নেহ দয়া আশ্রয় করে না।

রাম। তোমার মা ঠিকই বলেছেন। তিনি বুদ্ধিমতী, সম্ভবতঃ তিনি ভুক্তভোগিনী। নীরস্ কর্ত্তব্যসার রাজার হৃদয় নাই। স্নেহ, দয়া, মায়া রাজার জীবনে একটা স্বপ্নবৎ; ঠিকই অনুমান করেছেন। তথাপি বালক, আমি সম্রাট্, আমার অনুরোধ তোমরা যা চাইবে, তাই দোব। তোমাদের অতুল ধন সম্পদের অধিকারী করব। এই ধর, মুক্তাহার আপাততঃ

গ্রহণ কর। একটীবারের জন্য আমার কোলে এস। [গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিয়া কোলে লইতে উদ্যত হইলেন।]

লব। মহারাজ! আমরা বনবাসী তাপসী-কুমার। বনফুল আমাদের অঙ্গ-আভরণ, সে আভরণের কাছে আপনার এ মুক্তার মালা অতি তুচ্ছ। আপনার এ মুক্তাহার আপনি ফেরৎ নিন্, আমরা চাই না। [মুক্তাহার রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।] আপনি কি অর্থ দিয়ে ভক্তি কিন্‌তে চান্? আমরা স্নেহ বিক্রয়ের ব্যবসায়ী নই।

রাম। আচ্ছা, আমি সম্রাট্। ভিক্ষুক হ'য়ে ভিক্ষা কর্‌ছি, আমাকে একটু স্নেহ ভিক্ষা দাও।

লব। আপনি দানের পাত্র ন'ন্, মহারাজ!

রাম। কেন?

লব। রাজা! সাপের বিষ-দাঁতে কে কখন স্নেহ দান দিয়ে থাকে? বিশেষতঃ আমরা বনবাসী, দীনহীনা তাপসী-সন্তান। আমরা পরের পুত্র, আমাদের কোলে নিয়ে আপনার লাভ কি?

রাম। কিছুই না। কিন্তু তোমাদের ঐ স্নিগ্ধতার আকর্ষণ আমাকে চিত্তহারা ক'রে তুলেছে। মনে হচ্ছে, তোমাদের ঐ অপত্য স্নেহ-নির্ম্মল শশধর কান্তি আমার প্রজ্বলিত পরিতাপ-ব্যাধি নিবারণের শান্তি-ঔষধি। যেন আমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের সারভূত সম্পদ্। পরের পুত্র—ঐ প্রত্যুত্তরে প্রতিধ্বনি বল্‌ছে, তা কেন? ঐ অচ্ছদ সরসী, ঐ লতাকুঞ্জ, ঐ প্রস্তর সোপান, বটবৃক্ষ, বিল্বকুঞ্জ সকলে এক সমস্বরে বল্‌ছে, তোমরা আমার—আমার!

লক্ষ্মণ। বালক! তোমাদের পিতার নাম?

লব। পিতার নাম জানি না।

লক্ষ্মণ। পিতার নাম জান না?

লব। না।

লক্ষ্মণ। পিতৃ পরিচয়ের বিষয় কিছুই জান না?

লব। জানি তাঁর গুণের পরিচয়।

লক্ষ্মণ। গুণের পরিচয় কি?

লব। নির্দ্দয়।

লক্ষ্মণ। নির্দ্দয়?

লব। হাঁ, তিনি নির্দ্দয়, তার উপর অন্ধ।

লক্ষ্মণ। অন্ধ তোমাদের পিতা?

লব। হাঁ তিনি অন্ধ, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ নয়।

লক্ষ্মণ। তবে?

লব। তাঁর দৃষ্টিশক্তি আছে—চক্ষু আছে, অথচ অন্ধ।

লক্ষ্মণ। চক্ষু আছে, অথচ অন্ধ?

বাল্মীকি। হাসালে, বালক!

লব। হাঁ, চক্ষু আছে, অথচ অন্ধ।

লক্ষ্মণ। সে কেমন অন্ধ, বালক?

লব। মহাশয়! চক্ষু জিনিষটা মানুষের শোভার সামগ্রী নয়, শুধু দেখ্‌বার জন্য। যার চক্ষু প্রকাশ্য দিবালোকে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার দেখে, তার চক্ষু থাকা না থাকা সমান কথা। যিনি হেমহার দেখে কালফণী জ্ঞানে বিচলিত হ'ন্, চন্দনে বিষতরু ভ্রমে দূরে নিক্ষেপ করেন, ক্ষীরধারা গরলধারা জ্ঞানে বর্জ্জন করেন, তিনি অন্ধ ভিন্ন আর কি?

লক্ষ্মণ। বল—বল বালক, তোমাদের পিতার রূপের পরিচয় কি?

লব। শুনুন্ মহাশয়, আমাদের মা আমাদের পিতার ঠিক এমনি রূপের বর্ণনা ক'রে থাকেন।

গান।

বিশ্বরূপ রূপ পিতার।
সজল সুন্দর মুনি-মনোহর
নীরধরবর বরণ তাঁহার ॥
কোটী চন্দ্র তাঁর ললাটে উদিত,
কোটী সূর্য্য তাঁর চরণে রাজিত,
কোটী কোটী তারা, কোটী কোটী গ্রহ,
হয় উদয় লয় লোমকূপে তাঁর ॥
রাত্রি তাঁর কেশ, দিবা তাঁর বেশ,
প্রভাত সায়াহ্ন-লাবণ্য বিশেষ,
প্রকৃতি তাঁর আস্য, সুষমা তাঁর হাস্য,
তন্ত্র মন্ত্র বেদ ভাষ্য তাঁহার ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়ে তাঁর প্রপঞ্চ বিকাশ,
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ আকাশ,
সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায়, গতি তাঁর লয়,
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, নাভিতে আধার ॥
কল্প, যুগ বর্ষ, মাস, পক্ষ অয়ন,
সহস্র ফণায় তাঁর উত্থান শয়ন,
ধৈর্য্য তাঁর বক্ষে, ক্ষমা তার চক্ষে,
হৃদি-কক্ষে তাঁর দয়া-পারাবার ॥

লক্ষ্মণ। তোমাদের পিতার এরূপ রূপ বর্ণনা কে করেন বল্‌লে, বালক?

কুশী। আমাদের মা।

লক্ষ্মণ। তোমাদের মা?

কুশী। আজ্ঞে হাঁ, আমাদের মা।

লব। আবার আমরা তাঁকে কি বলি শুনুন্।

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

হৃদয় তাঁহার পাষাণে নির্ম্মাণ,
স্নেহ, দয়া, মায়া পায় না'ক স্থান,
দুর্ব্বলে কাঁদায়ে, সবলে হাসায়ে,
অন্ধ প্রায় তিনি নির্ম্মম আকাশ ॥

লক্ষ্মণ। [উচ্ছ্বাসের সহিত] কে রে? কে তোরা বালক যুগল বীর-কুমার? তোদের মর্ম্মাঘাত আমার মর্ম্মে ঠিক একভাবে প্রতিঘাত কর্‌ছে। তোরা দুটি ভাই আর আমি, এই সংসার-সিন্ধুর বক্ষে এক তরণী ক্রোড়ে এক তীর্থযাত্রী। আয়—আয় রে, নয়নানন্দ! এক পারত্রিকতার আশ্রয় ক'রে এই নির্দ্দয়তার রাজ্য ছেড়ে যাই। আয়—আয়, কোলে আয়—কোলে আয়। [উন্মত্তবৎ কোলে লইতে উদ্যত হইলে কুশী, লব ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন, কোন মতে লক্ষ্মণের কোলে যাইলেন না, লক্ষ্মণ প্রাণের আবেগে বলিলেন] মুনিবর! মুনিবর! একবার বলুন—একবার আপনার শিষ্য দুটিকে আমার কোলে আস্‌তে বলুন। [পুনঃ পুনঃ কোলে লইতে যাইলেন, কুশী, লব পুনঃ পুনঃ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন]

রাম। [লক্ষ্মণকে বাধা দিয়া বলিলেন] কর্‌ছ কি, লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। [উন্মত্তবৎ] দাদা! দাদা! উন্মত্ত ধৈর্য্যের শান্তি দিয়েছে। মনের আগুন নিবিয়ে দিয়েছে। আয়—আয় বালক, কোলে আয়, কোলে আয়। [পুনঃ পুনঃ কোলে গ্রহণ করিতে উদ্যত ও কুশী লবের পুনঃ পুনঃ ইতস্ততঃ ধাবন, রাম পুনর্ব্বার বাধা দিয়া বলিলেন]

রাম। এত অধীর কেন রে, লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। অধীর কা'কে বলে, আর্য্য? এ ত অধীরতা নয়, ধীরত্বের পূর্ণাবেশ। ঐ বালক দুটিকে দেখ, আর আমাকেও দেখ। তবু ধীর—

তবু স্থির—তবুও অকম্পিত অচল সুমেরু। বালক! বালক! তোমাদের মায়ের নাম কি?

কুশী। মায়ের নাম মা।

লক্ষ্মণ। আরে অবোধ, মায়ের নাম মা, এ সকলেই জানে। অন্য নাম কিছু জান?

লব। মায়ের আমাদের একটি নাম নয়, কত নাম।

লক্ষ্মণ। কি—কি?

লব। কত বল্‌ব? লোকে কত নাম ধ'রে আমাদের মাকে ডাকে।

লক্ষ্মণ। দুই-একটী নাম বল?

কুশী ও লব।—

গান।

কেহ ব'লে সতী,　　　　কেহ বলে সাবিত্রী,
　　কেহ বলে বসুমতী-দুহিতা।
কেহ বলে মা　　　　কেহ বলে শ্যামা,
　　কেহ বলে উমা অপরাজিতা॥
কেহ বলে গঙ্গা,　　　　কেহ বলে যমুনা,
　　কেহ বলে নর্ম্মদা, সরস্বতী।
কেহ বলে বনরাণী,　　　　কেহ বলে রাজরাণী,
　　কেহ বলে লক্ষ্মী অরুন্ধতী।
কেহ বলে বেদমাতা,　　　　কেহ বলে গায়ত্রী
　　কেহ বলে প্রণব-প্রকৃতি।

[নৃত্য সহকারে]

মা আমাদের নিস্তারিণী,　　　　মা অনাথ-পালিনী
মা আমাদের ভবরাণী,　　　　মা আনন্দ-রূপিণী।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

[লক্ষ্মণ অপলক অশ্রুপূর্ণ নয়নে কুশী লবের
গমন পথে চাহিয়া রহিলেন]

রাম। [লক্ষ্মণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া] নয়নে আনন্দাশ্রু—স্পন্দিত হৃদয়, একি রে প্রিয়তম ?

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! কি করেছি—কি করেছি! ঐ চ'লে গেল। আমাদের বংশের জলপিণ্ডের স্থান ঐ চ'লে গেল। মা! মা! বেঁচে আছিস্ ?

রাম। ভাই রে! জটিল রাজনীতি আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে মিলনের অন্তরায়। চল, যজ্ঞের অশ্ব দিগ্বিজয়ের জন্য এতক্ষণ সুসজ্জিত হয়েছে। নগরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর শুভাগমন হয়েছে। আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের সম্মান—অভ্যর্থনায় ত্রুটি হ'তে পারে। মুনিবর! বিদায় দিন্।

বাল্মীকি। জয় হ'ক, মহারাজ।

রাম। আপনার শুভাগমন কখন্ হবে ?

বাল্মীকি। দিগ্বিজয়ের অশ্ব নগর প্রত্যাগমনকালে যেন আমার তপোবনের পূত মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে যায়; সেনানীর প্রতি এইরূপ আদেশ কর্‌বেন। আমি সেই অশ্ব ও সৈনিকগণের সঙ্গে রাজধানী অনুগমন কর্‌ব।

রাম। যে আজ্ঞে। [রাম, লক্ষ্মণ প্রণত হইলেন, বাল্মীকি যজ্ঞ-সূত্রবদ্ধ হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন]

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—কীর্ত্তির শ্বশুরালয়। কাল—রাত্রি।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত কীর্ত্তিকে ধরিয়া মন্মোহিনীর প্রবেশ।

কীর্ত্তি। [যন্ত্রণাব্যঞ্জক কণ্ঠে] ঘা—ঘা, আস্তে—আস্তে!

মন্মো। মুখপোড়া! ঘাটের মড়া! ভিটে মাটী খুইয়ে আমার বাপের মাটী কুটে ডুবাতে এসেছ? কে তোর পিণ্ডি সেদ্ধ করে, রে কুটে মড়া? আপদ্-বালাইয়ের জন্যে রেতে একটু ঘুমুতে পাই নি; রাত তুপুরে কুট শূলুনীর চীৎকার। উঃ! পচা গন্ধে চিল, শকুনি নেমে আস্‌ছে। থাক্ মুখপোড়া, এইখানে প'ড়ে থাক্। যত পারিস্ গো-ডাক্ ছাড়্। ঘরের চৌকাঠ ডিঙুবি ত ঝ্যাঁটার উল্টো দিকে পাট্ করব।

[গমনোদ্যত]

কীর্ত্তি। মোহিনি! ও মনো, শোন—শোন।

মন্মো। [দূর হইতে বক্র কটাক্ষ করিয়া] কি শুন্‌বে রে ঘাটের মড়া! তোর গুষ্টির পিণ্ডি শুন্‌বে?

কীর্ত্তি। ফুঁ দাও—ফুঁ দাও, পোকা কামড়াচ্ছে। উ-হু-হু! আঙুল খ'সে গেল।

মন্মো। এখুনি হয়েছে কি? এইবার সুদের কড়ি গোণ, মুখ-পোড়া—আঙুল খ'সে যাবে না? বামুনের ঘরে চাবি লাগাও? এখন টাকার তোড়া এসে ফুঁ দিচ্ছে না যে? কত লোকের বুকে ছুরি মেরেছ—কত লোককে ভিটে-ছাড়া করেছ, কুটশূল ধর্‌বে না? বেশ হয়েছে, আমি ধান ভেনে খাব; তোমার সাজা হয়েছে—উত্তম হয়েছে।

কীর্ত্তি। আর পাপ করব না, তোমার দিব্য প্রাণেশ্বরি, আর পাপ করব না। উ-হু-হু! পা' টা খ'সে গেল, ফুঁ দাও—ফুঁ দাও।

মন্মো। ব'য়ে গেছে, এই চল্‌লাম; ঘরে খিল এঁটে দিই গে।

[প্রস্থান।

কীর্ত্তি। টাকা—টাকা—টাকা! আজ তুমি ফাঁকা আর আমি বোকা। সবাই গা ঢাকা দিচ্ছে। এত দিনে আক্কেল হ'ল! চল্— শালার কপাল, তোকে আজ পাথরে আছ্‌ড়ে ভাঙ্‌ব। [যন্ত্রণায় মৃত্তিকায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল]

পাখা হস্তে মন্মোহিনীর পুনঃ প্রবেশ।

মন্মো। [স্বগত] মুখপোড়া মর্‌লেও ত সোয়াস্তি নেই। রাঁড় হ'য়ে একাদশী কর্‌তে হবে। আপদ্ বালাই হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে মার্‌লে! [প্রকাশ্যে] বল্—মুখপোড়া, কোন্‌খানে টাকার শূলুনি ধরেছে, বল্?

কীর্ত্তি। [হাত দেখাইয়া] এইখানে—এইখানে। হাতটা খ'সে গেল। জ্ব'লে ম'লাম, ফুঁ দাও—ফুঁ দাও।

মন্মো। [হাতখানি যত্ন সহকারে ধরিয়া পাখার দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন] মুখপোড়া, আর সুদের ব্যবসা কর্‌বি?

কীর্ত্তি। সুদের কড়ি শূকর-বিষ্ঠা, আর কখন খাব না। তুমি যা বল্‌বে, তাই শুন্‌ব। টাকা, পয়সা কিছুই আপনার নয়, তুমিই একমাত্র আমার আপনার।

মন্মো। আমিও তোর আপনার নই রে মুখপোড়া, আমিও তোর আপনার নই। আপনার সেই ভগবান্, যদি বাঁচ্‌বি, তবে সেই ভগবান্‌কে ডাক্।

কীর্ত্তি। [বিশ্বক্তি জড়িত কণ্ঠে] ভগবান্! ভগবান্!

মন্মো। আ—মর্! ডাকার ছিরি দেখ! রোগী যেমন নিম খায় মুদিয়া নয়ন। আবার ডাক্ মুখপোড়া, আবার ডাক্।

কীর্ত্তি। কেমন ক'রে ডাক্‌তে হবে বল, মোহিনি?

মন্মো'। যেমন ক'রে সুদের কড়ি গুণে নিয়ে টাকার নামে-খাওয়া-নাওয়া ভুলে যেতিস্, নামটাকেও সেই টাকার থ'লে মনে কর্। তেঁতুলের নাম কর্‌লেই যেমন জিভে জল সরে, নামটাকেও সেই তেঁতুল মনে ক'রে যদি জিভে জল সরাতে পারিস্, তা' হ'লে এ কুটের শূলুনী বরফের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। মনে কর্—নামটাকে সেই তেঁতুল মনে কর্ দেখি, মুখপোড়া!

কীর্ত্তি। ভগবান্! ভগবান্!

মন্মো। আর বামুনের জাতহিংসা কর্‌বি?

কীর্ত্তি। আর কখন কর্‌ব না, বামুন কাল্‌সাপ, ভয়ানক বিষ! জ্ব'লে মলাম—পুড়ে মলাম। ওষুধ দাও—ওষুধ দাও।

মন্মো। এ রোগের কি আর ওষুধ আছে রে, মুখপোড়া! যদিও থাকে, তবে জানে সেই ভগবান্। ভগবান্‌কে ডাক্—তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্, কি ওষুধ আছে।

কীর্ত্তি। ভগবান্! আর পাপ কর্‌ব না। বল ভগবান্, কি ওষুধ আছে?

গীতকণ্ঠে ধর্ম্ম-অনুচরগণের প্রবেশ।

ধর্ম্মানুচরগণ।—

গান।

এ যে নিদান ব্যাধি এ রোগের আর নাই ঔষধি।

কীর্ত্তি। ঔষধ নাই! এ রোগের ঔষধ নাই?

ধর্ম্মানুচরগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

এ সঙ্কট ব্যাধির মুক্তি যুক্তি,
আয়ুর্ব্বেদে নাই উক্তি,
অসাধ্য—অসাধ্য
বিধি বিষ্ণু শিব ধন্বন্তরি,
তাই নিদানশাস্ত্রে নিরূপণ
করেছেন বৈদ্যগণ,
কেবল ব্রাহ্মণের পদরজঃ
এ ব্যাধির মহৌষধি ॥

কীর্ত্তি। ব্রাহ্মণের পদরজঃ? তাই নোব—তাই নোব—তাই খাব। মোহিনি! মোহিনি! এনে দাও—এনে দাও—ব্রাহ্মণের পদরজঃ একটু এনে দাও। জ্ব'লে মলাম—পুড়ে মলাম।

ধর্ম্মানুচরগণ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

দেখ কত পাপের বাধা,
শোন নাই ত নিষেধ বাধা,
ভিজিয়ে কম্বল করেছ ভারি,
কোথায় তোমার অর্থ কড়ি,
কোথায় বা সে বিষয় বাড়ী,
করেছ পাপ যাদের মোহেতে পড়ি,
কে কার আপনার কে কার পর,
শত্রু মিত্র সত্য পর,
এসেছ ভাই, মীমাংসার পথে ;—
ভজ নিত্য নিরঞ্জন,
শুদ্ধ সত্য সনাতন,
এ নিদান রোগে ত্রাণ পাবে যদি ॥

[প্রস্থান।

মন্মো। শুন্‌লি—শুন্‌লি মুখপোড়া, বামুনের পায়ের ধূলো খাবি চল্।

অযোধ্যার রাজা যজ্ঞ করেছেন, সেখানে লক্ষ বামুনের পায়ের ধুলো পড়্‌বে। খাবি—নিবি—গায়ে মাখ্‌বি, সব রোগ বালাই কেটে যাবে। চল্‌ মুখপোড়া; চল্‌। [কীর্ত্তিকে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অবতারের প্রবেশ।

অব। বাবা শালা সব ফাঁক্‌ ক'রে দিয়ে কুঠ নিয়ে খাবি খাচ্ছে। আরে, তা হবে না! বেটার ছেলের কুঠ হবে না? একটা পয়সা কখন হাতে তুলে দেয় নি। না, আর ত পারা যায় না। এমন ক'রে ত আর দিন চলে না! মামার বাড়ীটি আমার ঠিক যমপুরী, এখানে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য অস্ত যায়, পশ্চিমে উদয় হয়। মামা বেটারা এক এক শালা যমের ডান হাত, বাঁ হাত। না খেয়ে বাবা, চামচিকি হলেম। শুনেছি—অযোধ্যার রাজা যজ্ঞ করেছে। সেই যজ্ঞে মাস ভ'র বামুন-ভোজন হবে। বামুন বেটারা গামছা কাঁধে ক'রে চারিদিক্‌ থেকে ছুটছে। আমিও একগোছা সুতো গলায় ঝুলিয়েছি। বামুনের সঙ্গে বামুন হ'য়ে মাস-খানেক বেশ ভালটা-মন্দটা খেয়ে শরীরটা সাম্‌লে নোব। কে আমায় চিনে রেখেছে? যদি বলে তুমি কে? ব'লে দোব, পোটাচুন্নি চৈতন্য সিদ্ধান্তের পুত্র পদ্মলোচন টিকি ন্যায়রত্ন। ব্যস্‌! গাঁজা এক ছিলিম আছে, পয়সা একটিও নেই। আরে, পয়সার জন্য ভাব্‌না কি? সে ত আমার হাতের মুটোয়। ভিঁড়ের মাঝখানে ঢুকে বেমালুম গেঁজে কেটে নোব। জয় বাবা বিশ্বনাথ খুড়ো! তা' হ'লে—তা' হ'লে তোমার—পা হাঁটাতে সুরু কর্‌লে। [গমনোদ্যত]

বিঘ্নের প্রবেশ।

বিঘ্ন। কে হে তুমি ছোক্‌রা?

অব। আমি—আমি। সংস্কৃতং অর্থাৎ যং রং লং বং হং হং ক্ষং। পোটাচিন্নি চৈতন্য সিদ্ধান্তের পুত্র পদ্মলোচন টিকি ন্যায়রত্নং শর্ম্মণং।

বিঘ্ন। বেশ—বেশ। তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমি সেই যজ্ঞের হর্ত্তা কর্ত্তা। অর্থাৎ সেখানকার বর্ত্তমান দিগ্বিজয় মন্ত্রী। যজ্ঞের সমস্ত ভার আমার ওপর, কত খাবে? ইচ্ছা কর্‌লে তোমায় লেংচার গাম্‌লায় ডুবিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব; বুঝ্‌লে?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। বলি শোন। এই যজ্ঞের পরেই একটি নতুন নিয়ম প্রচার করা হবে। অর্থাৎ পুণ্যি ধর্ম্ম—আর সংসারে থাকবে না। পুণ্যির পিণ্ডি চট্‌কেছি। ব্যবস্থা কি শুন্‌বে? শোন। অর্থাৎ মা-বাবাকে আর বিনা পরিশ্রমে ভাত দিতে পাবে না। আধুনিক সভ্য নিয়মটির মত হচ্ছে, পরিবারই সর্ব্বে-সর্ব্বা। ইয়া বড় বড় অনন্ত, হাতজোড়া চুড়ি, রংচঙে কোমরে হার, গলাজোড়া চিক্, তারাহার, মাথার ফুল, চিরুণী, সিঁথি, পায়ের তোড়া, কানের ফুল, নাকের নৎ ইত্যাদি—ইত্যাদি গা-ভরা গয়নায় সাজাতে হবে। আর মাকে একগাছি মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে বল্‌তে হবে, গোয়াল কাড়্, বাসন মাজ্, ধান সিদ্ধ কর্, কাপড় কাচ্, না পারিস্ ইস্তবা। চাকরী ক'রে খাও গে। পরিবারকে বল্‌তে হবে, পাগ্‌লী, জরদা দিয়ে পান সাজ, একটু চা গরম ক'রে দাও, ব্যস্! এর অতিরিক্ত কিছুই নয়, তা' হলেই কমলা চঞ্চলা হ'য়ে বস্‌বেন। কমলা চঞ্চলা হ'লেই শয্যা-কণ্টক, ঘুমের ব্যাঘাত, শেষে অনিদ্রা-ক্লেশ-জনিত অজীর্ণ অম্ল ব্যাধির উৎপাত। ক্রমেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি; বুঝ্‌লে?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। ডুব-সাঁতার দিতে জান? ডুব-সাঁতার?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। হাডু ডু ডু খেল্‌তে পার? চু রে—রাং—চাং পার?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। বেগুণ চুরি কর্‌তে শিখেছ ?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। 'ভ্যালা মোর ধন রে! এদ্দিন কোথায় ছিলে, গোপাল ? তোমার মত একটা জুড়ীদার যদি পেতাম, তা' হ'লে কেল্লা ফাঁক্‌ ক'রে ফেল্‌তাম। বিড়ি-টিড়ি খেতে শিখেছ ?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। লক্ষ্মী ছেলে! আহা, ছেলের কাঠামোখানা দেখ্‌লেও চোখ জুড়োয়! সেই একটা সুদেব না কি অপদেব, বেটার ছেলের সব বুজ্‌রুকি। যেমন তক্কা পেলে, তেমনি আক্কেল দিয়েও গেল। মা, বাপ্‌কে কদাচ ভক্তি ক'রো না,; তা' হ'লেই গোল্লায় যাবে। ঘোড়ার মত খাটাবে— পাখীর মত আহার দেবে; তবেই দেখ্‌বে কমলা তোমার ঘরে অচলা হ'য়ে বছর বছর ছার্‌পোকার মত বাচ্ছা প্রসব কর্‌বেন। বুঝ্‌লে ?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। কেবল হুঁ দিয়ে গেলে ত হবে না; আমি একা কত ব'কে মরি ? বিড়ি-টিড়ি এক-আধটা কাছে আছে ?

অব। হুঁ।

বিঘ্ন। আবার বলে হুঁ। শেয়ালের লেজ আছে ? বুঝ্‌তে পার নি ? যাকে বলে গঞ্জিকা। আছে ?

অব। আছে বৈ কি।

বিঘ্ন। ভ্যালা মোর ধন রে! এস—মোর কাঁধে এস।

অব। আমি তোমায় কাঁধে কর্‌তে পারি !

বিঘ্ন। তা অনেকক্ষণ বুঝেছি। আমি এ পিট ও পিট, তুমি আবার তেরে কেটে তা। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

অব। চল।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বাল্মীকি-তপোবন। কাল—প্রভাত।

পূজার সামগ্রী লইয়া সীতা উপবিষ্টা।

সীতা। পিতা! পিতা! মুনিবর!
একি মনস্তাপ শেলে বিঁধিলে সীতার বুক!
তুমিও নিদয় হ'লে?
এ বন-কুটির—লৌহের পিঞ্জরে
বাঁধি নিষেধ-শৃঙ্খলে
যেতে নাহি দিলে নবীন নীরদ পাশে।
চাতকীর আশা-তৃষ্ণা দিলে না মিটাতে?
কোন্ অপরাধ—কোন্ বাধা,
কোন্ কলঙ্কের ভয় ছিল, পিতা,
মুদিতা ম্লানা সরোজিনীর
দিনমণি দরশন পথে?
রে ভাগ্য অভাগীর!
সরিৎ সাগর স'রে গেল—
পিপাসা রহিল বুকে।
রে নয়ন!
পথে পেয়ে হৃদিরত্ন
ভ্রমে অন্ধ হ'লি?
কি করিলি রে হস্ত পদ!

রঘুবর! রঘুবর!
বুঝি আর দেখা হবে না জীবনে।
মানস-নয়নে হেরি'
শেষ-পূজা করি সমাপন।
হৃদয়-রতন!
কাঙালিনী আমি, তুমি রাজ্যেশ্বর;
কি দিয়ে তোমার পূজা করি, প্রাণনাথ?
অশ্রু মাত্র সম্বল আমার।

গান।

অশ্রুপ্রেমে ভিতিয়া কুসুম হার
গেঁথেছি পরা'তে প্রাণনাথ।
ধর—ধর—ধর, পর—পর—পর
প্রিয় রঘুবর অনাথিনীর নাথ॥
বাস চন্দন ভাল, শ্বেত বনফুল
এনেছি অঞ্চল ভরিয়া।
এনেছি বনফল, নিঝরিণী জল,
ধর প্রিয়তম আসিয়া॥
এ হৃদিব্রততী-মূলে শয্যা রচেছি,
শয়ন কর নবঘন তায়।
পদতলে আমি রয়েছি বসিয়া,
রাতুল চরণ সেবায়॥
কেঁদো না—কেঁদো না, ভেবো না—ভেবো না,
নাই আমি মনোদুঃখে।
সত্য পালনে ত্যজেছ আমারে,
আমি সুখী তোমার সুখে।

কুশী ও লবের প্রবেশ।

কুশী, লব। মা! মা! মা!

সীতা। কে কুশী, লব! নির্ম্মম পুত্র! এই বয়সে এত নিষ্ঠুরতা কার কাছে শিখেছিস্?

লব। কেন, মা?

সীতা। দুষ্ট ছেলে! একবার কোলে না গিয়ে কা'কে কাঁদিয়ে এসেছিস্? নিষ্ঠুর, তিনি যে তোমাদের পিতা!

কুশী, লব।—

গান।

মা পায়ে ধরি আর ব'লো না।
সে নিঠুর পাষাণ নিরদয় রামে
পিতা বলিতে প্রাণ চায় না॥

সীতা। কেন, নির্ম্মম?

কুশী।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

প্রাণে যে দিয়েছে দারুণ ব্যথা,
কহিতে সে কথা মর্ম্ম ফেটে যায়।

লব।— তুমি মা রাজরাণী অন্নের কাঙালিনী,
পুত্র হ'য়ে কি মা, দেখিতে পারা যায়॥

সীতা। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! পিতাকে পিতা বল্‌বি না?

কুশী।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

গর্জ্জিবে শরজাল পিতা পিতা ব'লে,
ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া।

লব।— যে দিনেতে তুমি মা, বসিবে রাজাসনে
ভারত-ঈশ্বরী সাজিয়া॥

সীতা। অবোধ! সুরাসুরগন্ধর্ব্ববিজয়ী অযোধ্যানাথের সঙ্গে যুদ্ধ করবি? তোরা দুটি ক্ষুদ্রপ্রাণ, তাঁর অসংখ্য সেনা সেনানী। তোদের সামান্য ধনুর্ব্বাণ, তাঁর অক্ষয় আয়ুধাগার। তোরা নির্ধন বাত্যাহারী, তিনি রাজভোগের অধিকারী—ধনেশ্বর।

কুশী।—　　　[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

তোমার পীযূষ পান ক'রে থাকি যদি মা,
ডরি না শমনে হেরিয়া।

লব।—　　তৃণসম গণি রাঘবের সেনা,
ফেলিব ভূমিতে কাটিয়া॥

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। ঠিকই বলেছে মা, কেশরী-কুমার তপঃপরায়ণ হ'লেও আপনার স্বভাব ভুলতে পারে না। মা ধরিত্রী-সুতে, তোর স্তনদুগ্ধ-পানের যে অমর-বিজয়িনী শক্তি আছে, কুশী, লবের এ বিশ্বাস অমূলক নয়।

সীতা। বাবা! বাবা! এ নিষ্ঠুর পুত্রদের আর আপনি অস্ত্র-শিক্ষা দেবেন্ না। কি জানি, কখন কার কি সর্ব্বনাশ ক'রে বসবে। ওদের কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে।

বাল্মীকি। মা! ক্ষত্ররাজনন্দিনি! ক্ষত্ররাজরাণি! তোর পুত্র যদি অস্ত্র-শিক্ষা না করবে, তবে ভারতে সত্য রাজ্য স্থাপন করবে কে? চিন্তা কি, মা! তোর পদধূলি অক্ষয় বর্ম্ম সন্তানের শিরে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্, যেন কুশী, লব তোর জগজ্জয়ী হয়। বিদায় নিতে এসেছি মা, আমায় বিদায় দে।

সীতা। কোথায় যাবেন, পিতা?

বাল্মীকি। নৈমিষারণ্যে।

সীতা। কেন, বাবা?

বাল্মীকি। কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সীতা। কবে আস্‌বেন, বাবা ?

বাল্মীকি। তার কিছুই স্থিরতা নাই, মা !

সীতা। সেখানে কি না গেলেই নয় ?

বাল্মীকি। না মা, না গেলেই নয়।

সীতা। বাবা ! বাবা ! [চক্ষে হাত দিলেন]

বাল্মীকি। কাঁদ্‌ছিস্ কেন, মা ?

সীতা। এ অরণ্য-প্রদেশে সীতার রক্ষক আর কে আছে, বাবা ?

বাল্মীকি। চিন্তা নাই মা, আমি যত শীঘ্র পারি, আস্‌ব। কুশী, লব ! তোমাদের উপর আজ আমি একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন দেখি, আমার বিল্বকুঞ্জ কুটির-কাননে কোন্ অত্যাচারী পামর নবজাত কুসুম-কলিকা, কচি কচি বিল্বশাখা ভগ্ন ক'রে অপচয় করে। তোমরা সর্ব্বদাই আমার তপোবনের প্রান্ত ভাগে প্রহরিরূপে সতর্ক থাক্‌বে। যেন কোন্ জীব জন্তু, মানব দানব, দেবতা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষঃ, এমন কি পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে না পারে। যদি কেহ আত্মবলের পরিচয় দিয়ে সীমা অতিক্রম করতে আসে, তবে সম্মুখ-সমরে তাকে বন্দী ক'রে রাখ্‌তে কোনমতে পশ্চাৎপদ হবে না। তবে দেখো, কারও যেন প্রাণ-বধ ক'রো না।

কুশী, লব। যে আজ্ঞে, দাদামহাশয় ! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

বাল্মীকি। সর্ব্বজয়ী রাম-বিজয়ী হও। তবে আসি, মা !

সীতা। আসুন, বাবা ! [প্রণাম]

বাল্মীকি। শিব হ'ক্—শিব হ'ক্।

[প্রস্থান।

সীতা। পিতা চ'লে গেলেন। আজ আমার কানন-কুটির অন্ধকার। রাম-বিজয়ী হও ব'লে কুশী, লবকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন; এর তাৎপর্য্য কি?

একজন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। মা! ফল পানীয় আহরণ করেছি।

সীতা। চল, বাবা!

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্যদেশ। কাল—মধ্যাহ্ন।

দ্রুতপদে ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। আর্য্য! এই পথে—এই পথে। ঐ দেখুন—অশ্বভালের দীপ্ত লিপির সুবর্ণজ্যোতিঃ পার্ব্বত্য পথ আলোকিত ক'রে চলেছে।

ভরত। উঃ! অশ্বের কি বিদ্যুদ্বৎ মনোহর গতি! রথের বায়ুগতি অতিক্রম ক'রে চলেছে। ধন্য—ধন্য, শৈবলপতি!

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। কে আছ—কে আছ? সতীপুত্র বীরপুত্র এ মর্ত্তভূমির মধ্যে কে আছ? ধর—ধর—অশ্ব ধর।

সশস্ত্র পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। কেউ নাই—কেউ নাই, সতীপুত্র—বীরপুত্র এ ধরণীর বক্ষে কেউ নাই—একটিও নাই। কেবল বাক্যপটু—ভীরু—কাপুরুষ!

বিঘ্নের প্রবেশ।

বিঘ্ন। কাপুরুষ ব'লে কাপুরুষ, সব ভেরুয়ার দল! এমন পরিপাটী রণসজ্জা কর্‌লাম, একটা তীর ছুঁড়্‌তে পেলুম না। এই দেখ দেবতা, নিজের হাতটা নিজেই কাম্‌ড়ে রক্তপাত করেছি।

দুর্ম্মুখ। কে আছ—কে আছ? সতীপুত্র—বীরপুত্র এ মর্ত্তভূমির মধ্যে কে জন্মগ্রহণ করেছ, ধর—ধর অশ্ব।

পতাকাধারী সৈন্যগণের প্রবেশ।

পরীক্ষা। সৈন্যগণ! শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে অশ্বের পশ্চাৎ অনুসরণ কর। বাজাও—বাজাও বিজয়-বাদ্য।

[রণবাদ্য বাজিতেছিল, সৈন্যগণ সেই রণবাদ্যের তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া চলিতেছিল]

দুর্ম্মুখ। কে আছ—কে আছ? সতীপুত্র বীরপুত্র এ মর্ত্তভূমির বক্ষে কে আছ? ধর—ধর—অশ্ব ধর।

বিঘ্ন। দেবতা! এস, ঘরে ঘরে লড়াই করি। রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার পা দুখানা লাফিয়ে উঠ্‌ছে।

পরীক্ষা। কেউ নাই—কেউ নাই, সতীপুত্র—বীরপুত্র এ ধরায় কেউ জন্মগ্রহণ করে নাই। দিগ্বিজয় সমাপ্ত—চল অযোধ্যায়।

ভরত। মহারাজের আদেশ, দিগ্বিজয়ী অশ্ব বাল্মীকির তপোবনের মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর্‌বে।

পরীক্ষা। উত্তম, সৈন্যগণ! চালাও অশ্ব বাল্মীকি-কাননে।

বিঘ্ন। হায়! হায়! রাজার আদেশ—চালাও অশ্ব। শালগাছের হাওয়া খেয়ে রাজ্যে গিয়ে লুচী, মোণ্ডা খাওয়া যাবে।

পরীক্ষা। এস সৈন্যগণ! [সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজপথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

প্রভু-বৈষ্ণব, সহ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণের প্রবেশ।

সকলে। জয় অযোধ্যাপতির জয়! জয় অযোধ্যাপতির জয়!!

১ম বৈষ্ণব। চল—চল্, খুব তাড়াতাড়ি—খুব তাড়াতাড়ি। এত-ক্ষণ হয় ত যজ্ঞ শেষ হ'য়ে গেল! ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরেই বৈষ্ণব-ভোজন। ধর—গান ধর। প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

[প্রভু-বৈষ্ণবকে মধ্যস্থলে করিয়া মণ্ডলাকারে]

সকলে।—[নৃত্যসহ]

সঙ্কীর্ত্তন।

প্রেমানন্দে প্রভুর নামে হরিবল মন, হরিবল মন।

বৈষ্ণবীগণ।— মালসা ভোগের সময় হ'ল প্রভু, ধরেছে পেটের জ্বলন॥

প্রভু-বৈষ্ণব।— প্রেমের কর্ত্তা আমি হরি,

বৈষ্ণবীগণ।— তাইতে প্রভুর সঙ্গে ফিরি,

বৈষ্ণবগণ।— পেটের দায়ে পেছু পেছু ফিরি,

প্রভু, নাই ত মোদের রূপযৌবন॥

প্রভু-বৈষ্ণব।— আমি শুধু প্রেম-কাণ্ডারী,

বৈষ্ণবগণ।— প্রভুর লীলা বুঝতে নারি,

বৈষ্ণবীগণ।— আঁকা বাঁকা টেড়ি কেটে প্রভু,

মজিয়েছ আমাদের মন॥

প্রভু-বৈষ্ণব।— আমি এখন টিকিধারী,

বৈষ্ণবগণ।— তিলক সাঁটা, প্রভুর মোটা ভুঁড়ি,

বৈষ্ণবীগণ।— তরকারীকে তরকারী প্রভু,

বাবাজীকে বাবাজীবন॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ প্রবেশের পথ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

প্রবেশ পথে একখানি শুভ্র বস্ত্রাসন পাতা ছিল, সুমন্ত্র একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আহুতগণকে আহ্বান করিতে-ছিলেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-বেশে অবতারের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। আসুন—আসুন। আপনাদের পদরেণু স্পর্শে অযোধ্যা-ভূমি পবিত্র হ'ল। এই বস্ত্রাসনে পদধূলি দান ক'রে যজ্ঞস্থলে অগ্রসর হ'ন্।

ব্রাহ্মণগণ।—

গান।

জয় পূর্ণ, যশঃ পূর্ণ, হ'ক্ পুণ্য পূর্ণ ভবনে।
ধন পূর্ণ, জন পূর্ণ, হ'ক্ কীর্ত্তি পূর্ণ কিরণে॥
হ'ক্ পূর্ণ মান্য গণ্য,
গৃহ পূর্ণ ধন ধান্য,
হ'ক্ যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ,
আশিস্ বচনে॥

[ব্রাহ্মণগণ বস্ত্রাসনে পদরজঃ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন]

অব। [বস্ত্রাসনে পদস্পর্শ করিতে গিয়া হঠাৎ পদদ্বয় অবশ হইয়া পড়িলে স্বগত বলিল] য়্যাঁ! সবাই চ'লে গেল, আমার পা দুখানা উঠ্‌ছে না কেন? ও বাবা রে! এ যে একদম জগদ্দল পাথরের মত ভারি হ'য়ে পড়্‌ল। লোহার শিকল বেঁধে কে যেন নীচের দিকে টান্‌ছে। ও বাবা! একি হ'ল রে!

সুমন্ত্র। আসুন—আসুন, বস্ত্রাসনে পদধূলি দেন্, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

অব। এই রে! ধরা পড়্‌লুম দেখ্‌ছি। ও বাবা, এ যে পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধ'রে গেল। আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, টন্‌টনানি ধর্‌ল! ও বাবা—একি হ'ল রে?

সুমন্ত্র। ওকি! অমন কর্‌ছেন কেন?

অব। মহাশয়! আমার পা দুখানা কে মন্ত্র-বাণে ভেরে দিয়েছে। বিশমণ ভারী হয়েছে। উঃ-হু-হু! ভয়ানক কন্‌কনানি। এ মাটীর নীচে চুম্বক পাথর নেই ত, মশাই?

সুমন্ত্র। নিশ্চয়ই আছে। মণি, মুক্তা, সুবর্ণকে সে চুম্বক আকর্ষণ করে না; লৌহ পেলেই টেনে ধরে।

অব। য়্যাঁ! বলেন কি? তবে কি হবে? এ যে ভয়ানক কাম্‌ড়ে ধরেছে। দোহাই মশাই, পা দুটো খুলে দাও।

সুমন্ত্র। আগন্তুক! সত্য বল, তুমি কোন্ জাতি?

অব। আমি ব্রাহ্মণ, নৈকষ্য কুলীন। আমি টিকি ন্যায়রত্ন শর্ম্মণঃ।

সুমন্ত্র। মিথ্যা কথা, তুমি কখনই ব্রাহ্মণ নও। এখনও সত্য বল। তা না হ'লে ক্রমে তোমার মৃত্যু হবে—তোমার অস্তিত্ব এই মাটির ভিতরেই থেকে যাবে।

অব। য়্যাঁ! ম’রে মাটীর ভিতরে থেকে যাব? ও বাবা! একি বলে রে? [রোদন] মহাশয়, আমি বামুন নই, আমি পিতম্নী খয়রাণীর পুষ্যি, আমার বাবা সুদখোর বৈশ্য।

সুমন্ত্র। গলায় পৈতে কেন?

অব। আজ্ঞে, লুচী-মেওা খাবার লোভে!

সুমন্ত্র। মূর্খ! এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? গলায় পৈতে নিলেই যদি ব্রাহ্মণ হ’ত, তা’ হ’লে ঘুড়ির লাটাইখানা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হ’তে পারত। “ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ” পাপাচারি! এই অল্প বয়সে এত ধূর্ত্ততা শিক্ষা করেছ? দে—পৈতে ফেলে দে।

অব। যে আজ্ঞে--যে আজ্ঞে। [শশব্যস্তে পৈতে খুলিয়া] যা শালার পৈতে, খুবই কেলেঙ্কারা হ’ল! [ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

সুমন্ত্র। যা, এইবার প্রস্থান কর্।

অব। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে। [পশ্চাদ্দিকে লাফ দিয়া পাড়ল] এই যে ’রে বাবা, চুম্বুক ছেড়ে দিয়েছে। ও বাবা, বামুনের পৈতে শূদ্রে গলায় পর্‌লে চুম্বুকে টেনে ধ’রে মেরে ফেলে! এমন কাজ আর কখন করা হবে না। আর লুচী-গোল্লায় কাজ নেই। এখুনি গোল্লায় গিয়েছিলুম। এই সোজা পথে ভোঁ দৌড় দিই।

[বেগে প্রস্থান।

কীর্ত্তিকে ধরিয়া মন্মোহিনীর প্রবেশ।

মন্মো। [প্রবেশ পথের কিছু দূর হইতে] চল্, মুখপোড়া! ঐ সাম্‌নেই সদর দরজা; ব্রাহ্মণেরা সব চ’লে যাচ্ছেন; এইখানেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো পাওয়া যাবে।

কীর্ত্তি। উঃ! বাপ্ রে, আর চল্‌তে পারি না, প্রাণটা ঠোঁটে এসেছে।

মন্মো। দে মুখপোড়া, আমার কাঁধে ভর দে। [অতি সাবধানে কীর্ত্তির দেহভার নিজের স্কন্ধে লইয়া আসিতেছিলেন]

সুমন্ত্র। ও কি! কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, তুমি এখানে কেন? স'রে যাও —স'রে যাও।

মন্মো। মহাশয়! ইনি আমার স্বামী, বহু পাপানুষ্ঠানে এই মহাব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন। দৈব-প্রত্যাদেশ হয়েছে, লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরজঃ গ্রহণ কর্‌লে এ ব্যাধির উপশম হবে। তাই আমি প্রাণের দায়ে বহুদূর-দেশ হ'তে অযোধ্যায় আস্‌ছি। ভিখারিণীর প্রতি দয়া করুন—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরজঃ একটু দান করুন।

সুমন্ত্র। ভিখারিণি! বৃথা অনুযোগ। সে আদেশ আমার প্রতি নাই। স'রে যাও—প্রহরীরা দেখ্‌লে অপমানিত কর্‌বে। বড়ই লজ্জা পাবে।

মন্মো। কি বল্‌লেন? অপমানিত কর্‌বে? মহাশয়, ভিখারিণীর আর অপমানের ভয় কি? লজ্জাই বা কিসের? লজ্জা-নিবারণ স্বামী যখন ধরা হ'তে চির বিদায় গ্রহণ কর্‌তে বসেছেন, তখন লজ্জা আর কার জন্য?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। আরে শালা লোক, হিঁয়া কাঁহে আয়া রে? ভাগ্, শালা! ভাগ্।

মন্মো। প্রহরি! বিনয় করি, আমরা অনাথ। আমাদের উপরে অত্যাচার ক'রো না।

প্রহরী। আরে মাগী লোক, কুঠ বেমার আদ্‌মি লোক হিঁয়া কাঁহে আয়া? ভাগ্—ভাগ্—জল্‌দী ভাগ্; দাওয়াইখানামে যা; নেই তো মারেঙ্গা ডাণ্ডা; ভাগ্—ভাগ্। [প্রহারোদ্যত]

মন্মো। প্রহরি! তোমার পায়ে পড়ি, মড়াকে আর মেরো না, আমার মাথায় মার; পোড়া কপালখানা গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাক্। আমি তোমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্রের কাঙালিনী হ'য়ে আসি নাই। সর্ব্বস্ব গেছে—তোমাদের রাজা আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছে। তারই বিনিময়ে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরজঃ একটু আমায় দাও। গাছতলায় থাক্‌ব—ভিক্ষা ক'রে খাব—উপবাসে মর্‌লেও দুঃখ নাই—যদি আমার স্বামী প্রাণে বাঁচেন।

প্রহরী। ক্যায়া বকড়্ বকড়্ লাগায়া? ক্যায়া ঝন্‌ঝটিকা বাত? এ মাগী, এ শালা লোককে লেকে ভাগ্। এঃ! ক্যা দুর্গন্ধি!

মন্মো। ঘৃণা ক'রো না, প্রহরি; সুশ্রী কুশ্রী, রোগ স্বাস্থ্য সবই ভগবানের সৃষ্টি। আজ আমার—কাল তোমার। মানুষ হ'য়ে মানুষকে ঘৃণা করতে নাই। এখনি তোমার দেহ একটু ক্ষত হ'লে দুর্গন্ধ পূঁজ নির্গত হবে।

প্রহরী। ঐ রাজা বাহাদুর আতে হৈঁ। ভাগ্—ভাগ্, নেই ত মারেঙ্গা ডাণ্ডা। [প্রহারোদ্যত]

মন্মো। সাবধান প্রহরি, কাকে কটু-কাটব্য বল্‌ছ? আমার স্বামীর পাপের জন্য আমার অর্দ্ধ অঙ্গ পাপে পূর্ণ সত্য, কিন্তু বাকী আর আধখানা দেহে এক সর্‌যে প্রমাণ পাপের চিহ্ন নাই। তোমার কথা কি, আমি তোমাদের রাজার রাজাকেও ভয় করি না।

প্রহরী। ক্যায়া জবরদস্তি। মারি ডাণ্ডা মাথা'পর। [প্রহারোদ্যত]

রামের প্রবেশ।

রাম। [দূর হইতে] প্রহরি! [প্রহরী সভয়ে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল] যাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সুমন্ত্র। মহারাজ! এই স্ত্রীলোকটি, ওর স্বামীর জন্য লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরজঃ প্রার্থনা কর্‌ছেন।

রাম। দেওয়া হয় নাই কেন?

সুমন্ত্র। মহারাজের আদেশ ছিল না।

রাম। বিপ্র-পদরজঃ মহার্ঘ ঔষধ। এই মহাব্যাধির জন্যই সংগ্রহ। দানের উপযুক্ত পাত্র পেয়ে তাকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছ? [বস্ত্রাসন হইতে পদধূলি লইয়া] ধর মা, তোমার স্বামীকে খেতে বল।

মনো। [পদধূলি লইয়া] ধর—ভক্তি ক'রে খাও, আর গায়ে মাখ।

কীর্ত্তি। [মনোমোহিনীর কথা মত ভক্তি সহকারে খাইয়া ও গায়ে মাখিয়া] য়্যা! একি! একি! আগুনের জ্বালা জুড়িয়ে গেল! একি! একি! হাত, পা, সর্ব্বশরীর ব্যাধিশূন্য! ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! তুমিই ভগবান্—তুমিই নারায়ণ!

রাম। কে তুমি, শূদ্র?

কীর্ত্তি। মহারাজ! যে মহাপাপী একদিন আপনার বিচারালয়ে পাপের শাস্তির জন্য সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিতে দণ্ডিত হয়েছে, আমি সেই কুসীদজীবী কীর্ত্তি।

মনো। বাবা! আমার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে আজ আপনি যে, আমার স্বামীর জীবনদান দিলেন, এতেই আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী।

রাম। মা! তোমরাই সংসারের মঙ্গলময়ী। তোমার পুণ্যের বলেই কীর্ত্তির এই মহাব্যাধির দুর্গতি মুক্তি। তোমার এই অসামান্য পতিভক্তির পুরস্কার তোমার যাবতীয় আবদ্ধ সম্পত্তি তোমায় প্রত্যর্পণ

করলাম। সুমন্ত্র, কীর্ত্তির আবদ্ধ সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে মুক্তি-পত্র দাও গে।

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞে। চল, মা!

[কীর্ত্তি, মনোমোহিনী ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

রাম। আসুন ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞালয়ে শুভাগমন করবেন, আসুন।

[রাম সহ ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—কমলা-মন্দির। কাল—মধ্যাহ্ন।

অলঙ্কার-বিভূষিতা করুণা, বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী সুদেব, সভাপণ্ডিতবেশে তপোদেব ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দেব! মহারাজের আদেশ, এই কমলালয় সৌধ অট্টালিকা ভবন আজ হ'তে আপনার চিরাধিকৃত বাস-নিকেতন। আরও আপনাকে এমন একটি নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করা হবে, যার দ্বারা আপনাকে আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অভাবের ক্লেশ পেতে হবে না। [করুণার প্রতি] মা, আপনি আমাদের জননীগণের সর্ব্বপ্রধানা; স্বামী-পরিচর্য্যার পর অবসর মত আমাদিগকে স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ দান করবেন। ভাই সুদেব, এই যজ্ঞকার্য্যের পর হ'তে তুমি তোমার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবে।

রামের প্রবেশ।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! যজ্ঞাগারে গুরুদেব সশিষ্যে অপেক্ষা করছেন, এখনই আমায় কার্য্যে ব্রতী হ'তে হবে। একবার এই পুণ্য-প্রাণ ভূদেব-

দম্পতির সুখ-সম্মিলন দেখে শুভকার্য্যে ব্রতী হব, মনস্থ করেছি। তা না হ'লে এ বিপুল আয়োজিত যজ্ঞে আমার কিছুতেই মনঃস্থির হবে না। দেব, একবার সিংহাসন গ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য করুন।

তপো। হে মানব-বপুধারী ভয়াল ভবজলধিতারণ! তোমায় পেয়ে আবার আমায় বিষয়-মদিরা পানে মত্ত থাকতে হবে? মায়ার শৃঙ্খলে কর্ম্মভোগ পাষাণ বুকে ক'রে এখনও যন্ত্রণা-ভোগ করতে হবে? আর কেন? কবে এ মরু-সংসার ছেড়ে তোমার করুণাসিক্ত নন্দনে প্রবেশ কর্‌ব? কবে এ তৃষিত প্রাণ-চকোর তোমার নিত্য শান্তিনির্ব্বি কান্তির সন্নিকটে ব'সে আশা পূর্ণ ক'রে প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত কর্‌বে? আর কেন, কর্ম্মভোগের শেষ ক'রে দাও।

রাম। প্রভু! কাকে কি বল্‌ছেন? আমি অতি দীনতম আপনাদের পদারবিন্দরেণু-ভিখারী রাম।

তপো। ঐরূপ দীনের সঙ্গে দীনতা ভাবে আত্মীয়তা করাই ত তোমার মানব-অবতার লীলা প্রকটনের প্রধান উদ্দেশ্য। জমদগ্নির গৃহে পরশুরাম, কশ্যপের গৃহে বামন, এবার রামমূর্ত্তিতে বনের বানরকে বন্ধু সম্বোধন, গুহক চণ্ডালকে মিত্র সম্ভাষণ; আজ আবার তপোদেবের দীনতা দূর কর্‌বার জন্য অর্থ-প্রলোভন দেখাচ্ছ। বুঝ্‌লাম, হে ভবরায়! এখনও তপোদেবের কর্ম্মফল ভোগের শেষ হয় নাই।

রাম। প্রভু! সংসারী হ'য়ে সংসারের সার ধর্ম্ম প্রতিপালন, ভগবানের ইচ্ছানুকূল কার্য্য। আপনার এই পরাভক্তির পুরস্কার, অন্তিমে অবশ্যম্ভাবী বৈকুণ্ঠলাভ, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। [করুণার প্রতি] মা, একবার সিংহাসনে উপবেশন করুন।

করুণা। বাবা! আমি যে কি কর্‌ব—কি বল্‌ব, কিছুই ভেবে স্থির করতে পার্‌ছি না। কোন্ পুণ্যবলে আজ আমি রাজপুত্রগণের

জননী হলাম ? এ সৌভাগ্যের উদয়ে আমি যে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌ছি। বাবা! বাবা!

রাম। মা! উপবেশন করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়।

[তপোদেব ও করুণা একখানি উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া সুদেবকে কোলে লইলেন, রাম ও লক্ষ্মণ দুই পার্শ্বে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া মিলন দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন]

বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

দেখ্‌ রে নয়ন, মধুর মিলন, ভুবন ভবন আলোক রে।
আর্য্য-গরিমা কীর্ত্তি-চাঁদিমা, কিবা ভূলোক-আলোক পুলক রে॥
ওই—ওই মোদের মরত-জননী,
করুণাময়ী করুণারূপিণী,
এসেছেন ধরা জগত-জননী,
রমণীকুল-আলোক রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—যজ্ঞাগার। কাল—অপরাহ্ণ।

রাম, লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠ। দিগ্বিজয়ের সংবাদ কি, নরেন্দ্র ?

রাম। কি জানি, প্রভু! সে সংবাদ এখনও রাজধানীতে আসে নাই।

বশিষ্ঠ। তন্ত্রধার, বাল্মীকি মহাভাগও ত এখনও অনুপস্থিত. তারই বা কারণ কি ?

লক্ষ্মণ। তিনি অভয় দিয়েছেন, দিগ্বিজয়ী অশ্বের সঙ্গে রাজধানীতে আগমন কর্‌বেন।

কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। আমি এলাম একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে। গুরুদেব, চরণে প্রণাম। রামের আমার এ যজ্ঞের কে পাপ-পুণ্যের অংশ গ্রহণ কর্‌বে ? আমি শুনেছি, সস্ত্রীক যজ্ঞ-কার্য্যে ব্রতী হ'তে হয়, রাম যে আমার স্ত্রীহীন।

বশিষ্ঠ। কে বল্‌লে মা, রাম তোমার স্ত্রীহীন ? রামসীতা, পুরুষ প্রকৃতি অভেদাত্মা। একের অভাবে অন্যের এ ধরায় অবস্থিতি কখন সম্ভবে না। উভয়ে লৌকিক দৃষ্টির অন্তরালে আছেন সত্য, কিন্তু অন্তরের স্মৃতি এক আত্মা হ'য়ে অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনে অপার আনন্দসুখ ভোগ কর্‌ছেন। মা! স্ত্রীহীন পুরুষের কি এমন শ্রী-লাবণ্য থাকে ? তোমার

রাম স্ত্রীহীন নয়, মা! শুদ্ধ প্রজা-সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সীতার স্বর্ণ-প্রতিকৃতি বামে উপবেশন করান হবে।

কৌশল্যা। বাবা! এ কি কথা বল্‌ছেন? ধরণীসুতা বধূমাতা আমার ধরায় থাকৃতে রামের বামে স্বর্ণ-প্রতিকৃতি-সীতা বসিয়ে যজ্ঞ কর্‌বেন, সে দৃশ্য আমি কিছুতেই দেখ্‌তে পার্‌ব না! আমাকে যজ্ঞস্থল হ'তে নির্ব্বাসন করুন; আর দেখ্‌তে পার্‌ছি না। আমার রাম লক্ষ্মণ যুগ-পুত্রের মুখকমল দেখুন দেখি, যেন শিশির সিক্ত শতদলের মত পরিম্লান হয়েছে। সে পূর্ণিমার চাঁদে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘোর মসী ঢেলে দিয়েছে। বল্‌ছিলেন নয়, শ্রীলাবণ্য হীন হয় নাই? দেহে আর আছে কি? দুটি ভাই আজ আট বৎসরকাল সময়ে খায় নাই—ঘুমায় নাই, থাকে থাকে কেবল বিষাদের নিঃশ্বাস ফেলে। মা আমার গিয়ে পর্য্যন্ত বাবারা আমার একদিনও মনের মত বেশভূষা করে নাই—অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে আসে নাই। আমি আর কত সহ্য করি, ঠাকুর? আর কেন? রক্ষা করুন। এখনও কি প্রজাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই? এখনও কি রাজধর্ম্মের বুকে একটুখানিও ব্যথা লাগে নাই?

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। জয় হ'ক্—জয় হ'ক্, মহারাজ!

রাম। আসুন—আসুন, প্রণাম। আপনার শুভাগমন হ'ল, কিন্তু যজ্ঞাশ্ব ত এখনও রাজধানী প্রত্যাগত হয় নাই?

বাল্মীকি। য়্যাঁ! সে কি? সে তথ্য ত আমি কিছুই পরিজ্ঞাত নই। এখনও পর্য্যন্ত যজ্ঞাশ্ব আমার তপোবনে প্রবেশ কর্‌লে না দেখে ভাব্‌লাম, মহারাজ বোধ হয়, আমার আদেশবাক্য সেনানীর প্রতি প্রয়োগ কর্‌তে বিস্মরণ হয়েছেন। সময় বহির্ভূত হয়, তাই আমি উৎকণ্ঠিত প্রাণে সত্বর অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রাম। কি সংবাদ, দূত ?

দুর্ম্মুখ। যজ্ঞের অশ্ব পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে বাল্মীকি-কাননে এসে দুইটী বালক কর্ত্তৃক ধৃত হয়েছে। বালক দুইটির কেশরীর ন্যায় বিক্রম, অস্ত্রের গর্জ্জনে তপোবন প্রকম্পিত। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ—বিধ্বস্ত—আহত—বন্দী-কৃত। অশ্ব, রথী, সারথী সকলেই সশঙ্কিত।

বাল্মীকি। [স্বগত] ধন্য রে কুশী, লব, এতদিনে আমার রামায়ন গ্রন্থ-লিপি পূর্ণাক্ষরে পূর্ণ হ'ল !

লক্ষ্মণ। মুনিবর !, তবে কি আপনার সেই শিষ্যদ্বয় ?

বাল্মীকি। না রাজকুমার, তারা ক্ষুদ্রপ্রাণ তাপসী-বালক। রাম-সমরে অগ্রসর হ'তে তারা কখনই সাহসী হবে না। বিশেষতঃ তাদের প্রতি আমার সেরূপ অনুমতিই নাই।

রাম। সারথি ! সারথি !

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র।　প্রভু !

রাম।　সুসজ্জিত কর রথ,
　　যেতে হবে বাল্মীকি-কাননে।

সুমন্ত্র। উঃ ! আবার সেই বাল্মীকি-কানন !

[প্রস্থান।

কৌশল্যা। যুদ্ধে যেতে হবে না রাম, আর যজ্ঞে প্রয়োজন নাই। বুঝেছি, সতী-মায়ের মনস্তাপে এই সব দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর কেন বৃথা আড়ম্বর !

লক্ষ্মণ। জননি!
অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে
পৃথিবীর লোক হয়েছে একত্র।
এ যজ্ঞ যদি মা, পূর্ণ নাহি হয়,
হাসিবে জগৎ—হাসিবে ত্রিলোক।

রাম। অন্তঃপুরে যাও গো, কল্যাণি!
কোন চিন্তা নাই;
মুহূর্ত্তে আসিব ফিরি
যজ্ঞ-অশ্ব ল'য়ে অযোধ্যায়।

বাল্মীকি। সন্নিকট গোধূলির লগ্ন,
শীঘ্র যাও রাম, শীঘ্র যাও।

পুনঃ সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। প্রভু!
রথ প্রস্তুত।

লক্ষ্মণ। চল, দূত!
দেবে দেখাইয়া
কোন্ স্থানে আছে
সেই বালক-যুগল।

[রাম, লক্ষ্মণ, দুর্ম্মুখ ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

বাল্মীকি। চল—চল, আমিও যাইব।
জয় মা মঙ্গলে! জয় মা মঙ্গলে!
কুশী-লবের কর সুমঙ্গল!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। 　মহামুনি! মহামুনি!
কি মধুর ভবিষ্যদর্শিনী
তব গ্রন্থ-লিপি ফল!
ভগবন্! ভগবন্!
শিষ্য শ্রীরামের কর সুমঙ্গল!

[প্রস্থান।

কৌশল্যা। সতী বৌ-মা, মনস্তাপের শান্তি কর, মা! রাম নিষ্পাপ—রাম নির্দ্দোষ। বিপদ্‌বারণ! সঙ্গে যাও। চিন্তা-চিত্তহারা রাম আমার সমরে প্রবৃত্ত হ'য়ে কি সর্ব্বনাশ ঘটাবে, তা জানি না। আমিও যাব—আমিও যাব। কে আছে?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। ক্যায়া জরুরী কাম, মায়ি?

কৌশল্যা। তুমি রথ চালাতে জান?

প্রহরী। হাঁ, মায়ি! হামি রথ চালানেকো কাম শিখিয়েছি।

কৌশল্যা। চল, আমার কুসুম-বাটীকার রথ নিয়ে বাল্মীকি-কাননে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[স্থান—বাল্মীকি-কানন। কাল—অপরাহ্ণ।

সীতার প্রবেশ।

সীতা। সহসা কানন-ভূমি প্রকম্পিত ক'রে রণবাদ্য বেজে উঠ্‌ল। সৈন্যগণের কোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। কে কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছে? প্রাণ যে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল। কুশী, লব আমার, পিতার আদেশে তপোবন রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রহরিরূপে নিযুক্ত আছে। তবে কি আমার অবোধ পুত্র দুটি এই সমর-বিভ্রাট ঘটালে? উদ্ধত স্বভাব তাদের, হিতাহিত জ্ঞান নাই। মা সর্ব্বমঙ্গলে! আমার আর কেউ নাই, মা! একমাত্র জীবন-ধারণের অবলম্বন কুশী লব। তাদের যেন কোন বিপদ্ আপদ্ না হয়। মা বিপদ্‌বিনাশিনি! ত্রাহি মা! ও কি! ঐ জয়োল্লাস! ঐ বিপন্নের আর্ত্তনাদ! ঐ অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ! কুশী, লব! কুশী, লব! [গমনোদ্যত]

একজন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। মা! মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে! গুরুতর অশুভ সংবাদ! জানি না মা, কোন্ রাজার একটি যজ্ঞের অশ্ব আমাদের তপোবনে প্রবেশ ক'রেছে। সেই অশ্বের ললাটে লেখা আছে,—"সতী-পুত্র বীর-পুত্র হবে যেই, এ অশ্ব ধরিবে সেই।" তাই দেখে আমাদের কুশী, লব বলপূর্ব্বক সেই অশ্ব ধ'রে রেখেছে। আমরা এত নিষেধ কর্‌লাম, কিছুতেই শুন্‌লে না। তাই নিয়ে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত। রাজসৈন্য আমাদের কানন-

ভূমির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করেছে। কুশী, লবের কেউ সহায় নাই। কি হবে, মা?

সীতা। যা ভেবেছি, ঠিক তাই হয়েছে। দুষ্ট ছেলেরা আমায় পাগল ক'রে ছাড়্লে! মুনি বাবা এখানে নাই; কি হবে? [শিষ্যের প্রতি] বাবা! বাবা! তোমরা ফিরিয়ে আন্তে পার্লে না? ঐ—ঐ আবার সিংহ-গর্জ্জনের মত আর্ত্তনাদ! রঘুবর! রঘুবর! একবার এস, তোমার অসহায় পুত্র দুটি রণসঙ্কটে প্রাণ হারায়। ঐ কুশী লব মা মা ব'লে ডাক্ছে। ননীর পুতুল দুটি বুঝি অনল-আহবে ভস্ম হ'য়ে গেল। রঘুনাথ! রঘুনাথ! এস—এস।

[বেগে প্রস্থান।

শিষ্য। রঘুনাথ! রঘুনাথ! এস—এস। তোমার যুগল পুত্রকে সমর-সঙ্কটে রক্ষা কর। পুত্রপ্রাণা মা আমাদের পুত্রের প্রাণের আশঙ্কায় পাগলিনী হয়েছেন। এস—এস, অযোধ্যাভূষণ! দারুণ বিপদে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বাল্মীকি-কানন। কাল—অপরাহ্ণ।

পরীক্ষার সহিত লব ও ভরতের সহিত কুশীর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ এবং পরীক্ষা ও ভরতকে পরাস্ত করিয়া উভয়ে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

কুশী, লবের পুনঃ প্রবেশ।

লব। কোথায় পালাল—কোথায় পালাল? কুশী, তন্ন তন্ন অনুসন্ধান কর; যেন একটি প্রাণীও কাননের সীমাপথ হ'তে পলায়ন কর্‌তে না পারে।

কুশী। দাদা মহাশয় ব'লে গেছেন, তপোবন-সীমায় যে আস্‌বে, তাকে বন্দী ক'রে রাখ্‌তে। কিন্তু বন্দী কর্‌বার শৃঙ্খল কোথায় পাওয়া যাবে?

লব। বন্দী কর্‌তে না পারা যায়, অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্য ক'রে রাখ্‌ব, তবু একটি প্রাণীকেও ছাড়্‌ব না। চল—চল দেখি—কে কোন্ দিকে গেল। [গমনোদ্যত]

পাহাড়িয়া বালকগণের প্রবেশ।

১ম বালক। দাদা ভাই! দাদা ভাই! ড্যর্ কি রে? হামারা সাজিয়েছি, খুব জোর লড়াই চালাব। সড়্‌কী উড়্‌কী, তীর কাঁড়্ সব ঠিক করিয়ে আনিয়েছি। চালিয়ে দে—খুব জোর লড়াই চালিয়ে দে।

২য় বালক। চালিয়ে দে—খুনখারাপি লড়াই চালিয়ে দে। তুহারাকা ওয়াস্তে হামারা লেড়্কা আদ্মী সব জান্ দেবে। তুহারা হু হামাদের পরাণকা দেওতা।

৩য় বালক। এক-একঠো কাঁড় হাঁক্ব তো মাটী কাঁপিয়ে যাবে—আকাশ ছিঁড়িয়ে যাবে—পাহাড় গুঁড়িয়ে যাবে। চালিয়ে দে—চালিয়ে দে, সট্ সট্ লড়াই চালিয়ে দে।

সব। ভাই পাহাড়িয়াগণ! তোমরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ঐ দেখ—ঐ দেখ, উত্তর সীমান্ত-পথে কতকগুলি সৈন্য আবার কানন-ভূমি আক্রমণ কর্তে আস্ছে। ধর—ধর—তীর ধর, বর্শা ধর, প্রাণপণ কর। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

[কুশী, লবের প্রস্থান।

পাহাড়িয়া বালকগণ।—

গান।

চল্—চল্—চল্—চল্ লড়াই কর্ লড়াই কর্।
কাঁড় বিঁধ্ব—সড়্কী চালাব—তীর হাঁকাব কড়্—কড়্—কড়্।
দুনিয়া কাঁপ্বে—আসমান্ কাঁপ্বে—পাহাড় ভাঙ্বে মড়্—মড়্—মড়্।
ছুঁড়ে দে তীর কাঁড়—চম্ চম্ ছাড়্ ওই দুষমণ্ ধর্—ধর্—ধর্।

[সকলের প্রস্থান।

[পরীক্ষার সঙ্গে লব ও কুশীর সঙ্গে ভরত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও উভয়কে পরাজিত করিয়া পশ্চাদ্ধাবন]

বিঘ্নের প্রবেশ।

বিঘ্ন। ও বাবা! ঠেলার চোটে গবাচন্দ্র, গুঁতোর চোটে বৃন্দাবন! চোখে সর্ষের ফুল ফুটিয়েছে! জোড়া তক্ষকের বাচ্ছা, যেমন ফোঁস্

তেমনি ভোঁস্, দুব্বো ঘাস পর্য্যন্ত রক্তমুখী। দেবতা। দেবতা! বোঝ বোঝ। চিত্রি—বিচিত্রি। একটা বাণ কানের কাছে ভোঁ ক'রে ফুঁ দিয়ে গেল, তাই শুনেই হাড় গোড় ভাঙা "দ"। পেটে কি বুকে পড়্লেই এতক্ষণে কয়ে মূর্দ্ধান্ন ষয়ে "ক্ষিয়ো", ক্ষিচুড়ীর পাক চড়্ত। ঐ আস্ছে —ঐ আস্ছে, কোন্ দিকে যাই রে বাবা? এইখানে পক্ষঘাতী মড়ার মত পা দুটো উঁচু ক'রে শুয়ে থাকি। [তথাকরণ]

দ্রুতপদে পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। উঃ! অতি ভয়ানক! শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আসমুদ্র হিমাচল নিঃসর্গ প্রকম্পিত ক'রে তুলেছে। এক একটা প্রক্ষিপ্ত শায়ক বায়ুসঙ্ঘর্ষে যেন প্রলয়-অগ্নি উদ্গীরণ কর্ছে। ঐ —ঐ আবার ক্ষিপ্র শর—আগ্নেয়গিরির অনল-উদ্গমের মত মহীরুহশ্রেণী ভস্মসাৎ ক'রে ছুটেছে।

সহসা কুশী আসিয়া ধনুতে বাণ সংযোজিত করিয়া পরীক্ষাকে লক্ষ্য করিল।

তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, বালক! ও আবার কি বাণ যোজনা করেছিস্? সহস্র সহস্র ভুজঙ্গের হলাহল স্খলিত হচ্ছে। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ।

দ্রুতপদে লবের প্রবেশ।

লব। [কুশীকে বাধা দিয়া] কর কি—কর কি ভাই, দাদা মহাশয়ের আদেশ ভুলে যাচ্ছ? কারেও প্রাণে মার্বে না। সৈনিক! ভয় হয়েছে? ভয় কি? প্রাণে মার্ব না—বন্দী হও।

পরীক্ষা। বন্দী কর্বে? বালক, আমাকে বন্দী কর্বি?

লব। হাঁ—হাঁ, তোমাকে নয় ত কি জঙ্গলটাকে?

পরীক্ষা। এত বাহুবল কোথায় সঞ্চয় করেছিস্, বালক?

লব। আমাদের বাহুবল, আমাদের দাদা ম'শায়ের আশীর্বাদ আর আমাদের মায়ের পায়ের ধূলো।

পরীক্ষা। কে তোদের মা?

লব। আমাদের মা মহাশক্তি।

পরীক্ষা। সত্যই তোদের মা মহাশক্তি। শত প্রশংসার যোগ্য তোদের ভুজবীর্য্য। সতীপুত্র—বীরপুত্র তোরা। আমি অস্ত্র সংযত কর্‌লাম। দে আমাদের অশ্ব দে। অশ্বে তোদের প্রয়োজন কি?

লব। প্রয়োজন আছে ব'লেই ধরেছি। তোমাদের অশ্ব আমাদের তপোবনে আসে কেন?

পরীক্ষা। আস্‌তে বাধা কি?

লব। না, আস্‌তে পাবে না। তোমাদের রাজা ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাবে তার প্রজার কাছে—এখানে নয়।

কুশী। তোমরা চোর! নিত্য নিত্য আমাদের উপবনের ফুল চুরি ক'রে নিয়ে যাও; আজ ধরেছি। দস্যু রাজার অনুচর, যাবে কোথায়? সুশীল! সুশীল!

সুশীল নামক ব্যাঘ্র আসিয়া কুশীর পদ-
লেহন করিতে লাগিল।

ভাই সুশীল, ধর—ঐ দস্যুকে বন্দী কর।

[সুশীল ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া পরীক্ষার গলদেশ ধরিতে উদ্যত হইলে পরীক্ষা সহ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুশীল ব্যাঘ্রকে পশ্চাৎপদ করিল]

[ব্যাঘ্রসহ পরীক্ষার প্রস্থান।

লব। আর কে আছে? দেখ—দেখ, ধর আর বন্দী কর।

কুশী। [বিষ্ণুকে দেখিয়া] এই একজন শুয়ে রয়েছে, লোকটা ম'রে গেছে নাকি?

বিঘ্ন। হুঁ।

কুশী। এই যে, কথা কইছে। কে তুমি?

বিঘ্ন। আমি ঠ্যাং।

কুশী। বাঃ! এ এক রকমের নূতন জন্তু। ঠ্যাং কথাও কইছে।

বিঘ্ন। [উঠিয়া] কয় রে বাবা, কয়। আমাদের দেশের লোক একটা কথাও মুখে কয় না, সবই ঠ্যাংয়ের নীচে দিয়ে চালায়। আহা লক্ষ্মী ছেলে, খুব ভাল ছেলে। রত্নগর্ভা সতী সাবিত্রী মায়ের যুগল পুত্র। আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক। যত রাজার ঘোড়া আস্‌বে, ধর। বদ্‌মাইসী কর্‌লে বাঘ নেলিয়ে দেবে। বেশ—বেশ খাসা ছেলে!

[ধীরে ধীরে পলায়নোদ্যত]

লব। যাচ্ছ কোথা? যুদ্ধ কর; তা না হয় বন্দী হও।

বিঘ্ন। দোহাই বাবা! আমাকে বন্দী ক'রো না। আমার কুষ্ঠীর ফল ভয়ানক বিশ্রী। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই, একজন গণৎকার বলেছিল, যে তোমার হাত বাঁধ্‌বে, তার বাড়া ভাতে পোকা পড়্‌বে—আইবুড়ো থাক্‌বে। যদিও বিয়ে হয়, বউ ক'ড়ে রাঁড়ী হবে।

লব। ও কথা শুন্‌তেই চাই না। সুবোধ! সুবোধ!

সহসা সুবোধ নামক ব্যাঘ্রের প্রবেশ ও লবের পদলেহন করিতে লাগিল।

সুবোধ! এই লোকটিকে বন্দী কর।

[সুবোধ লম্ফ দিয়া বিঘ্নের গলদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া গেল]

বিঘ্ন। [অন্তর্হিতে] ও বাবা রে! বাঘে খেলে রে! দেবতা, দেবতা, বাঘের গর্ভে গেলুম, দেবতা!

সুশীলের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। [সুশীলকে ভূতলশায়ী করিয়া]
দুর্ম্মতি শ্বাপদ!
প্রভুভক্তির এই পুরস্কার।

লব। [সুশীলকে স্পর্শ করিয়া] সুশীল! সুশীল! চক্ষু স্থির—শরীর অসাড়। ভাই কুশী, সর্ব্বনাশ হ'ল! আমাদের সুশীল ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেল। [রোদন]

কুশী। [সুশীলকে স্পর্শ করিয়া] ভাই সুশীল! ভাই সুশীল!
[রোদন]

পরীক্ষা। দুর্ম্মতি বালক!
চিরশয্যা ক'রে দোব সুশীলের পাশে;
এখনো ছেড়ে দে যজ্ঞের ঘোটক।

লব। ভ্রাতৃহন্তা!
ছেড়ে দোব ঘোটক?
ভ্রাতৃশোকবহ্নি করিব শীতল
শোয়াইয়া তোকে সুশীলের পাশে।
ধর্ অস্ত্র।
[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ]

পরীক্ষা। [যুদ্ধান্তে] উঃ! তেজস্বিনী—ত্রিশূলধারিণী—রুদ্রাণী মূর্ত্তি চতুর্দ্দিক্ হ'তে আক্রমণ কর্‌ছে। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!

সৈন্যগণের প্রবেশ।

ধর অস্ত্র,
নাশ কর দুর্ম্মতি বালকে।

[সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল]

পাহাড়িয়া রাজার বেশে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। সবুর কর্—সবুর্ কর্ বেইমান, সব্ লোক এককাট্টা হোকে একঠো লেড়্কাকা জান্ মার্বি? হামি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওহি দেখ্বে? চলিয়ে আও রে সব দল বল, চলিয়ে আও—চলিয়ে আও।

পাহাড়িয়া বালকগণের প্রবেশ।

ধর্ তীর কাঁড়, চালিয়ে দে লড়াই।

[পাহাড়িয়া বালকগণের সহিত ধর্ম্ম, অযোধ্যা সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অযোধ্যার যাবতীয় শক্তি বিতাড়িত করিল]

[সকলের প্রস্থান।

বশিষ্ঠ ও বাল্মীকির প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। একি সর্ব্বনাশ, মুনিরাজ!
মুমূর্ষু চৈতন্যহীন রাঘবের সেনা।
যজ্ঞ-অশ্ব রহিল কাননে,
অশ্বমেধ পূর্ণ নাহি হ'ল!
একি লিপি লিখিয়াছ রামায়ণ-গ্রন্থে?
কুশী লব হ'তে নিঃশেষিত হ'ল
ইক্ষ্বাকুর বংশ?
কি করিলে, হে তপোনিধান?

বাল্মীকি। চিন্তা নাই—চিন্তা নাই, হে মহানুভব!
হেন গ্রন্থ প্রণয়ন করে নি বাল্মীকি—
দশরথাত্মজগণ যাহে হইবে নিহত।
তাই যদি হয়, শত ছিন্ন করি'
ভাসাইব গ্রন্থখানি নর্ম্মদার নীরে।

বশিষ্ঠ। [উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে]

পলায়িত ছত্রভঙ্গ রাঘবের সেনা।
রথ ছাড়ি পলায় সারথি,
গজবাজী উর্দ্ধশ্বাসে ধায় গৃহমুখে।
শত্রুঘ্ন আহত, ভরত ত্রাসিত,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত!
কি হবে—কি হবে, মুনিকুলরাজ?
ওই—ওই সমর-সঙ্কটে পড়ি'
রাম রঘুনাথ
শ্রীগুরুচরণ করিছে স্মরণ।
যাই রাম, যাই রাম,, চিন্তা নাই তব।

[বেগে প্রস্থান।

বাল্মীকি। চমৎকার! চমৎকার!

কি সুন্দর অস্ত্রের কৌশল!
ধন্য—ধন্য, ওরে কুশী লব!
শত ধন্য শিক্ষাগুরু আমি রে তোদের।
পিতা-পুত্রে মহারণ কি মধুর ভাব!
কি গভীর ভাবের কল্পনা!
ভাব্ ওরে বিশ্বের ভাবুক!
তপঃশুষ্ক আঁখিযুগে আজি বাল্মীকির
করিল রে আনন্দের প্রেম-অশ্রুধারা।
সার্থক—সার্থক হ'ল গ্রন্থলিপি ফল!
দেখ্ ওরে বিশ্ববাসি, দেখ্ হনয়নে,
পিতা-পুত্রে মহারণ কি মধুর ভাব!

দেখ্‌ ওরে স্বর্গবাসী দেব যক্ষগণ !
নর নারী, জীব জন্তু, তৃণ গুল্ম আদি !
দেখ্‌ রে নয়ন মেলি ত্রিভুবনবাসি !
পিতা-পুত্রে মহারণ কি মধুর ভাব !
সতীপুত্র—বীরপুত্র কুশী লব
এ ধরণী মাঝে। [প্রস্থান।

ভরতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে লবের প্রবেশ।

ভরত। নির্ব্বোধ বালক !
রাখ্‌ অস্ত্র।
যুদ্ধ—খেলা নয়।

লব। আমি জানি খেলা।

ভরত। উদ্ধত শিশু !
জান না যুদ্ধের পরিণাম ?
অস্ত্রাঘাতে দেহ ক্ষত হয়,
ক্ষত হ'তে রক্তধারা হয় বিনির্গত,
স্কন্ধ হ'তে শিরশ্চ্যুত হয়,
কৃপাণ-কর্ত্তিত-শির
ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি।
হের নি বালক, যুদ্ধ কি ভীষণ

লব। নিশ্চয় দেখেছি।
কিন্তু মাতৃপদ-আশীর্ব্বাদ বলে
এ অঙ্গে পাই নি অস্ত্র-লেখা কভু।

ভরত। শোন, শিশু !
অস্ত্র-লেখা যোগ্য নহে

ওই বর অঙ্গ তব,
ওই কিশলয় কান্তি মনোহর
বক্ষে—ক্রোড়ে ল'য়ে
স্নেহ করিবার—চুম্বিবার।
ফিরে দাও অশ্ব,
চ'লে যাও মাতৃ অঙ্কে, শিশু!

লব। বধির কি তুমি?
কহি শোন উচ্চকণ্ঠে পুনর্ব্বার,
বিনা পরাজয়ে দিব না ঘোটক।
শুনিলে?

ভরত। তবে ধর অস্ত্র।

[উভয়ের যুদ্ধ]

অন্যদিক্ দিয়া কুশীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। [কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবসন্ন হইলেন]
উঃ! অন্ধকার—অন্ধকার!
বালক রে! কি বাণ হানিলি?
কি বিষ বর্ষিলি?
বিষের দহন সহ একি অমৃতের ধারা!
শান্তি! শান্তি!
রে বালক, ভুবন-আলোক!
এ মরণে মহাশান্তি মোর।
সুবিপুল ক্ষত্র-মান রাখিলি জগতে,

সতীপুত্র বীরপুত্র তোরা দুটি ভাই।
আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ—
হও অমর, অক্ষতদেহে ভুবনবিজয়ী।
আঃ! আর্য্য দেব রঘুবর!

[ভরতের বক্ষে পতন ও মৃত্যু]

ভরত। একি রে—একি রে প্রাণাধিক!
কুসুম-প্রহারে হিমাদ্রির চূড়া
পড়িলি রে প্রাণাধিক, ভূমিতলে
শত্রু-আলোড়িত মধুপুরে
অকূল-সমুদ্র-সেনা করিয়া মন্থন,
ডুবিলি রে আজ গোষ্পদ-সলিলে?

[শত্রুঘ্নকে ভূতলে রাখিয়া]

আরে-রে ভুজঙ্গ-শিশু!
একটি একটি করি বিষদন্ত তোর
বিচূর্ণ করিব এই শাণিত কৃপাণে।
ধর্ অস্ত্র।

[কুশীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া]

উঃ! বিষ! বিষ! আশীবিষ বাণ!
জর্জ্জরিত প্রাণ।
দাদা রঘুবর!

[পতন ও মৃত্যু]

দ্রুতপদে রামের প্রবেশ।

রাম। প্রিয়তম! প্রিয়তম! একি ভাই?
মুদিত নয়নপদ্ম কেন, রে ভরত?

একি ! একি ! বাণবিদ্ধ বক্ষে ?
ভয় কি—ভয় কি, ভাই !
এখনি তুলিয়া দিব আরোগ্য ঔষধি।
[সযত্নে বক্ষের বাণ উৎপাটন করিলেন]
ওহো ক্ষত অতি সুগভীর !
শোণিত ধারায় বক্ষ ভেসে যায়।
হায় হায় ভাই, কি করিলি ?
কি কহিব কৈকেয়ী মায়েরে ?
ভরত !. ভরত ! প্রাণাধিক !
[রোদন]

লব। ভ্রাতৃশোক ত্যজ হে নরেন্দ্র !
এটা যুদ্ধস্থল।
রমণীসুলভ রোদনের
ইহা নহে অন্তঃপুর।

রাম। [সক্রোধে]
আরে আরে ফলমূলাহারী
দীন হীন তাপস-তনয় !
টিট্‌কারী ব্যঙ্গ ছলে কথা কও ?
চেন না আমারে, আমি রাবণ-সূদন ?
একটি ধনুষ্টঙ্কারে নিসর্গ কাঁপিবে,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল চূর্ণ হ'য়ে যাবে,
উড়ে যাবে—পুড়ে যাবে বাল্মীকি-কানন,
এই বাণ—এই বাণ—শুদ্ধ এই বাণ।
[বাণ নিক্ষেপে উদ্যত]

দ্রুতপদে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। [সম্মুখে বক্ষ বিস্তার করিয়া]
নির্ঘাত অব্যর্থ শর লক্ষ্মণের বক্ষে
ব্যর্থ যেন নাহি হয় লক্ষ্য তব, বীর!
এই বক্ষ প্রসারিত সম্মুখে তোমার।

রাম। স'রে যা—স'রে যা, লক্ষ্মণ!
নিশ্চয় বধিব এই
ভ্রাতৃহন্তা কাল অহী-শিশু।

লক্ষ্মণ। সত্যই গো দাদা, কাল অহী-শিশু
কালান্তকারীর পুত্র কাল-বিষধর।
তা' না হ'লে, দাদা!
কোন্ ভুজঙ্গের দন্তে
আছে হেন তীব্র হলাহল?
বীরেন্দ্র ইক্ষাকুবংশ ধুরন্ধরে
করে হেন বিষ-জর্জ্জরিত?
এখনও নারিলে চিনিতে, দাদা,
কে উহারা যুগল-কুমার?
কাহার ঔরসে
বিগঠিত ওদের শরীর?
ওই হের রাজটীকা
ভালদেশে উজ্জ্বল অঙ্কিত,
জানকী সীতার নাম জটায় চিহ্নিত,
প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হের মাধুরিমা,
তব জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত জ্বলন্ত অক্ষরে।

রাম। অধীর উন্মত্ত প্রাণ ভ্রাতৃ-শোকানলে,
কোন যুক্তি বুঝিবার ধৈর্য্য নাহি মোর।
স'রে যা—স'রে যা, লক্ষ্মণ!

লব। ছেড়ে দাও, মহাশয়!
বড়ই আহ্লাদ আজি আমাদের,
যুঝিব রাবণ-বিজয়ী সনে।

লক্ষ্মণ। রে অবোধ! দুগ্ধপোষ্য শিশু!
যুঝিবি রাবণ-বিজয়ী সনে?

লব। হাঁ, তাই চির বাঞ্ছা মনে,
যুঝিব রাবণ-বিজয়ী সনে।
রামচন্দ্র রাবণ-বিজয়ী সত্য,
নারী-বধে বটে তাঁর অদ্ভুত বীরত্ব।
কিষ্কিন্ধ্যার সমর-সঙ্কটে
অন্তরালে থাকি বালীবধ অতীব আশ্চর্য্য!
রাম বীর—শুধু মর্কট কপির সাহায্যে,
রাম বীর—মাত্র নারী দিতে বনবাসে।
পত্নী-পুত্র ভিক্ষা মেগে খায়,
সেই ত রামের ভীষণ বীরত্ব?
কি কহিব—সে সময় ছিনু
গর্ভে পঞ্চমাস,
তা না হ'লে দেখিতাম—বুঝিতাম
রাম কত বড় বীর?

কুশী। সেই অবিচারে প্রতিফল করিব প্রদান,
তা না হ'লে মোরা সতীপুত্র নয়।

ধর, রাম! ধর দেখি, রাবণ-বিজয়ী বীর!
সহ্য কর দেখি,
কুসুমে-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শরের আঘাত?
সতীপ্রাণে দিয়েছ যে ব্যথা,
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ তার।

[সবলে রামবক্ষে বাণ নিক্ষেপ]

রাম। উঃ! ত্রিভুবন শূন্যময়!
কে তোরা যুগল বালক?
আয় আয়, কাছে আয় পুত্র প্রিয়তম!
এ অন্তিমে বুকে ল'য়ে
একবার করি আলিঙ্গন।

[পতন]

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা!
ইক্ষ্বাকুকুলের মধ্যাহ্ন তপন
অস্তমিত হ'ল আজ!
একি! একি! বসুধা কাঁপিল,
আকাশ ভাঙিল—
ঢাকিল মেদিনী প্রলয়-আঁধারে।
ওরে রে নিষ্ঠুর বালক!
পিতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হ'লি?
মা আমার! মা আমার!
কোথায় আছিস্—আয় একবার,
রাঘবেন্দ্র আজি তোর
ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি।

দাদা! দাদা! চিরসাথী আমি,
সঙ্গে কর—সঙ্গে কর মোরে।

[রাম-পদতলে পতন]

সীতার প্রবেশ।

সীতা। মা মা ব'লে কে ডাক্‌লি রে? এমন সকরুণ মাতৃসম্বোধন আজ আট বৎসর শুনি নাই। য্যাঁ—একি! একি! সমর-শ্রান্ত কলেবর, এক, দুই, তিন, চার সারি সারি গড়াগড়ি যাচ্ছে! য্যাঁ—একি! ওরে নির্ম্মম নির্দ্দয় পুত্র কুশী, লব! কাঙালিনী মাকে তোরা বিধবা সাজালি? কৃতঘ্ন পুত্র! কেন তোদের গর্ভে স্থান দিয়েছিলাম? রঘুনাথ! রঘুনাথ! একি শয্যা আজ তোমার, রাজেন্দ্র? লক্ষ্মণ! পুত্র! প্রিয়তম! সীতা এখনও মরে নাই, তোমাদের আগমন-পথ চেয়ে আছে। রঘুনাথ! হা রঘুনাথ! [মূর্চ্ছিতা]

কুশী। মা! মা! কোথায় যাও মা? আমাদের যে আর কেউ নাই। ক্ষুধা পেলে কার কাছে যাব? কে খেতে দেবে? মা, ওঠ মা! আর যুদ্ধ করব না। মা! মা! নাই—নাই—মায়ের মুখে সাড়া-শব্দ নাই। কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা! মা! [মূর্চ্ছিত]

লব।—

গান।

আজি ধরা আঁধার হ'ল।
মায়ের মৃত বুকে কুশী, আমার জীবন-শশী,
ধরাসনে আজি অস্ত গেল।
ওঠ একবার প্রাণাধিক কুশী,
আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণিমা শশী,

আমি যে ভাই, তোকে কত ভালবাসি,
আমায় ভাই ব'লে ডাকা এই কি ফুরাল ॥
ওঠ ভাই কুশী, ঘুমালে কি চলে,
পোড়াতে হবে ভাই, মাকে চিতানলে,
কে ব্যথার ব্যথী তুমি চ'লে গেলে,
আজ মাতৃপিতৃ দায় একত্রে ঘটিল ॥

কুশী! কুশী! ঘুমাচ্ছিস্ কি রে? আজ যে আমাদের পিতৃ-মাতৃদায়। এখনও নিশ্চিন্ত আছিস্? মা! মা! না, মুখে কথা নাই। কি করলাম? মাকে হারালাম! এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? আত্মঘাতী হব। এই বাণ—এই বাণ [বাণের দ্বারা বক্ষ বিদ্ধ করিতে উদ্যত]

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ।

লব। দাদা মহাশয়! এসেছেন? দাদা মহাশয়! আমার মা, ভাই সব সংসার ছেড়ে গেছে!

বাল্মীকি। মাভৈঃ! মাভৈঃ! ভয় কি রে কুমার? মা! মা!

সীতা। [উঠিয়া] কুপুত্র কুশী, লব! কি করলি? মাকে পাগলিনী করলি? [বাল্মীকিকে দেখিয়া] য়্যাঁ! বাবা! বাবা এসেছেন? দেখুন, আমার দুষ্ট পুত্রেরা কি সর্ব্বনাশ করেছে!

বাল্মীকি। তোর পুত্রেরা করে নাই মা, এ লিপি ভবিতব্যের। চিন্তা নাই, আমি তার শান্তি করছি। [কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন] শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

রাম। য়্যাঁ! সীতা! সীতা! কৈ আমার আনন্দ-প্রতিমা? এই যে আমি স্বপ্নে দেখ্ছিলাম। সীতা! সীতা!

লক্ষ্মণ। [উঠিয়া] দাদা! দাদা! কোথা গেল? কোন্ পথে গেল? এই যে আমি দেখ্‌ছিলাম। জাগ্রতে স্বপন! সেই অস্থিকঙ্কালসীর পাষাণ-প্রতিমা জনক-দুহিতা। কোথা গেল—কোথা গেল মা আমার?

ভরত, শত্রুঘ্ন। মা! মা! এ ধরার মাঝে তুই বেঁচে আছিস্? কোথা গেলি? কোথা গেলি, মা?

বাল্মীকি। রঘুবর! রঘুবর!
দেখ দেখি একবার
কে উনি সম্মুখে তোমার?

রাম। য়্যাঁ! সীতা! সীতা? ওহো!
হেমকান্তির কি পরিবর্ত্তন!
সীতা! সীতা!
স্পর্শিও না মোরে।
আমি মহাপাপী, তুমি পুণ্যবতী।
ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা!

[নতজানু]

সীতা। [হাত ধরিয়া]
কিসের এ ক্ষমা, দেব!
ধর্ম্মময়—পুণ্যময়—হে পবিত্রময়!
তব এক বিন্দু ক্ষমা প্রার্থনা আমার,
চাতকীর মত মোর কণ্ঠাগত প্রাণ।
ধর, গুণময়! প্রেমময়! প্রাণময়!
এ "যুগল বীর-কুমার" তোমার,
তব করে করি সমর্পণ।

[কুশী লবকে প্রদান]

রাম। রাজ্ঞি! অযোধ্যা-ঈশ্বরি! কি অমূল্য রত্ন আমায় আজ উপহার দিলে! এ যে আমার গৃহ-সংসারের আনন্দ-জ্যোতিঃ! তোরা আয়, পুত্র! আয়, বীর-চূড়ামণি! আয় রে, ইক্ষাকুকুলের আনন্দ-আলোক! পিতা ব'লে একবার কোলে আয়। [ক্রোড়ে গ্রহণ]

লক্ষ্মণ। দাদা! আমাকে দাও, আমি একবার পরিতাপদগ্ধ বুক শীতল করি। [ক্রোড়ে গ্রহণ] মা! মা! চিন্‌তে পারিস্? আমি সেই ঘাতক-পুত্র। ক্ষমা-নেত্রে চেয়ে বুকের ব্যথা শীতল কর্‌বি না, মা?

সীতা। দেবর! দেবর! এ মর্ত্ত-সংসারে তুমি স্বর্গের দেবতা। ভ্রাতৃ-অনুগত পবিত্র-হৃদয় দেবর! যেন ভারতের নারী তোমার মত দেবর, সাধনা ক'রে গ্রহণ করে।

কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। এ নিবিড় কাননে আজ আমার সংসারের আনন্দ-হাট কে বসিয়েছে রে?

রাম। মা! তুমিও এসেছ?

কৌশল্যা। থাক্‌তে পার্‌লাম না রাম; কে যেন হাত ধ'রে টেনে বল্‌লে, কৌশল্যা! যদি প্রাণের জ্বালা জুড়াবি, তবে শীঘ্র বাল্মীকি-কাননে চল্। রাম, কৈ বৌমা? শুন্‌লাম, বৌমা আমার মুনির কাননে আছে।

বাল্মীকি। এই যে মা, আনন্দময়ী তোমার বৌমা।

কৌশল্যা। মা! মা! বেঁচে আছিস্? মা আমার! কি দশা হয়েছে গো তোর? বাবা, বাবা, আপনি অনুমতি করুন, মাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাই।

বাল্মীকি। নিয়ে ত যাবি মা, এখন আমায় কি দিবি বল্? আমি

যে ভিক্ষা ক'রে, তোর মাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছি। তোরা ফেলে দিয়েছিলি, আমি কুড়িয়ে এনে তুলে রেখেছি। আমার কি দাবি, তা বল্?

কৌশল্যা। বাবা! আপনার এ স্নেহের ঋণ আমরা জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে পারব না।

বাল্মীকি। ব্যস্, পরিষ্কার কথা! কেন পারবি না মা, আমি কোন ঐশ্বর্য্য চাই না। তোর পুত্রকে একবার বল্—ষাট্ হাজার বৎসর মরা মরা বল্তে বল্তে যে রাম নাম উচ্চারণ করেছি, যেন সেই রাম নাম বাল্মীকির মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পর্যান্ত জিহ্বা-যন্ত্রে সরল ভাবে অভ্যস্ত থাকে। ঐ দেখ্ মা, তোর পুত্রবধূ কেমন যুগল পুত্রের জননী হয়েছেন! একবার ঐ নবীন নাতি দুটিকে কোলে কর, মা!

কৌশল্যা। য়্যাঁ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি?

বাল্মীকি। স্বপ্ন নয় মা, সত্য। ঐ দেখ, কুমার লক্ষ্মণের কোলে রামাত্মজ দুটি কেমন আনন্দের শোভা ধারণ করেছে!

কৌশল্যা। আয় রে আমার মাণিকের মাণিক—বুক জুড়ানো রত্ন যুগল! একবার ঠাকুরমায়ের কোলে আয়। [লব কুশকে ক্রোড়ে গ্রহণ]

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। শান্তি! শান্তি! শান্তি! হে মহামুনি মহাপ্রাণ তাপস-কুলশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি! কি মধুর তোমার রামায়ণ গ্রন্থ রচনার ভবিষ্য কল্পনা! কি প্রাণস্পর্শী ভাবের সমাবেশ! তোমার তপোবন গোলোকের মহাক্ষেত্রে পরিণত। এ মধুর মিলন দেখে বশিষ্ঠের যুগল নয়ন আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত। মহানুভব, এইবার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার ব্যবস্থা করি গে চলুন।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। পূর্ণাহুতি—পূর্ণাহুতি। সমস্ত দেবলোক পরিতৃপ্ত—পিতৃগণ চরিতার্থ। অযোধ্যানাথ! আপনার অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল। মহামুনি বাল্মীকি, আপনার বিরচিত মধুর রাম-সীতা-চরিত্র গ্রন্থ পাঠে আজ হ'তে জগতের জীব শত জন্মার্জ্জিত পাপে মুক্তি পাবে।

বাল্মীকি। কে আপনি?

ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম। হে ধর্ম্মাত্মন্, তোমার কঠোর সাধনার সম্পত্তি রামায়ণ গ্রন্থ রচনার ফল অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ কর্‌বার জন্য আমি রজক-বেশে অযোধ্যাপতিকে সীতা-বর্জ্জনের উপদেশ দিয়েছিলাম। ভক্তাধীন ভক্তবৎসল প্রজারঞ্জক রঘুবর ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্য আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী পরমা প্রকৃতি সীতাকে আপনার তপোবনে নির্ব্বাসিতা করেছিলেন। আপনার উদ্দেশ্য আজ পূর্ণ হ'ল। ধন্য আপনি—ধন্য আপনার সাধনা—ধন্য আপনার তপোবন! যে বনে আজ রাম-সীতা পুরুষ-প্রকৃতির পুনর্মিলন হ'ল, সে বন গোলোকের মহাক্ষেত্র বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মহামুনি বশিষ্ঠ! আপনি এ লীলা-নাট্য অভিনয়ের প্রধান নায়ক। আসুন, একবার আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন]

বশিষ্ঠ। জগল্লোচন ধর্ম্মদেব! দেবগণ এবং পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির জন্যই যজ্ঞের আয়োজন। যখন আপনারা পরিতুষ্ট, তখন এ অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন। এখন অনুমতি করুন, রাজদম্পতিকে অযোধ্যায় নিয়ে যাই।

ধর্ম্ম। তথাস্তু।

পরীক্ষার প্রবেশ।

পরীক্ষা। এখন বল দেখি, ধর্ম্মপুরুষ! কার কর্ম্মোৎসাহে—আজ এই বাল্মীকি-কানন গোলোকের পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হ'ল?

ধর্ম্ম। তোমার—তোমার। হে পরীক্ষা-পুরুষ! আমি অন্ধকার, তুমি আলোক। আমি ক্ষুদ্র, তুমি বৃহৎ। আমি বালুকণা, তুমি অনন্ত সাগর। আমার এই মহিমা-নিবন্ধন সহানুভূতির জন্য ধর, পরীক্ষা-পুরুষ! এই পুষ্পমাল্য; আর একবার আলিঙ্গন। [তথাকরণ]

বাল্মীকি। হে ভক্তাধীন! আমার বাসনা পূর্ণ ক'রে যাও। আমার এই প্রস্তর বেদিকাখানি, অযোধ্যার সিংহাসন হ'ক্। একবার আমার মাকে বামে নিয়ে ভুবনেশ্বর-ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে উপবেশন কর। এমন দিন আর হবে না, এমন দিন আর পাব না। কুশী, লব! চল্‌লি, ভাই? আবার কবে আস্‌বি? মা, চ'লে যাচ্ছিস্? আবার কবে আস্‌বি?

সীতা। কখন্ আস্‌তে বলেন, পিতা? যখন বল্‌বেন, তখনই আসব।

বাল্মীকি। এখন আর নয় মা, আস্‌বার সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিই, ঠিক সেই সময় আসিস্। যে সময় এ কর্ম্মশ্রান্ত হস্ত পদ কর্ম্মশেষে অসাড়—অবশ হ'য়ে পড়্‌বে, নয়ন জগৎ অন্ধকার দেখ্‌বে, জিহ্বা-যন্ত্র আর কোন রসের আস্বাদন অনুভব কর্‌তে পার্‌বে না, কর্ণ শব্দ সংগ্রহে বধির হবে; সেই সময়—সেই সময় মা, বাল্মীকির এই আমিত্ব ভ্রমান্ধকার পথে জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তারিণী মূর্ত্তিতে দাঁড়াবি—আলোক দেখিয়ে দিবি। যেন অন্ধকার ভবকারার মধ্য পথে থেকে সন্তানকে আর জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে না হয়। এখন ব'স মা, এই পাষাণ-বেদীতে উপবেশন কর। আমি তোমার শ্বশুরালয় যাবার মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করি।

[রাম সীতা প্রস্তর-বেদীতে উপবেশন করিয়া
কুশী-লবকে কোলে ধারণ করিলেন]

অন্য সকলে। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়!

[যবনিকা-পতন।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টীর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১৷৷০

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরার যশঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমরকেতন, চন্দ্রকেতু, শীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলালী, নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলে যশের অভিনয়। বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর, রঞ্জনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পার্টীতে নব-রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী, ধুরন্ধর, ভদ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত ষষ্ঠী-অপেরাপার্টীর বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, দয়ালচাঁদ, রঞ্জিতা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সৎমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরায় দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গজেন্দ্র, কমলা, দুর্জ্জয়ময়ী, শান্তা, দুলর্তা সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন মাধুরী, কৃষ্ণা, রত্নাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা রণবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী, শান্তিসেনী, পান্না, কজ্জলা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরায় অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিকা, সীতা, সরমা, সূর্পনখা, আর সেই কুম্ভীলক, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত; যষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিপুণ। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১॥০ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১॥০।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১॥০ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয়; সেই বিরূপ, কেতুমান্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

"মায়াবী"—ছবির নমুনা

"বাবা—বাবা—বাবা! কি হয়েছে, তোমার?" [মায়াবী—১৬ পৃষ্ঠায়।

সকল উপন্যাসই—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়!

"নীলবসনা সুন্দরী"—ছবির নমুনা

"দেখিল, রমণী যুবতী—সুন্দরী—মুখখানি সুন্দর !" [নীলবসনা সুন্দরী—১৪ পৃষ্ঠায়।

সকল উপন্যাসই—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময় !